কীর্ত্তন-পদাবলী

(আখর সমেত)

নবদ্বীপ নিবাসী সুধাকণ্ঠ-গায়ক

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস

সংগৃহীত

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী

৩৬৮, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

কলিকাতা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের
দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর
শ্রীবামদেব ভট্টাচার্য্য এম-এ,
সর্ব্বদর্শনাচার্য্য বিরচিত।

হিন্দু ক্রিয়াকর্ম্মের আসল ও সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

[বরাত বিহিন ও বঙ্গানুবাদ সহ।]

—প্রকাশক—
শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
৩৬৮নং রবীন্দ্র সরণী,
কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট, ১৯৫৯

—প্রচ্ছদ—
বটকৃষ্ণ নন্দী

মুদ্রাকর—শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস
১৯।এ।এইচ২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

বিদায় গোষ্ঠ

দান-লীলা

সুবল-সংবাদ

মানসগঙ্গায় নৌকাবিলাস

—সমাপ্ত—

ব্রজলীলা ও গৌরাঙ্গলীলার সংক্ষিপ্ত সম্বন্ধ নির্ণয়

ব্রজলীলায়	গৌরাঙ্গলীলায়	ব্রজলীলায়	গৌরাঙ্গলীলায়
শ্রীরাধাকৃষ্ণ	শ্রীগৌরাঙ্গ	নন্দ	জগন্নাথ মিশ্র
বলরাম	নিত্যানন্দ	বাসুদেব	হারাই পণ্ডিত
শিব	অদ্বৈত	অক্রুর	কেশব ভারতী
ব্রহ্মা	হরিদাস	বেদব্যাস	বৃন্দাবন দাস
নারদ	শ্রীবাস	শুকদেব	কৃষ্ণদাস কবিরাজ

প্রধানা রমণীগণ

যশোদা	শচীদেবী	রাধিকা	গদাধর
রোহিণী	পদ্মাবতী	বারুণী	বসুধা
রেবতী	জাহ্নবী	ভগবতী	সীতা ঠাকুরাণী

অষ্ট সখীগণ

ললিতা	শ্রীরূপ গোস্বামী	রঙ্গদেবী	শ্রীগোবিন্দ ঘোষ
বিশাখা	শ্রীরামানন্দ রায়	সুন্দরী	শ্রীবাসু ঘোষ
সুমিত্রা	শ্রীশিবানন্দ সেন	ইন্দুরেখা	শ্রীগোবিন্দানন্দ
চম্পকলতা	শ্রীরাঘব পণ্ডিত	তুঙ্গদেবী	শ্রীমাধব ঘোষ

নব মঞ্জরীগণ

রূপ মঞ্জরী	রূপ গোস্বামী	বিলাস মঞ্জরী	জীব গোস্বামী
নব মঞ্জরী	সনাতন গোস্বামী	প্রেম মঞ্জরী	ভূগর্ভ গোস্বামী
অনঙ্গ মঞ্জরী	গোপাল ভট্ট	রাগ মঞ্জরী	রঘুনাথ গোস্বামী
রস মঞ্জরী	রঘুনাথ গোস্বামী	লীলা মঞ্জরী	লোকনাথ গোস্বামী
কস্তুরী মঞ্জরী		কৃষ্ণদাস গোস্বামী	

দ্বাদশ গোপাল

শ্রীদাম	অভিরাম ঠাকুর	সুবাহু	উদ্ধারণ দত্ত
সুদাম	সুন্দর ঠাকুর	মহাবাহু	মহেশ পণ্ডিত
দাম	পুরুষোত্তম নাগর	অর্জ্জুন	পরমেশ্বর দাস
বসুদাম	ধনঞ্জয় পণ্ডিত	লবঙ্গ	কালা কৃষ্ণ দাস
সুবল	গৌরীদাস পণ্ডিত	মধুমঙ্গল	শ্রীধর পণ্ডিত
মহাবল	কমলাকর পিপলাই	প্রবাল	হলায়ুধ ঠাকুর

কীর্ত্তন-পদাবলী

পূর্ব্ব-রাগ

১। সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।

আখর—কেবা শুনাইল কাজ ভাল করে নাই, শ্যাম নাম শুনাইয়ে কাজ ভাল করে নাই) *

কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।
(ধৈরজ ধরতে নারি, রয়ে রয়ে মনে হয় ধৈরজ ধরতে নারি)
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে,
(কি উপায় করি, শ্যামনাম ভুলতে পারি না কি উপায় করি)
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সব তারে।
(কে মিলায়ে দেবে, না দেখিলে প্রাণে মরি কে মিলায়ে দেবে)
কেমনে পাইব সই তারে।

* ( ) এইরূপ বন্ধনী চিহ্নগুলি আখর।

নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো

অঙ্গের পরশে কিবা হয়,

(এখন পরশ করি নাই, কেবলমাত্র নাম শুনেছি এখন পরশ করি নাই)

অঙ্গের পরশে কিবা হয়।

যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো

যুবতি ধরম কৈছে রয়,

(বুঝি নয়ন নাই গো, নয়ন থাকলে ধরম থাকতো না বুঝি নয়ন নাই গো)

যুবতি ধরম কৈছে রয়।

পাসরিতে করি মনে- পাসরা না যায় গো

কি করিব কি হবে উপায়।

(উপায় বলে দে বলে দে, শিশুকালের সঙ্গিনী উপায় বলে দে বলে দে)

কি করিব কি হবে উপায়।

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতী কুলনাশে

আপনার যৌবন যা চায়।

(সব বিকায়ে দিয়ে, আপনার যৌবন সব বিকায়ে দিয়ে, কৃষ্ণ হে তোমার হলাম বলে সব বিকায়ে দিয়ে)

আপনার যৌবন যা চায়।

রূপ

তাল—মধ্যম দশকুশী।

২। বেলি অবসানকালে, একা গিয়াছিলাম জলে,

(কেউ ত সঙ্গে ছিল না গো, একা জলে গিয়াছিলাম, যমুনায় একা জলে গিয়াছিলাম কেউ ত সঙ্গে ছিল না গো)

বেলি অবসানকালে, একা গিয়াছিলাম জলে,
জলের ভিতরে শ্যামরায়।

(আরে সখি—শ্যাম নাগর দাঁড়ায়ে আছে, কালরূপে আলো করে শ্যাম নাগর দাঁড়ায়ে আছে)

জলের ভিতরে শ্যামরায়।

ফুলের চূড়াটি মাথে, মোহন মুরলী হাতে,

(কে বেঁধে দিয়েছে গো, বিনোদিয়ার চাঁচর চুলে মোহন-চূড়া কে বেঁধে দিয়েছে গো)

ফুলের চূড়াটি মাথে মোহন মুরলী হাতে,
পুনঃ শ্যাম জলেতে লুকায়।

(আর দেখি না গো, শ্যাম কোথা লুকাল আর দেখি না গো, মন-প্রাণে হরে নিয়ে গেল আর দেখি না গো)

পুনঃ শ্যাম জলেতে লুকায়।

তাল—ভাঁসপেড়ে।

পুনঃ জলে ঢেউ দিতে, বিম্ব উঠে আচম্বিতে,
বিম্বের মাঝারে শ্যামরায়।

(যত বিম্ব তত কৃষ্ণ, আমি যমুনায় কৃষ্ণ হেরি, আজ যমুনার কি সৌভাগ্য যত বিম্ব তত কৃষ্ণ)

বিম্বের মাঝারে শ্যামরায়।

চূড়ার টালনি বামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে,

(কতই ছাঁদে বেঁধেছে গো, সে যে ঈষৎ বামে হেলাইয়ে ভুবন-মোহন বিনোদ চূড়া কতই ছাঁদে বেঁধেছে গো)

চূড়ার টালনি বামে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে,

জাতিকুল মজাইলাম তায়।

(সখি শ্যামরূপে নয়ন দিয়ে, আপনি খেলাম কুল মজালাম, যমুনায় জল আনতে গিয়ে)

জাতিকুল মজাইলাম তায়।

পুনঃ জলে দিতে ঢেউ, কোথাও না দেখি কেউ,

জলস্থির হইলে দেখি কানু।

ধরি ধরি মনে করি, ধরিবারে নাহি পারি,

অনুরাগে জলে ডুবেছিনু।

বসুরামা নন্দের বাণী, শুন শুন বিনোদিনী,

অকারণে জলে ডুবেছিলে।

বুঝিতে নারিলে মায়া, জলে ছিল অঙ্গছায়া,

শ্যাম ছিল কদম্বের মূলে।

———

রূপানুরাগ

৩। কি হেরিলাম কালিন্দী কূলে
অপরূপ রূপ কদম্ব মূলে।

(জনমিয়ে দেখি নাই গো এমন মোহন রূপ, সেইরূপে আঁখি ভরে গেল)

অপরূপ রূপ কদম্ব মূলে।

অচলা চপলা মেঘের গায়ে মৃগাঙ্ক রহিতে শশাঙ্ক উদয়।

(যেন চাঁদ উঠেছে, নবীন মেঘের কোলে যেন চাঁদ উঠেছে)

মৃগাঙ্ক রহিতে শশাঙ্ক উদয়।
নাচিছে ময়ূর জলদপরি,

(ময়ুর নাচা দেখে এলাম, যমুনায় জল আনতে গিয়ে)

নাচিছে ময়ূর জলদপরি, অলিকুল আছে চাঁদেরে ঘেরি।

আর অপরূপ কহিতে নারি
যথা মেঘ তথা না হয় বারি।
হৃদয় আকাশে উদয় করি
নয়ন যুগলে বহয়ে বারি।
যেন মনে হয় বিজুরী হয়ে
মেঘের গায়ে থাকি জড়ায়ে।
জ্ঞান কহে ধনি না কহ আন
যে কহিলাম তুমি সেই সে প্রমাণ।

(একবার বামে দাঁড়াও গিয়ে, নয়ন ভরে যুগল হেরি আর হেরে নয়ন সফল করি)

রূপানুরাগ

তাল—তেওট।

৪। পেখলুঁ শ্যামরু ধাম।

(জলে গিয়ে দেখে এলাম, সৌন্দর্য্য লাবণ্যপূর্ণ শ্যাম ধাম দেখে এলাম)

কুঞ্জ সমীপে নীপ অবলম্বই,

(শ্যাম নাগর দাঁড়ায়ে আছে, চরণে চরণ দিয়ে অধরে মুরলী লয়ে দাঁড়ায়ে আছে)

রহই ত্রিভঙ্গিম ঠাম।

চরণ অবধি বনমালা বিরাজিত

(মালা দুল্‌ছে, ছুঁই ছুঁই করে মালা দুল্‌ছে, রাতুল চরণ ছুঁই ছুঁই করে মালা দুল্‌ছে)

হেরইতে উনমত হই।

(মতি মাতায়ে দিলে, মালার দোলনীতে মতি মাতায়ে দিলে)

হেরইতে উনমত হই।

মধুকর ছলে কত, বরজ রমণী চিত,

তঁহি রহি গতি মতি খোই।

(যেতে যে নারে, মালা ছেড়ে আর যেতে যে নারে, ব্রজ-রমণীর চিত্ত মধুপ মালা ছেড়ে আর যেতে যে নারে)

মুরলী আলাপি ঝাঁপি গগনাবধি

গাওত কতহুঁ সুতান।

কহ ঘনশ্যাম দাস চিত ফুরত

রোয়ত মদন মান।

রূপানুরাগ

৫। কি হেরিলাম নীপমূলে ধন্দ।

(কি রূপ দেখে যে এলাম গো, যমুনায় জল আনতে গিয়ে কি রূপ দেখে যে এলাম গো, সাঁজের বেলায় কদমতলায় কি রূপ দেখে যে এলাম গো)

কি হেরিলাম নীপমূলে ধন্দ।

এক বিনোদ কালা, বিবিধ বিনোদ মালা,

লাবণ্যে ঝরয়ে মকরন্দ।

(কত ঢলে যে পড়েছে, ঐ রূপে কত ঢলে যে পড়েছে, ঐ রূপ সুধা পান কর্‌বে বলে কত ঢলে যে পড়েছে)

লাবণ্যে ঝরয়ে মকরন্দ।

ভবজ অনুজ রথ তলে বিনতা সুত

কোরে কুমুদ বন্ধু সাজে।

(উদয় যে হয়েছে, পূর্ণশশি আসি উদয় যে হয়েছে, ষোলকলা পূর্ণশশি আসি উদয় যে হয়েছে)

কোরে কুমুদ বন্ধু সাজে।

হরি অরি সন্নিধানে অলিরথ পুরে বাণে

রমণী মণির মন বাঁধে।

(স্থির মানে না, মন-প্রাণ আর স্থির মানে না, কদমতলায় রূপ দেখে এসে মন-প্রাণ আর স্থির মানে না)

রমণী মণির মন বাঁধে।

খগেন্দ্র নিকটে আসি রসেন্দ্র বাজায় বাঁশী
যোগেন্দ্র মুনিন্দ্র মূরছায়।

(মূরছা যায় হে, বাঁশীর গানে কত মূরছা যায় হে, যোগী-ঋষি আদি কত মূরছা যায় হে)

যোগেন্দ্র মুনিন্দ্র মূরছায়।

কুন্তীর নন্দনমূলে কশ্যপ নন্দন দোলে
মনমথের মনমথে তায়।

(মন দোলায়ে দেয়গো, কতজনার মন দোলায়ে দেয়গো, আমি বলে কা কথা আমার মত কতজনার মন দোলায়ে দেয় গো)

মনমথের মনমথে তায়।

জলধি সুতাপতি তার শিরে যার স্থিতি
সে কেন যমুনা জলে ভাসে।

(আমায় বলে দাও গো, তোমরা জান যদি আমায় বলে দাও গো, তোমরা কৃষ্ণলীলার সাহাকারী জান যদি আমায় বলে দাও গো)

সে কেন যমুনা জলে ভাসে।

শচীপতি ঋপুসুতা বাহন বিজরী লতা
রূপ নিরখয়ে জ্ঞানদাসে।

(কভু দেখি নাই সখি, এমন রূপ তো কভু দেখি নাই সখি, জনমিয়ে জগমাঝে এমন রূপ তো কভু দেখি নাই সখি)

রূপ নিরখয়ে জ্ঞানদাসে।

———

রাধিকার আক্ষেপ—কন্দর্পের প্রতি

৬। কতিহুঁ মদনে তনু দহসি হামারি
হাম নহুঁ শঙ্কর হুঁবর নারী।

(আমি শঙ্কর নহি হে, ওহে মদন আমি শঙ্কর নহি হে, আমি নারী কুলবালা ওহে মদন আমি শঙ্কর নহি হে)

হাম নহু শঙ্কর হুঁবর নারী।
নহী জটা হই বেণী বিভঙ্গ
মালতী মাল শিরে নহু গঙ্গ।

(এ যে বনমালা হে, গঙ্গা নয় এ যে বনমালা হে, তুমি গঙ্গা ভেবে ভুল করেছ গঙ্গা নয় এ যে বনলালা হে)

মালতী মাল শিরে নহু গঙ্গ।
মোতিম বদ্ধ মৌলি নহ ইন্দু
ভালে নয়ন নহ সিন্দুর বিন্দু।

(তুমি ভুল দেখেছ, ওহে মদন তুমি ভুল দেখেছ, আমার ভালে নয়ন নয় যে সিন্দুর বিন্দু ওহে মদন তুমি ভুল দেখেছ)

ভালে নয়ন নহ সিন্দুর বিন্দু
কণ্ঠে গরল নহ মৃগ মদ সার
নহ ফণীরাজ উরে মণিহার॥

(এ যে হার দুলিছে, মণিময় এ যে হার দুলিছে, এ তো ফণীর মালা নয় হে মণিময় এ যে হার দুলিছে)

নহ ফণীরাজ উরে মণিহার।

নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল

কেলীক কমল ইহ না হয় কপাল ॥

(শোভা যে করে, আমার হাতে কমল শোভা যে করে, পরিধানে নীল সাড়ী আমার হাতে কমল শোভা যে করে)

কেলীক কমল হই না হয় কপাল । *

বিদ্যাপতি কহে এ হেন ছন্দ

অঙ্গে ভসম নহ মলয়জ পঙ্ক ।

(এ যে মাখা রয়েছে, অঙ্গে চন্দন মাখা রয়েছে, অঙ্গে ভস্ম নহে প্রতি অঙ্গে চন্দন মাখা রয়েছে)

অঙ্গে ভসম নহ মলয়জ পঙ্ক ।

শ্রীমতি রাধার অভিসারে রূপ বর্ণনা

৭। জয় জয় জয় বিজয়ী কুঞ্জে বৃষভানু সুকুমারী ।

(জয় হউক ভানুনন্দিনীর জয় হউক মোহন কুঞ্জবিহারীর জয় হউক)

মুঞ্জ বিকচ কুসুম পুঞ্জ মধুপ শব্দ গুঞ্জ গুঞ্জ ।

কুঞ্জর গতি গঞ্জি গমন মঞ্জুল কুলনারী ।

(হেলে দুলে চলেছে রে, সুবেশিনী নারীকুল বিকশিত কুসুম কুঞ্জে হেলে দুলে চলেছে রে)

মঞ্জুল কুল নারী ।

---

* কেলীক—ক্রীড়া, খেলা। কমল—পদ্ম। কপাল—ভিক্ষাপাত্র।

ঘন গঞ্জন চিকুর পুঞ্জ মালতী ফুল মালে রঞ্জ
অঞ্জন যুত কঞ্জনয়ন খঞ্জন গতিহারী।

(হার মেনেছে, গতিহার হার মেনেছে, খঞ্জনের গতি হার মেনেছে)

খঞ্জন গতিহারী।

কাঞ্চন রুচি রুচির অঙ্গ অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ
কিঙ্কিনী করকঙ্কন মৃদু ঝঙ্কৃত মনোহারী।

(হেলে দুলে চলে যেতে কঙ্কন কিঙ্কিনী বাজে, অনঙ্গ ভুলা সোনার অঙ্গ কিঙ্কিনী বাজে)

ঝঙ্কৃত মনোহারী।

নাচত যুগভুরু ভুজঙ্গ কালিয় দমন দমন রঙ্গ
সঙ্গিনী সব রঙ্গ পরিহি রঙ্গিন নীল সাড়ী।

(কালিয় দমনকে দমন করে, এমনি ধনির ভুরুর ভঙ্গি কালিয় দমনকে দমন করে)

রঙ্গিনী নীল সাড়ী।

দশন কুন্দ কুসুম নিন্দু বদন জিতল শরদ ইন্দু
বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে প্রেম সিন্ধু প্যারী।

(বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে, কুন্দদশনা ইন্দু মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝরে)

প্রেম সিন্ধু প্যারী।

ললিত অধরে মিলিত হাস দেহ দিপতে তিমির নাশ,
নিরখি রূপ রসিক ভুপ ভুলল গিরিধারী।

(গিরিধারী ভুলিল রে, ললিতাধরে হাসি দেখে গিরিধারী ভুলিল রে)

ভুলল গিরিধারী।

অমরাবতী যুবতিবৃন্দ হেরি পড়ল ধন্দ
মন্দ মন্দ হাসনা নন্দ নন্দন সুখকারী।

(রূপ দেখে ভুলল রে, অমরাবতী যুবতিবৃন্দ রূপ দেখে ভুলল রে)

নন্দন সুখকারী।

মণি মাণিক নখ বিরাজে কনক নূপুর মধুর বাজে
জগদানন্দ স্থল জলরুহ চরণক বলিহারী।

(ঐ চরণের বালাই যাইরে, বৃষভানু নন্দিনীর ঐ চরণের বালাই যাইরে, স্থল পদ্মের ন্যায় অভয় চরণ ঐ চরণের বালাই যাইরে)

চরণক বলিহারী।

কুঞ্জভঙ্গ

৮। জাগহু বৃষভানু নন্দিনী মোহন যুবরাজে।

(দেখ নিশি পোহাইল, কত নিদ্রা যাওগো রাই দেখ নিশি পোহাইল)

মোহন যুবরাজে।

অকরুণ পুনঃ বাল অরুণ উদিত মুদিত কুমুদ বদন
চমকি চুম্বি চঞ্চরী পদ মিনিক সদন সাজে।

(চলে গেল, চমকি চুম্বি চলে গেল, এখনি বদন মুদবে বলে চলে গেল)

পদ মিনিক সদন সাজে।

কি জানি সজনী রজনী থোর ঘু-ঘু ঘন ঘোষত ঘোর
গত যামিনী জিত দামিনী কামিনী কুল লাজে।
ফুকরত হত শোক কোক জাগব অব সবহু লোক
শুক সারিক পিক কাকলী নিধুবন ভরি গাজে।

(রজনী পোহায়ে গেল, ঐ শুন শুন পিক কাকলী রজনী পোহায়ে গেল)

নিধুবন ভরি গাজে।

তড়িত জড়িত জলদ ভাতি দোঁহে সুখে শুতি রহত মাতি
জিনি ভাঃর রস বাদর পরমাদর সেজে।

(কেমন ঘুমিয়েছে, রাই কানু এক হয়ে কেমন ঘুমিয়েছে)

পরমাদর সেজে।

গলিত ললিত ভূষণ সাজে মণিযুত ফণী বেণী বিরাজে
উচ কোরক রুচ চোরক কুচ জোরত মাঝে।

(যেন ফণী লুকায়েছে, কনক গিরির মাঝে যেন ফণী লুকায়েছে)

কুচ জোরক মাঝে।

বরজ কুলজ জলজ নয়নী ঘুমল বিমল কমল বয়নী
কৃত নালিস ভূজ বালিস আলিস নাহি ত্যজে।

(নাথের বাহু সিথানে দিয়ে, কত সুখে ঘুমিয়েছে নাথের বাহু সিথানে দিয়ে).

আলিস নাহি ত্যজে।

টুটল কিয়ে ফুল ধনুগুণ কিয়ে রতি রণে তুন ভেল শুন
সমর মাঝে পড়ল লাজে রতিপতি ভয়ে ভাজে।
(রতিপতি পলায়েছে, রণে পরাজিত হয়ে রতিপতি পলায়েছে)
রতি পতি ভয়ে ভাজে।
বিপতি পড়ল যুবতিবৃন্দ গুরুজন গতি কহই মন্দ
জগদানন্দ সরস বিরস রসবতী রসরাজে।

গোষ্ঠ

৯। শ্রীদাম বলে ওগো রাণী বিদায় দে তোর নীলমণি
লয়ে যাব গোঠ বিহারে।
(যত রাখাল দাঁড়ায়ে আছে, তোর গোপালকে সাজায়ে দেমা)
লয়ে যাব গোঠ বিহারে।
গোধন চারণ করি আনি দিব তোর হরি
নিবেদন করি জোড় করে।
(দে দে গোপালকে সাজায়ে দে গো, গোপাল আনি তোমায় দেব)
নিবেদন করি জোড় করে।
রাণী বলে কি বলিলি না পাঠাব নীলমণি
তোমরা সবাই যাও বনে।
(এমন কথা আর বলনা গোপাল বনে পাঠাব না তোমরা বনে যাওরে শ্রীদাম)
তোমরা সবাই যাও বনে।

বড় হলে লালনে নিয়ে যেও কাননে
পাঠাইব তোমা সবার সনে।
(বনে যাবে তার ভাবনা কিরে, আজকে রেখে যারে তোরা)
পাঠাইব তোমা সবার সনে।
শুনরে শ্রীদাম ভাই মোর যাওয়া হ'ল নাই
মা বিদায় নাহি দিল মোরে।
(আমার যাওয়া হ'ল না ভাই, আমি যাব বলে বসে আছি)
মা বিদায় নাহি দিল মোরে।
জ্ঞানদাস কহে শুন যশোদার জীবন
জানি কিনা জানি বিদায় করে।

১০। বলরামের কর লইয়া গোপালেরে সমর্পিয়া
পুনঃ পুনঃ বলে নন্দরাণী
(বলে তোমার হাতে গোপাল দিলাম সাবধানে রেখ বলাই)
পুনঃ পুনঃ বলে নন্দরাণী।
এই নিবেদন তোরে না যাবে কালিন্দী তীরে
সাবধান মোর নীলমণি।
(যমুনা তীরে যেওনারে, সেখানে অনেক বিপদ আছে)
সাবধান মোর নীলমণি।
রামেরে লইয়া কোলে সিঞ্চয়ে আঁখি নীরে
পুনঃ পুনঃ চুম্বে মুখখানি।

সবার অগ্রজ তুমি তোরে কি শিখাব আমি
বাপরে মোর যাইরে নিছনি
বলাই রাণীর পায়ে পুনঃ পরণাম করে
পুনঃ পুনঃ রাণী কোলে করে।
যাইতে না পারে বনে বাঁধিল রাণীর প্রেমে
কহে রাম গদ গদ স্বরে।
কিছু ভয় নাহি বনে ঘরে যাও দুইজনে
সকালে খাইবে অন্নজল।
সংবাদ পাইলে তবে আমরা খাইব সবে
শেখর কহয়ে সাবধান।

(নইলে খাওয়া হবে না মা তোমাদের খাওয়া না হ'লে আমরা কেউ খাব না মা)

শেখর কহয়ে সাবধান।

গোষ্ঠে গমন

১১। প্রণতি করিয়া মায় চলিলা যাদব রায়
আগে পাছে ধায় শিশুগণ।

(তাদের আনন্দ আর ধরেনারে, গোপাল গোঠে যাবে বলে আগে পাছে নেচে চলে)

আগে পাছে ধায় শিশুগণ।
ঘন বাজে সিঙ্গা বেণু গগনে গোক্ষুর রেণু
সুরনর হরষিত মন।

(ঘন ঘন সিঙ্গা বাজে, সারি সারি ধেনু চলে)
সুরনর হরষিত মন।
আগে আগে বৎসপাল পাছে ধায় ব্রজবাল
হৈ হৈ শব্দ ঘনরোল।

(আজু মহানন্দে চলে সবে, মুখে আবা আবা দিয়ে ধেনু বৎস পাল লয়ে)

হৈ হৈ শব্দ ঘনরোল ॥
মধ্যনাচি যায় শ্যাম দক্ষিণে সে বলরাম
ব্রজবাসী হেরিয়ে বিভোর।

(তারা চেয়ে রইলরে, কৃষ্ণ বলরামের পানে তারা চেয়ে রইলরে)

ব্রজবাসী হেরিয়ে বিভোর ॥
নবীন রাখাল সব আবা দিয়া কলরব
শিরে চূড়া নটবর বেশ।

(তারা নটন ভঙ্গিতে চলে, শিরে চূড়া দোলাইয়ে নটন ভঙ্গিতে চলে)

শিরে চূড়া নটবর বেশ ॥
আসিয়া যমুনার তীরে নানারঙ্গে খেলা করে
কত কত কৌতুক বিশেষ।
কেহ যায় বৃষ ছাঁদে কেহ কার চড়ে কাঁধে
কেহ নাচে কেহ গান গায়।
এ দাস মাধব বলে কি শোভা যমুনা কুলে
রাম কানাই আনন্দে খেলায় ॥

সখী প্রতি আক্ষেপ

১২। যখন নাগর পিরীতি করিল
সুখের না ছিল ওর,
স্রোতের শেওলা ভাসাইয়া কালা
কাটিলা প্রেমের ডোর।

(তাত জানি না সখি, আমি আগে তাত জানি না সখি, সেই কালার প্রেমের এমনি রীতি আগে তাত জানি না সখি)

কাটিলা প্রেমের ডোর॥
মুইত অবলা হৃদয় অখলা
ভাল মন্দ নাহি জানি,
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখাল আনি।

(কিছু জান্‌তাম না গো, প্রেমের রীতি কিছু জান্‌তাম না গো, তোরাই প্রেম শিখায়েছিলি প্রেমের রীতি কিছু জান্‌তাম না গো)

বিশাখা দেখালে আনি॥
পিরীতি মুরতী কোথাকার স্থিতি
বিবরণ কহ মোরে,
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
এত পরমাদ করে।

(ঘটায়ে দেয় গো, যত অঘটন সব ঘটায়ে দেয় গো, পিরীতির এমনি রীতি অঘটন সব ঘটায়ে দেয় গো)

এত পরমাদ করে॥

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে,
অমৃত বলিয়া গরল ভখিনু
বিষেতে জারিল দে।

(জ্বর জ্বর যে কৈলে, আমার অঙ্গ জ্বর জ্বর যে কৈলে, পরিণামে এই হ'ল আমার অঙ্গ জ্বর জ্বর যে কৈলে)

বিষেতে জারিল দে ॥

মৃত্তিকার উপরে জলের বসতি
তাহার উপরে ঢেউ,
তাহার উপরে রসিকের বসতি
তাহা কি জানয়ে কেউ।

(কেউ জানে না, রসিক বিনা এ রস কেউ জানে না, রসিক জানে রসিক জানে, রসিক বিনা এ রস কেউ জানে না)

তাহা কি জানয়ে কেউ ॥

চণ্ডীদাস কয় দুই এক হয়
ভাবেতে পিরীতি রয়,
নতু খলের পিরীতি তুষের অনল
ধিকি ধিকি কি যেন বয়।

(শেষে পুড়তে হয় গো, ভালবেসে শেষে পুড়্‌তে হয় গো, খলে ভালবেসে ধিকি ধিকি পুড়্‌তে হয় গো)

ধিকি ধিকি কি যেন বয় ॥

আক্ষেপ

১০। পিরীতি সুখের সাগর দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম তায়,
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুঃখের বায়।

(কেন এমন হ'ল, বল সখি কেন এমন হ'ল, অকস্মাৎ দুঃখ আসি দেখা দিল বল সখি কেন এমন হ'ল)

লাগিল দুঃখের বায়॥

কেবা নিরমিল প্রেম সরোবর
নিরমল তার জল,
দুঃখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল।

(আমায় টলায়ে দেয় গো, মন-প্রাণ টলায়ে দেয় গো, আমি আর যে ধৈরজ ধরতে নারি মন-প্রাণ টলায়ে দেয় গো)

প্রাণ করে টলমল॥

গুরুজন জ্বালা জলের শেওলা
পড়সি জিয়ল মাছে,
কুল পাণিফল কণ্টক সকল
সলিল বেড়িয়া আছে।

(জ্বর জ্বর যে কৈলে, আমায় জ্বর জ্বর যে কৈলে, আর বুঝি ঘরে রইতে নারি আমায় জ্বর জ্বর যে কৈলে)

সলিল বেড়িয়া আছে॥

কলঙ্ক পানা তায় সদা লাগে গায়
ছানিয়া খাইনু যদি।
অন্তরে বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুঃখ দিল বিধি।

(কি করেছিলাম, কি অপরাধ করেছিলাম, তাইতে বিধি দুঃখ দিল কি অপরাধ করেছিলাম)

সুখে দুঃখ দিল বিধি॥
চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনী
সুখ দুঃখ দুটি ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুঃখ যায় তার ঠাঁই।

(কি জান না ধনি, তাও কি তুমি জান না ধনি, সুখ দুঃখ একস্থানে রহে তাও কি তুমি জান না ধনি)

দুঃখ যায় তার ঠাঁই॥

মাথুর

গৌরচন্দ্র

১। নদীয়া ছাড়িয়া গেল গৌরাঙ্গ সুন্দরে,
ডুবল ভকত সব শোকের সায়রে।

(তারাই ডুবেছে, গৌরগত প্রাণ যাদের তারাই ডুবেছে, তারা গৌর ভিন্ন আন জানেনা গৌরগত প্রাণ যাদের তারাই ডুবেছে)

শোকের সায়রে॥

কাঁদিছেন অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর,
বাসুদেব দত্ত কাঁদে মুরারী বক্রেশ্বর।

(বলে কোথায় বা গেলে হে, ওহে নদীয়ার চাঁদ গৌর কোথায় বা গেলে হে, এই নদে আঁধার করে কোথায় বা গেলে হে)

মুরারী বক্রেশ্বর ॥
কাঁদিছেন হরিদাস দু' আঁখি মুদিয়া,
কাঁদে নিত্যানন্দ শচীর মুখ নিরখিয়া।

(আর কি দেখ্‌তে পাব না, নদীয়ার চাঁদ গৌর আর কি দেখ্‌তে পাব না, শচীমাতার নয়নতারা আর কি দেখতে পাব না)

মুখ নিরখিয়া ॥
কেহ কেহ ললাটে মারয়ে করাঘাত,
কেহ বলে কোথা গেল বিশ্বম্ভর প্রাণনাথ।
সুখময় কীর্ত্তন করিত নদীয়ায়,
শুনি বাসুদেব ঘোষের হিয়া ফাটি যায় ॥

———

২। প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল
নাভেল যুগল পলাশা।

(আরে সখিরে—নাভেল পল্লব হ'ল না হ'ল না, কেবল অঙ্কুর হয়েছিল পল্লব হ'ল না হ'ল না)

নাভেল যুগল পলাশা ॥
প্রতিপদ চাঁদ, উদয়জৈছে যামিনী;
সুখ নব ভৈগেও নৈরাশা।

(সুখ নব—সুখ আর হ'ল না হ'ল না, অভাগিনীর ভাগ্য দোষে সুখ আর হ'ল না, হ'ল না)

সুখ নব ভৈগেও নৈরাশা ॥

অব মুঝে নিঠুর মাধাই ।

(আর নাই, আর নাই, তেমন নিঠুর আর নাই, আর নাই, সখিগো আমার পিয়ার মত তেমন নিঠুর আর নাই আর নাই)

অব মুঝে নিঠুর মাধাই ॥

অবধি রহল বিছু রাই ।

(অবধি হ'ল, এই অবধি অবধি হ'ল, সখি গো আমার কৃষ্ণপ্রেমে এই অবধি অবধি হ'ল)

অবধি রহল বিছু রাই ॥

কো জানে চাঁদ চকোরিণী বঞ্চবে,

(আমি তাতো জানি না সখি কো জানে চাঁদ, আমি আগে তাতো জানি না সখি কো জানে চাঁদ, কো জানে চাঁদে চকোর বঞ্চবে)

কো জানে চাঁদ, চকোরিণী বঞ্চবে,

মাধব মধুপ সুজান ।

(তারে সুজান জানিতাম, আমি তারে সুজান জানিতাম, সুজান বলে প্রাণ স'পেছিলাম আমি তারে সুজান জানিতাম)

মাধব মধুপ সুজান ॥

অনুভব কানু, পিরীতি অনুমানি,

(অনুভব কানু তার অনুভাবে বুঝা গেল, অনুভব কানু বুঝি আর পিয়া আস্‌বে না, তার অনুভাবে বুঝা গেল)

অনুভব কানু পিরীতি অনুমানি,

বিঘটিত বিহি পরমাদ।

(একি ঘটালে বিধি, আমার ভাগ্যে একি ঘটালে বিধি, হরি মধুপুরে যাবে আমার ভাগ্যে একি ঘটালে বিধি)

বিঘটিত বিহি পরমাদ ॥

পাপ পরাণ মোর, আন নাহি জানত,

(পাপ পরাণ মোর—আমার পরাণ আন জানে না সখি, পাপ পরাণ মোর—প্রাণ আমার চিরদিন কৃষ্ণের অনুগত)

পাপ পরাণ মোর, আন নাহি জানত,

কানু কানু করি ঝুর।

(সদাই ঝুরে মলাম, আমি সদাই ঝুরে মলাম, হা-কৃষ্ণ, হা-কৃষ্ণ বলে আমি সদাই ঝুরে মলাম)

কানু কানু করি ঝুর ॥

ভনয়ে বিদ্যাপতি নিকরুণা মাধব,

(ভনয়ে বিদ্যাপতি—তারে করুণাময় কেবা বলে ভনয়ে বিদ্যাপতি সে যে বড় নিকরুণ মাধব গো)

ভনয়ে বিদ্যাপতি, নিকরুণা মাধব,

গোবিন্দ দাস রসপুর।

(লীলার অধিকারী, গোবিন্দলীলার অধিকারী, গোবিন্দ দাস গোবিন্দলীলার অধিকারী)

গোবিন্দ দাস রসপুর ॥

———

৩। অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহনা,

হরি বৈমুখী হামারি অঙ্গ মদনানলে দহনা।

(প্রাণ আর বাঁচে না গো, আমার প্রাণ আর বাঁচে না গো, আমি মলাম কৃষ্ণের বিরহেতে প্রাণ আর বাঁচে না গো)

মদনানলে দহনা ॥

কোকিলাগণ কুহু কুহু স্বরে ঝঙ্কারে অলি কুসুমে,

(গুণ গুণ গুণ গুণ স্বরে, ঝঙ্কারে গুণ গুণ গুণ গুণ স্বরে, এক ফুলে যুগল হয়ে ঝঙ্কারে গুণ গুণ গুণ গুণ স্বরে)

ঝঙ্কারে অলি কুসুমে ॥

কোকিলাগণ কুহু কুহু স্বরে ঝঙ্কারে অলি কুসুমে,

হরিলালসে তনু ত্যজব পায়ব আন জনমে।

(আন জনমে পাব, এবার মলে আন জনমে পাব, এ জনমে পেলাম না আন জনমে পাব)

পায়ব আন জনমে।

সব সঙ্গিনী ঘেরি বৈঠত গায়ত হরিনামে,

(একবার নাম শুনাগো, একবার কৃষ্ণ নাম শুনাগো, কৃষ্ণ নামের সহিত প্রাণ যাক্ কৃষ্ণনাম শুনাগো)

গায়ত হরি নামে।

যৈখনে শুনি তৈখনে উঠি নব রাগিণী গানে।

(গান শুন্‌তে শুন্‌তে, কৃষ্ণ গুণগান শুন্‌তে শুন্‌তে, কৃষ্ণ অনুরাগিণী ধনি কৃষ্ণ গুণগান শুন্‌তে শুন্‌তে)

নব রাগিণী গানে ॥

ললিতা কোরে করি বৈঠল বিশাখা ধরে আঁচিয়া,

(কি হ'ল কি হ'ল বলে, রাধার কি হ'ল কি হ'ল বলে, এই যে কথা কইতেছিল কি হ'ল কি হ'ল বলে)

বিশাখা ধরে আঁটিয়া।

শশি শেখর কহত ধনি যায়ত জীউ ফাটিয়া।

(দশা দেখে, রাধার দশা দেখে, মুখ দেখে বুক ফেটে যায় রাধার দশা দেখে)

যায়ত জীউ ফাটিয়া।

———

৪। মুই যদি জানিতাম পিয়া যাবেগো ছাড়িয়া,
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বাঁধিয়া।

(ছেড়ে দিতাম না, তারে জানলে ছেড়ে দিতাম না, তারে হিয়ার মাঝারে রাখ্তাম জানলে ছেড়ে দিতাম না) (প্রহরি দিতাম, দুটি নয়ন প্রহরি দিতাম, তারে হিয়ার মাঝারে রেখে দুটি নয়ন প্রহরি দিতাম)

পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বাঁধিয়া॥
কোন নিদারুণ বিধি এত দুঃখ দিল,
এ ছার পরাণ কেন অবহুঁ রহিল।

(কেন গেল না, আমার প্রাণ কেন গেল না, সেই প্রাণপিয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ কেন গেল না)

এ ছার পরাণ কেন অবহুঁ রহিল॥
এইখানে করিত কেলী নাগররাজ,
কেবা নিল কি হইল কে সাধিল বাদ।

(কে হরে নিল আমার গুণনিধি কে হরে নিল, আমি কার কি মন্দ করেছিলাম গুণনিধি কে হরে নিল)

কেবা নিল কি হইল কে সাধিল বাদ ॥
পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার সে ভ্রমরা,
পিয়া বিনা মধু না খায় উড়ে বেড়ায় তারা।

(মধু খায় না, তারা আর মধু খায় না, ফুলে বসে না মধু খায় না) ফুলে ফুলে কাঁদে, তারা ফুলে ফুলে কাঁদে, অলিগণ কৃষ্ণপ্রেমের কি গুণ জানে তারা ফুলে ফুলে কাঁদে)

পিয়া বিনা মধু না খায় উড়ে বেড়ায় তারা ॥
সেই পিয়ার-প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী,
এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণী।

(কি সুখে আছে, নিলাজ প্রাণ আমার কি সুখে আছে, প্রাণকৃষ্ণ হারাইয়ে প্রাণ আমার কি সুখে আছে)

এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণী।
মরম ভিতরে মোর রহি গেল দুঃখ,
নিশ্চয় মরিব পিয়ার না হেরে চাঁদ মুখ।

(প্রাণ আর রাখব না, এ ছার প্রাণ আর রাখব না, আমার ছার প্রাণে আর কি কাজ আছে এ ছার প্রাণ আর রাখব না) (ঝাঁপ দেব, আমি শ্যামকুণ্ডে ঝাঁপ দেব, শ্যামনাম হৃদয়ে লিখে শ্যামকুণ্ডে ঝাঁপ দেব)

নিশ্চয় মরিব পিয়ার না হেরে চাঁদ মুখ ॥
চরণে ধরিয়া কাঁদে গোবিন্দ দাসীয়া,
মুই অভাগিয়া কেন না গেলাম মরিয়া।

(কেন মলাম না, আমি কেন মলাম না, রাইধনির দুঃখ দেখবার আগে আমি কেন মলাম না)

মুই অভাগিয়া কেন না গেলাম মরিয়া ॥

———

৫। চিরদিবস ভেল হরি, রহল মথুরাপুরী,

(চিরদিবস ভেল—আমার পিয়া কেন আর এলো না গো, চিরদিবস ভেল—আমার পিয়া কেন আর এলো না, আমায় কাল্ আসব বলে গেল পিয়া কেন আর এলো না গো)

চিরদিবস ভেল হরি, রহল মথুরাপুরী,

অত-এ হাম বুঝিনু অনুমানে।

(অত-এ হাম বুঝিনু তার অনুমানে বুঝা গেল, বুঝি আর পিয়া আস্‌বে না তার অনুমানে বুঝা গেল)

অত-এ হাম বুঝিনু অনুমানে ॥

মধুনগরী ঘোষিতা সবহুঁ রস পণ্ডিতা,

(মধুনগরী ঘোষিতা তারা রূপে যেমন আর গুণে তেমন, সেই মথুরাবাসিনী রূপে যেমন আর গুণে তেমন)

মধুনগরী ঘোষিতা, সবহুঁ রস পণ্ডিতা,

বাঁধি মন সুরত রতিদানে ॥

(আরে সখি) (বাঁধি মন সুরত তারা রতিদানে বেঁধেছে গো, আমার পিয়ার মনকে তারা রতিদানে বেঁধেছে গো, সবহুঁ রস পণ্ডিতা তাই রতিদানে বেঁধেছে গো)

বাঁধি মন সুরত রতিদানে ॥

গ্রাম্য গোপ বালিকা, সবহুঁ পশুপালিকা

(গ্রাম্য গোপ বালিকা আর আমরা কৃষ্ণ সেবার কিবা জানি, হ'লাম আহিরিণী তাই কুরূপিনী কৃষ্ণ সেবার কিবা জানি)

গ্রাম্য গোপ বালিকা, সবহুঁ পশুপালিকা,

হাম কিয়ে শ্যামসুখ ভাগ্যে। (আরে সখি)

(হাম কিয়ে শ্যাম এমন ভাগ্য কি আমাদের হবে, আমরা কৃষ্ণ সেবার দাসী হব, এমন ভাগ্য কি আমাদের হবে)

হাম কিয়ে শ্যামসুখ ভাগ্যে। (আরে সখি)

তারা রাজকুল সম্ভাবা ষড় রসিকা গৌরবা,

(রাজকুল সম্ভাবা তারা রাজকুলের কুলবতী, আমার পিয়ার মন্‌কে ভুলায়েছে তারা রাজকুলের কুলবতী)

রাজকুল সম্ভাবা ষড় রসিকা গৌরবা,

যোগ্যজন মিলল যাই যোগ্যে। (আরে সখি)

(যোগ্যজন মিলল তাদের যোগ্যে যোগ্য মিলেছে গো, আমার শ্যাম যেমন আর তারা তেমন যোগ্যে যোগ্য মিলেছে গো) যোগ্যজন মিলিল যাই যোগ্যে। (আরে সখি)

তাবত দিন যাওই, নিম্বফল চাখই,

অমিয়া ফল যাবত নাহি পাওয়ে। (আরে সখি)

(অমিয়া ফল যাবত ছিল নিম্বকে অমিয়া করে, অমিয়া কেমন জান্‌তো না গো নিম্বকে অমিয়া করে) অমিয়া ফল যাবত নাহি পাওয়ে। (আরে সখি)

এখন অমিয়া ভোজনে উদর পরিপূরণে,

নিম্বফল দিকে নাহি চাওয়ে। (আরে সখি)

(নিম্বফল দিকে এখন নিম্বফল আর খাবে কেন, অমিয়া ফল পেয়েছে গো নিম্বফল আর খাবে কেন)

নিম্বফল দিকে নাহি চাওয়ে ॥ (আরে সখি)

তাবত অলি গুঞ্জরে, যাইয়া ফুল ধুতুরে,

মালতী ফুল যাবত নাহি ফুটে। (আরে সখি)

(মালতী ফুল যাবত ছিল ধুতুরাকে মালতী করে, মালতী ফুল অভাবে ছিল ধুতুরাকে মালতী করে)

মালতী ফুল যাবত নাহি ফুটে ॥ (আরে সখি)

রাই মুখ কাহিনী, শশিশেখর শুনি,

ক্রোধভরে কাঁপিয়া তনু উঠে। (আর রইতে নারে)

(ক্রোধভরে কাঁপিয়া তনু আর ধৈরজ ধরতে নারে, শ্রীরাধিকার দশা দেখে আর ধৈরজ ধরতে নারে)

ক্রোধভরে কাঁপিয়া তনু ওঠে ॥

৬। মুড়াব মাথার কেশ, ঘুচাব অঙ্গের বেশ,

(মুড়াব মাথার কেশ—আমার বেশ-ভূষণে কাজ কি আছে, মুড়াব মাথার কেশ আমার দেহের ভূষণ ছেড়ে গেছে)

মুড়াব মাথার কেশ, ঘুচাব অঙ্গের বেশ,

পিয়া যদি নাহি মোর এল।

(কেন এল না, আমার পিয়া কেন এল না, আমায় কাল আসব বলে গেল পিয়া কেন এল না, কাল কি হয়না, সেই কালার কাল্ কি হয় না, আজ-কাল করে বহুকাল গেল সেই কালার কাল্ কি হয় না)

পিয়া যদি নাহি মোর এল ॥

ইহ নব যৌবন, পরশ রতন বিনে,
কাচের সমান ভেল।

(বিফলে গেল, আমার ইহ জনম বিফলে গেল, আমার কৃষ্ণভজন হলনা গো ইহ জনম বিফলে গেল)

কাচের সমান ভেল॥
গেরুয়া বসন, বিভূতি ভূষণ,
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।

(গেরুয়া বসন আমায় দে দে সাজায়ে দেগো, গেরুয়া বসন দেগো যোগিনীর বেশে সাজায়ে দেগো)

গেরুয়া বসন, বিভূতি ভূষণ,
শঙ্খের কুণ্ডল পরি,
যোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে,
যথায় আছেন নিঠুর হরি।

(যাব সেই দেশেতে, আমি যাব সেই দেশেতে, যে দেশে মোর পিয়া গেছে আমি যাব সেই দেশেতে)

যথায় আছেন নিঠুর হরি॥
মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
খুঁজিব যোগিনী হয়ে,

(মথুরা নগরে—কোন্ ধনি ধরে রেখেছে গো, মথুরা নগরে আমার বঁধুকে কোন্ ধনি ধরে রেখেছে গো)

মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে,
খুঁজিব যোগিনী হয়ে,

যেখানেতে পাব, শ্যাম গুণনিধি,
বাঁধিব বসন দিয়ে।

(ভয় করব না গো, রাজা বলে ভয় করব না গো, জানি জানি তার মন জানি রাজা বলে ভয় করব না গো)

বাঁধিব বসন দিয়ে॥
আপন বঁধুয়া, আনিব বাঁধিয়া,
কেবা রাখিবারে পারে,
যদি কেহ রাখে, ছাড়িব এ দেহ,
নারীবধ দিব তারে।

(বধের ভাগি করিব, নারীবধের ভাগি করিব, আমার বন্ধনে যে বাধা দেবে তারে নারীবধের ভাগি করিব)

নারীবধ দিব তারে॥
আবার ভাবি মনে, বাঁধিব কেমনে,
সে হেন দুর্ল্লভ হাতে;
তারে বাঁধিয়ে পরাণ, ধরিবে কেমনে,
সেই সে ভাবিছে চিতে।

(কেমন করে বাঁধিব, বল্ সখি কেমন করে বাঁধিব, দেবতার দুর্ল্লভ হাতে বল্ সখি কেমন করে বাঁধিব)

সেই সে ভাবিছে চিতে॥
জ্ঞানদাসের বিনয় বচন,
শুন বিনোদিনী রাধা;
মথুরা নগরে, যেতে মানা করি,
বিষম কুলের বাধা।

(কেমন করে বা যাবি, বল্ ধনি কেমন করে বা যাবি, কুলের কামিনী হয়ে বল্ ধনি কেমন করে বা যাবি)

বিষম কুলের বাধা ॥

৭। বলনারে সখি কহনারে সখি

হামারি পিয়া কোন্ দেশ। (আরে সখিরে)

(হামারি কোন্ দেশে বা গেল গো, হামারি কোন্ দেশে বা আমায় অনাথিনী করে কোন দেশে বা গেল গো)

হামারি পিয়া কোন দেশ ॥

মদন শরবাণে এ তনু জ্বর জ্বর,

কুশল শুনিতে সন্দেশ। (আরে সখিরে)

(কুশল কেউ আর বলে না বলে না, কুশল কেউ আর বলে না, আমার পিয়ার কুশল কথা কেউ আর বলে না, আমার পিয়ার কুশল কথা কেউ আর বলে না বলে না)

কুশল শুনিতে সন্দেশ ॥

শঙ্খ করহ চুর, বেশ করহ দূর,

(আমার বেশ ভূষণে কাজ কি আছে, আমার দেহের ভূষণ ছেড়ে গেছে)

শঙ্খ করহ চুর, বেশ করহ দূর,

তোড়হি গজমতি হার ॥

(হার ফেলে দে, তোরা দে দে হার ফেলে দে, তোরা দে গো যমুনার জলে দে দে হার ফেলে দে)

তোড়হি গজমতি হার ॥

সিতাকো সিন্দুর, মুছই কর দূর,

সিতাকো সিন্দুর—(পতি মঙ্গলে আর কাজ কি আছে)

সিতাকো সিন্দুর, মুছই কর দূর,

পিয়া বিনা সব আঁধিয়ার।

(সব আঁধিয়া দেখি, পিয়া বিনা সব আঁধিয়া দেখি, যেদিকে ফিরাই আঁখি পিয়া বিনা সব আঁধিয়া দেখি)

পিয়া বিনা সব আঁধিয়ার ॥

হামারি নাগর, তথায় বিভোর,

হামারি নাগর—(শ্যামনাগর কোথায় বিভোর হয়েছে)

হামারি নাগর, তথায় বিভোর,

কেমন নাগরী মেল।

(বুঝি পেয়েছে, স্বরূপসী বুঝি পেয়েছে, তা নইলে নাগর ভুলবে কেন স্বরূপসী বুঝি পেয়েছে)

কেমন নাগরী মেল ॥

পাইয়ে নাগরী, নাগর সুখী ভেল.

পাইয়ে নাগরী—(শ্যামনাগর বড় সুখে আছে)

পাইয়ে নাগরী, নাগর সুখী ভেল,

হামারি বুকে দিয়া শেল।

(শেল হেনেছে, আমার হৃদে দারুণ শেল হেনেছে, তার ধর্ম্মে সবে না গো আমার হৃদে দারুণ শেল হেনেছে)

হামারি বুকে দিয়া শেল ॥

শুন গো সজনী, দিবস রজনী,

শুন ওগো সজনী—(আমার মনের কথা তোরে বলি গো)

শুন ওগো সজনী, দিবস রজনী,

ছিলাম পিয়ার পিরীতে বিভোর।

(মাখামাখি হয়ে, আমি ছিলাম মাখামাখি হয়ে, সেই নাগরের রূপে প্রেমে ছিলাম মাখামাখি হয়ে)

ছিলাম পিয়ার পিরীতে বিভোর ॥

দুঃখের সাগরে, ভাসাইয়ে গেছে মোরে,

দুঃখের সাগরে—(সে আমায় ভাসায়ে গেছে)

দুঃখের সাগরে, ভাসাইয়ে গেছে মোরে,

কবি বিদ্যাপতি বিভোর।

(ভাসায়ে গেছে, সে আমায় ভাসায়ে গেছে, দুঃখ সাগরের মাঝে সে আমায় ভাসায়ে গেছে)

কবি বিদ্যাপতি বিভোর ॥

———

৮। শীতল তছু অঙ্গ হেরি সঙ্গ সুখ লালসে,

করল কুল ধরম গুণ নাশে। (সকলি নাশে)

(সকলি বিনাশি করে, আপন বলতে কিছু রাখে নারে)

করল কুল ধরম গুণ নাশে।

সো যদি সখী ত্যজল, কাজ কি ইহ জীবনে,
আনহ সখী গরল করি গ্রাস। (বিষ খেয়ে মরি)

(দে দে গরল এনে দে গো, প্রাণ রেখে আর কি হবে গো, পিয়া যদি নাহি এল প্রাণ রেখে আর কি হবে গো)

আনহ সখী গরল করি গ্রাস।

হামার এক বচন পুনঃ শুনহ প্রিয় সহচরী
মরিলে করিব ইহ কাজ। (যেন মনে থাকে)

(আমার কথা যেন মনে থাকে, আমিতো প্রাণ ত্যজিব গো আমার কথা যেন মনে থাকে)

মরিলে করবি ইহ কাজ॥

নীরে নাহি ডারবি অনলে নাহি দাহবি,
রাখবি দেহ বরজ কি মাঝে। (ছাড়া কর না গো)

(ব্রজ ছাড়া কর না গো, ব্রজনাথের প্রিয় দেহ ব্রজ ছাড়া কর না গো)

রাখবি দেহ বরজ কি মাঝে॥

হামারি দুন বাহু ধরি, সুদৃঢ় করি বাঁধবি,
শ্যামরূপী তরু তমাল ডালে। (বেঁধে রেখ)

(আমায় কাল ছাড়া কর না গো, কৃষ্ণ কাল তমাল কাল কাল ছাড়া কর না গো)

শ্যামরূপী তরু তমাল ডালে॥

ললাট হৃদি বাহুমূলে শ্যামনাম লেখবী,
তুলসীর দাম দিবি গলে। (আমার মরণকালে)

(অঙ্গে শ্যামনাম লিখে দিও, শ্যামকুণ্ডের মৃত্তিকা এনে অঙ্গে শ্যামনাম লিখে দিও)

তুলসীর দাম দিবি গলে ॥

ললিতা লেহ কঙ্কন, বিশাখা লেহ অঙ্গুরী,

চিত্রা লেহ নির্ম্মল চুরিতে। (কাজ কি আছে)

(আমার ভূষণে আর কাজ কি সখী, ভূষণ আমার কে দেখিবে, শ্যামনামের ভূষণ করে দেগো)

চিত্রা লেহ নির্ম্মল চুরিতে ॥

বিরহ অনলে রাধে সততহি কাতর

শুনি শেল বিদ্যাপতি চিতে। (হিয়া ফেটে যায়রে)

(শ্রীরাধিকার দশা দেখে হিয়া ফেটে যায়রে)

শুনি শেল বিদ্যাপতি চিতে ॥

শ্রীমতি রাধা বল্‌ছেন—

সখি! প্রাণবঁধু মথুরা যাত্রাকালে এক হাতে যমুনার জল নিয়ে আর এক হাত আমার মাথায় দিয়ে শপথ করে বলেছিলেন,—যে রাধে! তুমি কেঁদনা; আমি আজ মথুরায় যাই, কাল আসব। কিন্তু কই সখি! তিনি তো আর এলেন না।

৯। কাল বলে কালা, গেল মধুপুরে,

সে কালের কত বাকি।

যৌবন সায়রে সরিতেছে ভাটা,

তাহারে কেমনে রাখি।

(কেমনে রাখি, এ যৌবন আমি কেমনে রাখি, একবার গেলে আর আসে না এ যৌবন আমি কেমনে রাখি)

তাহারে কেমনে রাখি ॥
নারীর যৌবন, জোয়ারের জল,
গেলে না ফিরিবে আর।
জীবন থাকিলে, বঁধুরে পাইব,
যৌবন মিলান ভার।

(এক জোয়ারের, নারীর যৌবন এক জোয়ারের, ভাটা লাগলে আর উজায় না নারীর যৌবন এক জোয়ারের।

যৌবন মিলান ভার ॥
যৌবনের গাছে, না ফুটিতে ফুল,
ভ্রমরা উড়িয়া গেল।
এ ভরা যৌবন, বিফলে গোঙানু,
বঁধু ফিরে নাহি এল।

(আর এল না, বঁধু আমার আর এল না, কাল্ আসব বলে গেল বঁধু আমার আর এল না)

বঁধু ফিরে নাহি এল ॥
যাও সহচরী, জানিয়া আসহ,
বঁধুয়া আসে বা না আসে।
নিঠুরের পাশ, আমি যাই চলি,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে।

(জেনে আসি, আমি গিয়ে জেনে আসি, শ্যাম আসে কি না আসে ফিরে আমি গিয়ে জেনে আসি)

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

১০। নন্দকুল চন্দ্রমা।

(চাঁদ কোন্ আকাশে উদয় হল গো, নন্দকুল চন্দ্রমা)

শূন্য করি, হৃদয় আকাশ শূন্য করি, গোপীর হৃদয় আকাশ শূন্য করি, ও সেই গোকুলের চাঁদ কোন্ আকাশে উদয় হল গো) নন্দকুল চন্দ্রমা। তাহে শিখি চন্দ্র কলঙ্কতি গো, নন্দকুল চন্দ্রমা।

ক-মন্দ মুরলী।

(বাঁশী কোথা বাজে আর কেবা শোনে, ক-মন্দ মুরলী বাঁশী কোথা বাজে আর কেবা শোনে, সে দেশে কি রাধা আছে গো কোথা বাজে আর কেবা শোনে) ক-মন্দ মুরলী (এখন কার নাম ধরে বাজে, কার নাম ধরে বাজে, রাধা বলে কি বাজে না গো কার নাম ধরে বাজে)

ক-মন্দ মুরলী ॥

(বাঁশী আর কি শুনতে পাব না গো, ও সেই রাধা নামের সাধা বাঁশী আর কি শুনতে পাব না গো)

ক-মন্দ মুরলী—কোন সুরেন্দ্র নীলদ্ব্যুতি।

কঃ-রাস রস তাণ্ডবি।

(ব্রজে রাসলীলা কি হবে না গো, সকল আছে, এই ব্রজে সকল আছে, সেই রাসমণ্ডলি আছে, সেই অষ্ট সখী আছে, সেই শ্রীযমুনা আছে, আমায় অনাথিনী করে রাসবিহারী কোথায় গেল গো)

কঃ-রাস রস তাণ্ডবি, জীবন রক্ষা মহৌষধি গো,

রাস রস তাণ্ডবি।

কঃ-নিধির্ম্মম সুহৃদ তম তবহন্তা হাধিক্ বিধি।

(কেন দিয়ে নিধি হরে নিলি, আমি তোর কি মন্দ করেছিলাম দিয়ে নিধি হরে নিলি) (কেন দত্তা অপহারি হলি, আমার হিয়ার মাণিক হরে নিলি দত্তা অপহারি হলি)

নিধির্ম্মম সুহৃদ তম তব হন্তা হাধিক্ বিধি ॥

১১। এই ত মাধবীতলে হামার লাগিয়া পিয়া

যোগী যেন সদত ধেওয়ায়।

(আরে সখিরে—যোগী যেন যোগী বসে যে রইত, যোগী যেন যোগী বসে যে রাধা নামের সাধা যোগী যোগী বসে যে রইত)

যোগী যেন সদত ধেওয়ায় ॥

পিয়া বিনা হিয়া মোর ফাটিয়া না যায় কেন

নীলাজ পরাণ নাহি যায়।

(আরে সখিরে—নীলাজ কেন গেল না গেল না, নীলাজ কেন গেল না প্রাণ পিয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন গেল না গেল না)

নীলাজ পরাণ নাহি যায় ॥

বড় দুঃখ রহল মরমে।

(দুঃখ কারে বা বল্‌ব, মনের দুঃখ কারে বা বল্‌ব, মন জানে আর আমি জানি মনের দুঃখ কারে বা বল্‌ব)

বড় দুঃখ রহল মরমে ॥

আমারে ছাড়িয়া পিয়া, মথুরায় রহল গিয়া,

এই বিধি লিখল করমে।

(এই কি লিখেছিল, আমার ভাগ্যে এই কি লিখেছিল, হরি মধুপুরে যাবে আমার ভাগ্যে এই কি লিখেছিল)

এই বিধি লিখিল করমে ॥

আমারে লইয়া সঙ্গে কেলী কৌতুক রঙ্গে,

ফুল তুলি বিহরই বনে।

(সাজাবে বলে, পিয়া আমারে সাজাবে বলে, কত যতন করে ফুল তুলতো পিয়া আমারে সাজাবে বলে)

ফুল তুলি বিহরই বনে ॥

নব কিশলয় তুলি, সেজ বিছাওয়ে,

রস পরিপাটীর কারণে।

(শয্যা বিছাইত, পিয়া কুসুম শয্যা বিছাইত; আমার অঙ্গে বাজবে বলে কুসুম শয্যা বিছাইত)

রস পরিপাটীর কারণে ॥

আমারে লইয়া ক্রোড়ে, শয়ন মন্দির ঘরে,

যামিনী জাগিয়া পোহায়।

(প্রহরি দিত, দুটী নয়ন প্রহরি দিত, পিয়া আমায় হিয়ায় রেখে দুটী নয়ন প্রহরি দিত)

যামিনী জাগিয়া পোহায় ॥

আমারে বঞ্চি বিধি, সে হেন গুণের নিধি,

কইছনে যামিনী গোঁয়ায়।

(কোন্ কামিনী সনে, যামিনী পোহায় কোন্ কামিনী সনে আমায় অনাথিনী করে যামিনী পোহায় কোন্ কামিনী সনে)

কইছনে যামিনী গোঁয়ায় ॥

অনেক দিবস হ'ল, পিয়া কেন নাহি এ'ল,

কার মুখে না শুনি সংবাদ।

(কেউ আর বলে না, আমায় কেউ আর বলে না, আমার প্রাণ পিয়ার কুশল কথা আমারে কেউ বলে না)

কার মুখে না শুনি সংবাদ ॥

গোবিন্দ দাসে চলু, শ্যাম মন বুঝাইতে,

দারুণ বিরহ বিষাদ।

(প্রাণ আর বাঁচে না, আমার প্রাণ আর বাঁচে না, আমি মলাম কৃষ্ণের বিরহেতে আমার প্রাণ আর বাঁচে না)

দারুণ বিরহ বিষাদ ॥

১২। মরিব মরিব সখী নিশ্চয় মরিব,

কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।

(কারে দিয়ে যাব, আমি কারে দিয়ে যাব, কে কৃষ্ণ সেবা জানে আমি কারে দিয়ে যাব)

কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব ॥

আমার মরণ-কালে তোমরা কাছে থেক,

কৃষ্ণ নাম দুটি অক্ষর আমার অঙ্গে লিখ।

(নাম লিখে দিও, অঙ্গে সারি সারি নাম লিখে দিও, শ্যামকুণ্ডের মৃত্তিকা লয়ে সারি সারি নাম লিখে দিও)

কৃষ্ণনাম দুটি অক্ষর আমার অঙ্গে লিখ ॥

ওগো ও ললিতা সখী মন্ত্র দে মোর কাণে,

মরণ সময়ে যেন কৃষ্ণ পড়ে মনে।

(যেন মনে হয়, প্রাণ যাবার সময় যেন মনে হয়, তার হাসিয়া বাঁশীয়া বদন যাবার সময় যেন মনে হয়)

মরণ সময়ে যেন কৃষ্ণ পড়ে মনে ॥

না পোড়াও রাধা অঙ্গ না ভাসাও জলে,

(যেন পোড়াও না গো, রাধা অঙ্গ যেন পোড়াও না গো, এ যে কৃষ্ণবিলাসের দেহ যেন পোড়াও না গো)

(যেন ভাসাও না গো, রাধা অঙ্গ যেন ভাসাও না গো, আমি দিবা-নিশি নয়ন জলে ভাসি ভাসাও না গো)

না পোড়াও রাধা অঙ্গ না ভাসাও জলে।

মরিলে তুলিয়ে রেখ তমালের ডালে।

(ছাড়া কর না, আমায় কাল ছাড়া কর না, আমার কাল অনুগত দেহ কাল ছাড়া কর না)

মরিলে তুলিয়ে রেখ তমালের ডালে ॥

সেই সে তমাল বৃক্ষ কৃষ্ণবর্ণ হয়,

তাহাতে আমার চিত বিচলিত নয়।

(বড় ভালবাসি, আমি কাল বড় ভালবাসি, আমি শিশুকাল হতে চিরকাল কাল বড় ভালবাসি)

তাহাতে আমার চিত বিচলিত নয় ॥

যদি কোন কালে কৃষ্ণ আসেন বৃন্দাবনে,
প্রাণ দান পাব আমি শ্যাম দরশনে।

(আমি প্রাণ পাব, মৃতদেহে প্রাণ পাব, মৃতসঞ্জিবনী পরশনে মৃতদেহে প্রাণ পাব)

প্রাণ দান পাব আমি শ্যাম দরশনে ॥
তমালে রাখিলে তুলে পিয়া পরশিলে,
গোবিন্দ দাসের দুঃখ তবে যাবে দূরে।

(দুঃখ দূরে যাবে, মনের দুঃখ দূরে যাবে, শ্রীগোবিন্দের আগমনে মনের দুঃখ দূরে যাবে)

গোবিন্দ দাসের দুঃখ তবে যাবে দূরে ॥

১৩। সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু,
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে, সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।

(কেন এমন হ'ল, বল্ সখী কেন এমন হ'ল, অমৃতে বিষ উপজিল বল সখী কেন এমন হ'ল)

সকলি গরল ভেল ॥
সখিরে! কি মোর করমে লেখি,
শীতল বলিয়া, ও চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি।

(হ'ল উলটা গতি, আজ হ'ল উলটা গতি, চাঁদ সেবিতে ভানুর উদয় হ'ল উলটা গতি) ভানুর কিরণ দেখি ॥

উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু,
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমি চাহিতে, দারিদ্র বেঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে।

(একি হ'ল, আজ আমার একি হ'ল, প্রাণ গোবিন্দ বিনে সখী আজ আমার একি হ'ল)

মাণিক হারানু হেলে ॥
কত আশা করে, সাগর সেচিলাম,
মাণিক পাবার আশে।
সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল,
অভাগিনীর করম দোষে।

(সকলি করমে করে, সখী সকলি করমে করে, আমি কার দোষ দেব সখী সকলি করমে করে)

অভাগিনীর করম দোষে ॥
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু,
বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস কানুর পিরীতি,
মরণ অধিক ভেল।

(আর প্রাণে বাঁচলাম না গো, আমি আর প্রাণে বাঁচলাম না গো, প্রাণ গোবিন্দ বিনে সখী আর প্রাণে বাঁচলাম না গো)

মরণ অধিক ভেল ॥



১৪। হরি কি মথুরাপুরী গেল্।

(আর কি আস্‌বে না হে, ব্রজের কৃষ্ণ আর কি ব্রজে আস্‌বে না হে, কৃষ্ণ বিনা গোকুল আঁধার হ'ল আর কি আস্‌বে না হে)

হরি কি মথুরাপুরী গেল।

আজু গোকুল শূন্য ভেল।

(আঁধার হ'লরে, কৃষ্ণ বিনা গোকুল আঁধার হ'লরে, আজ দিনে গোকুল আঁধার হ'লরে)

আজু গোকুল শূন্য ভেল॥

রোদিত পিঞ্জর শোকে।

(তারা কাঁদে, ব্রজের পশুপাখী তারা কাঁদে, কৃষ্ণ কোথায় গেলে বলে তারা কাঁদে)

রোদিত পিঞ্জর শোকে॥

আমি সাগরে ত্যজিব পরাণ।

(প্রাণ আর রাখব না, ছার প্রাণে আর কি কাজ আছে প্রাণ রাখব না, আমার বঁধু ফিরে নাহি এলে প্রাণ আর রাখব না)

আমি সাগরে ত্যাজিব পরাণ॥

আন জনমে হব কান।

(নারী হব না গো, এবার মলে পুরুষ হব আর নারী হব না গো)

আন জনমে হব কান।

কানু যব হওব রাধা, তবে দূরে যাবে মনোসিজ বাধা।

(সব দূরে যাবে হে, মনের দুঃখ সব দূরে যাবে হে, সব দুঃখ সমর্পণ করে মনের দুঃখ সব দূরে যাবে হে)

দূরে যাবে মনোসিজ বাধা॥

ইহ যদি করব ধাতা,

দ্বিজ চণ্ডীদাসের গুণ গাঁথা।

(সেদিন আমার কবে হবে, ব্রজের হরি ব্রজে আস্‌বে সে দিন আমার কবে হবে, আর কি বঁধু ফিরে পাব সেদিন আমার কবে হবে)

দ্বিজ চণ্ডীদাসের গুণ গাঁথা ॥

১৫। হরি গেও মধুপুরে হাম কুলবালা,

বিপথে পড়ল জৈছে মালতীর মালা।

(তেমন পড়ে আছি কেউ ত আদর করে না গো আমি তেমন পড়ে আছি)

বিপথে পড়ল জৈছে মালতীর মালা ॥

কি কহসি কি পুছসি শুন প্রাণ সজনী,

কৈছনে বঞ্চব ইহ দিবস রজনী।

(সখী উপায় বল গো, জান যদি উপায় বল গো)

কৈছনে বঞ্চব ইহ দিবস রজনী ॥

নয়ানক নিদ গেও বয়ানক হাস,

সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুঃখ হাম পাশ।

(আমার চিরসাথী, কেবল দুঃখ আমার চিরসাথী, সুখ আমায় ছেড়ে গেছে দুঃখ আমার চিরসাথী)

সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুঃখ হাম পাশ ॥

ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী,

সুজনক দুঃখ দিবস দুই চারি।

(আমার সকলি পাবে, সুজনের দুঃখ থাকে না গো আবার সকলি পাবে)

সুজনক দুঃখ দিবস দুই চারি ॥

———

১৬। যাও সহচরী, মথুরা নগরী,
হামারি বচন শুন।
আমার বঁধু এই দেশে, আসে কি না আসে,
বারেক বারতা জান।

(গিয়ে জেনে আয়গো, একবার যা-যা গিয়ে জেনে আয়গো, বঁধু আসে কি না আসে ব্রজে যা-যা গিয়ে জেনে আয়গো)

বারেক বারতা জান ॥
অনেক প্রকারে, বুঝাইবি তারে,
যদি নাহি আসে সে।
বুঝিয়ে নিশ্চিত, করিব বিহিত,
মনেতে আছয়ে যে।

(বুঝে করব বিহিত, মন জেনে বুঝে করব বিহিত, আমার যা মনে আছে মন জেনে বুঝে করব বিহিত)

মনেতে আছয়ে যে ॥
তার মিছে আশে আশ, করিয়া প্রয়াস
সহিত কতক দিন।
যা আছে কপালে, করি এই কালে,
মিটাব আখর তিন।

(জলাঞ্জলি যে দিব, পিরীতে জলাঞ্জলি যে দিব, কৃষ্ণপ্রেমে জলাঞ্জলি যে দিব)

মিটাব আখর তিন ॥
রাধার বচনে, চলে সহচরী,
নিঠুর কালিয়া পাশ।
সহচরী সনে, ভর্ৎসনা করিতে,
চলে ধনঞ্জয় দাস।

(রাধার শ্যাম আনিতে, দূতী যায় রাধার শ্যাম আনিতে, রাধানাথ কোথা আছ বলে দূতী যায় রাধার শ্যাম আনিতে)

চলে ধনঞ্জয় দাস ॥

বৃন্দাদূতীর মথুরা গমন

১৭। রাই ধৈর্য্যং রহু ধৈর্য্যং মম গচ্ছং মথুরাওয়ে,

(আমি চলিলাম গো, এই ত আমি চলিলাম গো, আমায় দে দে চরণ ধূলা দে আমি চলিলাম গো)

রাই ধৈর্য্যং রহু ধৈর্য্যং মম গচ্ছং মথুরাওয়ে,
গিয়ে ঢুঁড়ব পুরী প্রতি প্রত্যক্ষে যাঁহা দরশন পাওয়ে।

(সেই রাধানাথে, আমাদের সেই রাধানাথে, আমাদের আমাদের আমাদের সেই রাধানাথে)

যাঁহা দরশন পাওয়ে ॥
যায় অতি ভদ্রং অতি ভদ্রং শীঘ্রং গতি গমনা,

(যেন রথে চড়েছে, দূতী যেন মনোরথে চড়েছে, অনুরাগ সারথি করে মনোরথে চড়েছে)

শীঘ্রং গতি গমনা ॥

অবিলম্বনে মথুরাপুরী প্রবেশ করিল ভ্রমনা।

(রাধানাথ বলে, দূতী যায় রাধানাথ বলে, রাধানাথ কোথা আছ বলে দূতী যায় রাধানাথ বলে)

প্রবেশ করিল ভ্রমনা ॥

এক রমণী অল্প বয়সে নিজ প্রয়োজন পুছে,

বলে নন্দ সুত কৃষ্ণ খ্যাত কাহার ভবনে আছে।

(আমায় বলে দাও গো, জান যদি আমায় বলে দাও গো, নন্দের নন্দন কোথায় আছে আমায় বলে দাও গো)

কাহার ভবনে আছে ॥

শুনি সো ধনি কহ এ বাণী সো কাঁহে হিঁয়া আয়ব,

(সে ত ছাড়া নয়, তিল আধ ব্রজ ছাড়া নয়, সেই ব্রজের কৃষ্ণ ব্রজে আছে তিল আধ ব্রজ ছাড়া নয়)

সো কাঁহে হিঁয়া আয়ব ॥

বাসুদেবকী সুত কৃষ্ণ খ্যাত কংস রিপু মাধব।

(হ'ল সেই ত রাজা, এই মথুরায় হ'ল সেই ত রাজা, আমরা নন্দের নন্দন চিনি না হ'ল সেই ত রাজা)

কংস রিপু মাধব ॥

সই সই কই কই তাঁর দরশনে মম আসা,

(তারে দেখতে এলাম, নিতে আসি নাই দেখতে এলাম, কৃষ্ণ তোদের হ'ক বা মোদের হ'ক নিতে আসি নাই দেখতে এলাম)

দরশনে মম আসা ॥

গোঁসাই গোকুলানন্দ কহে যাও যাও ঐ যে উচ্চ বাসা।

(যদি যেতে পার, নারী হয়ে যদি যেতে পার, রাজভবন ঐ দেখা যায় যদি যেতে পার)

ঐ যে উচ্চ বাসা।

১৮। মধুপুর নাগরী, হাসি কহত ফিরি,

গোকুলে গোপ গোঁয়ারী।

(বড় গোঁয়ারিনী গো, গোকুলে গোপজাতি বড় গোঁয়ারিনী গো)

গোকুলে গোপ গোঁয়ারী ॥

সপ্তম দ্বারে পারে রাজা বৈঠত,

তাঁহা কাঁহা যাও অবিনারী।

(কেমন করে বা যাবি গো, এমন কাঙ্গালিনীর বেশে কেমন করে বা যাবি গো, দ্বারে দ্বারে দ্বারী আছে কেমন করে বা যাবি গো)

তাঁহা কাঁহা যাও অবিনারী।

দূতী কহত হাসি, তুহু নাহি জানসি,

(তোরা জানিস না জানিস না, তোদের রাজার গুণ তোরা জানিস না জানিস না)

দূতী কহত হাসি, তুহু নাহি জানসি,

সোহি ভকতি ভগবান।

(সে যে ভক্তবৎসল নাম ধরে, তারে ভক্তে ডাকলে রইতে নারে ভক্তবৎসল নাম ধরে, হা-গোবিন্দ বলে তারে ভক্তে ডাকলে রইতে নারে)

সোহি ভকতি ভগবান ॥

রাইক নাম, শ্রবণে যব শুনব,

(শুনলে এখনি আসবে, রাধারাণীর নাম শুনলে শ্যাম এখনি আস্‌বে)

রাইক নাম, শ্রবণে যব শুনব,

ছোড়ব রাজ বিছান।

(তবে হয় না হয় দেখগো, আমার কথায় বিশ্বাস হয় না হয় দেখগো)

ছোড়ব রাজ বিছান॥

ডাকে হাহা নাগর গোপী জীবন ধন,

দূতী ডাকত উভরায়।

(একবার দেখা দাও দেখা দাও, কোথায় আছ রাধানাথ একবার দেখা দাও দেখা দাও, অনেক দুঃখে এসেছি একবার দেখা দাও দেখা দাও)

দূতী ডাকত উভরায়॥

হৃদয়ক নাথ বাত শুনি কাতর

তুরি তহি দূতী আগে ধায়।

(আমায় তুমি কি ডাক্‌লে, রাধানাথ বলে আমায় তুমি কি ডাক্‌লে)

তুরি তঁহি দূতী আগে ধায়॥

দূতীকো বদন হেরি পুছত সোহরি,

কিয়া নাম কহত আমায়।

(তোমার নাম কি হে, কোথা হতে এলে তোমার নাম কি হে)

কিয়া নাম কহত আমায়॥

শুনি দূতী তৈখনে বাত না কহ তহি,
গোবিন্দ দাস বলি যায়।
(আমায় চিন্‌বে কেন হে, দিন পেয়ে দিন ভুলে গেছ আমায় চিন্‌বে কেন হে)
গোবিন্দ দাস বলি যায়॥

১৯। শ্যাম শুকপাখী, সুন্দর নিরখি,
রাই ধরিল নয়ন ফাঁদে।
তারে হৃদয় পিঞ্জরে, রাখিল সাদরে,
মনোহি শিকলে বাঁধে।
(বেঁধেছিল, মন শিকলে বেঁধেছিল, হৃদয় পিঞ্জর মাঝে মন শিকলে বেঁধেছিল)
মনোহি শিকলে বাঁধে॥
তারে প্রেম সুধানিধি দিয়ে।
তারে পুষি পালি, ধরাইল বুলি,
ডাকিত রাধা বলিয়ে।
(কিছু বল্ তো নাগো, রাধা ভিন্ন কিছু বল্ তো নাগো, রাধানামের সাধা পাখী রাধা ভিন্ন কিছু বল তো নাগো)
ডাকিত রাধা বলিয়ে॥
পাখী হয়ে অবিশ্বাসী, কাটিয়া আঁকুশী,
পলায়ে এসেছে পুরে।
সন্ধান করিতে, পাইনু জানিতে,
কুবুজা রেখেছে ধরে।

(মনোচোরা পাখী, রাধার মনোচোরা পাখী, রাধার ভিন্ন আর কার নয় রাধার মনোচোরা পাখী)

কুবুজা রেখেছে ধরে ॥
আপনারি ধন, করিতে প্রার্থনা,
রাই পাঠাইল মোরে।
চণ্ডীদাস দ্বিজে, তব তজবিজে,
পেতে পারে কি না পারে।

(বিচার করে দেখ হে, বিচারপতি বিচার করে দেখ হে, পাখী রাই পাবে না কুব্জা পাবে বিচারপতি বিচার করে দেখ হে)

পেতে পারে কি না পারে ॥

২০। নৃপতি সুখ বাঞ্ছা যদি ব্রজে কি আশা মেটে না হে,

(তোমার রাজা হবার কি এত সাধ হে, তবে নন্দকে বল নাই কেন রাজা হবার কি এত সাধ হে)

নৃপতি সুখ বাঞ্ছা যদি ব্রজে কি আশা মেটে না হে,
গোপকুলে বসতি কেও নন্দঘোষ তায় বলেনা হে।

(ওহে হেথা তোমার বেশী কি হে, তুমি সেথা ছিলে রাজার ছেলে হেথা তোমার বেশী কি হে)

গোপকুলে বসতি কেও নন্দঘোষ তায় বলে না হে ॥
রাইকো ছাড়ি রহলি ভুলি তাও কি মনে পড়ে না হে।

(সোনার মুখ কি মনে পড়ে না হে, ষোলকলা পূর্ণ বিধু বদন কি মনে পড়ে না হে)

রাইকো ছাড়ি রহলি ভুলি তাও কি মনে পড়ে না হে।
কিন্তু হরি চাহসি যদি কুব্জা সম মেলে না হে ॥

(আমরা বাঁকা নারী কোথা পাব, আমাদের ব্রজের সবাই সরল আমরা বাঁকা নারী কোথা পাব)

কিন্তু হরি চাহসি যদি কুব্জা সম মেলে না হে ॥
আমাদের রাই রূপসী হতে কুব্জা বড় সুন্দরী,
বুক পিঠে আছয়ে কুচগিরি। (দেখে লাজে মরি)

(আমরা দেখে লাজে মরি, তোমার আঁখিতে কি লাজ নাই হে আমরা দেখে লাজে মরি)

বুক পিঠে আছয়ে কুচগিরি ॥
জননী হেরি আওবি ফিরি অন্য সব রহু দূরে,
গোপিকা প্রতি না কহ কিছু কহয়ে শশি শেখরে।

(তোর মাকে দেখে ফিরে আসবি, একবার ব্রজে চল্ বঁধু তোর মাকে দেখে ফিরে আসবি, আমরা ধরে রাখব না তোর মাকে দেখে ফিরে আসবি)

গোপিকা প্রতি না কহ কিছু কহয়ে শশি শেখরে ॥

২১। ধিক্ ধিক্ ধিক্, নিঠুর কালিয়া,
কে তোরে এ বুদ্ধি দিল,
কেবা সেধেছিল, পিরীতি করিতে
মনে যদি এত ছিল।

(কেউ তো সাধি নাই বঁধু, আমরা কেউ তো সাধি নাই বঁধু, তোমায় প্রেম কর প্রেম কর বলে আমরা কেউ তো সাধি নাই বঁধু)

মনে যদি এত ছিল ॥

তোমার লাজের নাহিক লেশ।

এক দেশে এলি, অনল জ্বালায়ে,

জ্বালাইতে আর দেশ।

(অনল এখন জ্বল্‌ছে, সেই বিচ্ছেদ অনল এখনও জ্বল্‌ছে, যত ব্রজগোপীর ঘরে ঘরে সেই বিচ্ছেদানল এখনও জ্বলছে)

জ্বালাইতে আর দেশ ॥

জনম অবধি, কালিয়া বদন,

না ধুলি লাজের ঘাটে।

ব্রজ গোপী হতে, মথুরা নাগরী

কতরূপে গুণে বটে।

(তাই দেখে যাব, তোমার পাটরাণীকে দেখে যাব, সেই কুব্জা কেমন সুন্দরী তাই দেখে যাব)

কতরূপে গুণে বটে ॥

এ কে সে কুব্জা, নামে কুবুজিনী,

কি গুণে ধরেছে মনে,

আপনি যেমন ত্রিভঙ্গ মূরতি

বিধি মিলায়েছে জেনে।

(ভাল মিলায়েছে, বাঁকায় বাঁকায় ভাল মিলায়েছে, রাজা বাঁকা আর রাণী বাঁকা বাঁকায় বাঁকায় মিলায়েছে)

বিধি মিলায়েছে জেনে।

কুবুজা যুবতী, গুণে গুণবতী,
গুণেতে করেছে বশ ;
পিরীতি সুখের কি জানে যজিতে
কিবা সে রেখেছে যশ।
অগাধ জলের মকর যেমন,
না জানে তিত কি মিঠ,
চিনি সরবৎ দূরে তেয়াগিয়ে
চিটাতে আদর এত।

(কিছু জ্ঞান নাই হে, তোমার চিটা চিনি কিছু জ্ঞান নাই হে, তুমি এমনি মুরুখ কুজন পুরুষ চিটা চিনি কিছু জ্ঞান নাই হে)

চিটাতে আদর এত ॥
বঁধু কে তোরে মধুপ বলে,
সোনার কমল, দূরে তেয়াগিয়ে,
মজেছে শিমূল ফুলে।

(কিছু জ্ঞান নাই বঁধু, কমল শিমূল কিছু জ্ঞান নাই বঁধু, ভ্রমর হলে কি কমল ত্যজে, কমল শিমূল কিছু জ্ঞান নাই বঁধু)

মজেছ শিমূল ফুলে ॥
তোমায় এবে সে গেল হে জানা,
নয়ন থাকিতে আঁধুয়া হয়েছে
না চিন পিতল সোনা।
•.নয়নে নয়নে মিলন হইলে
পিরীতি রতন সেই হে,

কুরূপা সুরূপা না কর বিচার

পিরীতে পরাণ দাও হে।

(বিচার কর না হে, রূপ গুণের বিচার কর না হে, তুমি পিরীতে পরাণ দাও রূপ গুণের বিচার কর না হে)

পিরীতে পরাণ দাও হে ॥

মথুরা নগরে প্রতি ঘরে ঘরে

সবারে কহিয়া যাব,

চণ্ডীদাস কহে দোষ গুণ ছলে,

ভড়ং ভাঙ্গিয়া যাব ॥

(ভড়ং ভেঙ্গে যাব, সাধুর ভড়ং ভেঙ্গে যাব, এসেছি বাকি রাখব না সাধুর ভড়ং ভেঙ্গে যাব)

ভড়ং ভাঙ্গিয়া যাব ॥

১২। হে কুবুজার বঁধু।

(তোমায় রাধানাথ আর কেউ বল্‌বে না হে)

হে কুবুজার বঁধু। পাসরেছে রাইমুখ ইন্দু।

(কেমন করে বল, রাইমুখ পাসরেছে কেমন করে বল, ষোলকলা পূর্ণ বিধু বদন ভুলেছ কেমন করে বল)

পাসরেছে রাইমুখ ইন্দু।

হে পাগধারি। পাসরেছ নবীন কিশোরী।

(ভুলে রয়েছ, একেবারে ভুলে রয়েছ, রাধারাণীর কথা ভুলে রয়েছ)

পাসরেছে নবীন কিশোরী ॥

রাই পাঠাল মোরে। দাসখত দেখাবার তরে।

(পাঠায়েছে হে, রাধারাণী আমায় পাঠায়েছে হে, দাসখত দেখাবার তরে পাঠায়েছে হে)

দাসখত দেখাবার তরে ॥

যাতে মোরা আছি সাখী। পদতলে নাম দিলে লেখি।

(মোরা সাখী আছি, রাধারাণীর দাসখতে মোরা সাখী আছি, নাম লিখে দিয়েছ, দাসখতে নাম লিখে দিয়েছ, রাধারাণীর দাসখতে নাম লিখে দিয়েছ)

পদতলে নাম দিলে লেখি।

তুমি ব্রজে যাবে যবে। করতালি বাজাইব সবে।

দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে। গালি দিব যত আছে মনে।

(গালি দিব হে, তোমায় গালি দিব হে, মোদের যা মনে আছে, তোমায় গালি দিব হে)

গালি দিব যত আছে মনে ॥

২৩। বিরহ কাতরা বিনোদিনী রাই

পরাণে বাঁচে না বাঁচে,

নিদান দেখিয়া, আসিনু হেথায়

কহিতে তোমারি কাছে।

(কথা কি আর বল্‌ব, দুঃখের কথা কি আর বল্‌ব, তার দশা দেখে বুক ফেটে যায় হে দুঃখের কথা কি আর বলব)

কহিতে তোমারি কাছে ॥

যদি দেখিবে তোমার প্যারি।
চল এইক্ষণে, রাধার শপথ,
আর না করিও দেরি।

(দেখা দেখে আসবে, চোখের দেখা দেখে আসবে, তোমায় শত শত শপথি দিই হে চল চোখের দেখা দেখে আস্‌বে)

আর না করিও দেরি ॥
কালিন্দী পুলিনে, কমলের শেজে
রাখিয়া রাইয়ের দেহ,
কোন সখী অঙ্গে লিখে শ্যাম নাম,
নিশ্বাস হেরয়ে কেহ।

(কি হ'ল বলে, আমাদের কি হ'ল বলে, রাই ধান আজ ছেড়ে যায় আমাদের কি হ'ল বলে)

নিশ্বাস হেরয়ে কেহ ॥
কেহ কহে তোর বঁধুয়া আসিল
সে কথা শুনিয়া কাণে,
মেলিয়া নয়ন চৌদিস নেহারে
দেখিয়া না সহে প্রাণে।

(চারিদিকে চায় হে, নয়ন মেলি চারিদিকে চায় হে, কিন্তু তার বাক সরে না নয়ন মেলি চারিদিকে চায় হে)

দেখিয়া না সহে প্রাণে ॥
যখন হইনু যমুনা পার,
দেখিনু সখীরা মেলি,

যমুনার জলে রাখে অন্তর্জলে
রাই দেহ হরি বলি।

(কেবল প্রাণ রেখেছে, নাম শুনায়ে প্রাণ রেখেছে, তোমার আসার আশে নাম শুনায়ে প্রাণ রেখেছে)

রাই দেহ হরি বলি।
দেখিতে যদ্যপি সাধ থাকে তব,
ঝাট চল ব্রজে যাই।
কহে চণ্ডীদাস বিলম্ব হইলে
আর না দেখিবে রাই।

(চল চল বঁধু, একবার ব্রজে চল বঁধু, দেখা দিয়ে দাসীর প্রাণ বাঁচাও একবার ব্রজে চল বঁধু)

আর না দেখিবে রাই ॥

যশোদার বিলাপ

২৪। প্রভাতে উঠিয়া মাতা যশোমতি
নবনী লইয়া করে,
কানাই কানাই বলিয়া ডাকয়ে
নিঝরে নয়ন ঝরে।

(বলে আয়রে কানাই, আয় আয় বাপ আয়রে কানাই, তোরে না দেখিয়ে প্রাণে'মরি আয় আয় বাপ আয়রে কানাই)

নিঝরে নয়ন ঝরে ॥

যবে মনে পড়ে তুয়া মধুপুরে
তখনি হরয়ে জ্ঞান,
ফুরল কুন্তলে লোটায়ে ভূতলে
ক্ষেণে রহে মূরছান।

(তোমা হারাইয়ে, কানাই তোমায় হারাইয়ে, অচৈতন্য ধূলায় পড়ে আছে কানাই তোমায় হারাইয়ে)

ক্ষেণে রহে মূরছান॥

শ্রীদাম সুদাম আসিয়া সে বলে
শ্রবণে বদন দিয়া,
তুয়া নাম করি উঠয়ে ফুকারি
শুনি স্থির না বাঁধে হিয়া।

(ধৈরজ ধরতে নারে, আর ধৈরজ ধরতে নারে, কেবল গোপাল গোপাল বলে ডাকে আর ধৈরজ ধরতে নারে)

শুনি স্থির না বাঁধে হিয়া॥

চেতন পাইয়া সুবলে লইয়া
যতেক বিলাপ করে,
সে কথা শুনিয়া পশুজ মনুজ
পরাণ নাহিক ধরে।

(স্থির মানে না, প্রাণতো আর স্থির মানে না, কেবল কানাই কানাই বলে কাঁদে প্রাণতো আর স্থির মানে না)

পরাণ নাহিক ধরে॥

তিল আধ তোরে না দেখিয়ে মোরে
বনেতে পাঠায়ে যেহ,

এ পুরুষোত্তম কহয়ে সেজন
কেমনে ধরিবে দেহ।

(কি সুখে রাখিবে, বল প্রাণ কি সুখে রাখিবে, তোমা ধনে হারাইয়ে বল প্রাণ কি সুখে রাখিবে)

কেমনে ধরিবে দেহ ॥

———

দূতী সংবাদ

২৫। ঘোর বিয়োগে তমসী নীপপাত শ্রীরাধা।

(ঘোর বিয়োগে দেখে এলাম তোর বিয়োগে বিয়োগিনী, ঘোর বিয়োগে তোর বিয়োগে অন্ধকারে পড়ে আছে)

ঘোর বিয়োগে তমসী নীপপাত শ্রীরাধা।
বিধুর মলিন মূর্ত্তির ধিকং সম্ধি রুঢ় বাধা ॥

(বদন মলিন হয়েছে, বিধু বদন আজ মলিন হয়েছে, ষোলকলা পূর্ণ বিধু বদন আজ মলিন হয়েছে) (এককলা নাই, ষোলকলার এককলা নাই, তোমার বিরহেতে সব মলিন হয়েছে, ষোলকলার এককলা নাই। যেন অমাহে, আজ যেন অমাহে, কিংবা অসিতপক্ষের চতুর্দ্দশী দেখে এলাম যেন অমাহে)

বিধুর মলিন মূর্ত্তির ধিকং মম্ধি রুঢ় বাধা।
কোকিল কুল কুর্ব্বতী কল উজ্জ্বল কলনাদং,
ডাকে যৈমিনী রীতি যৈমিনী রীতি জলপতি সবিসাদং।

(আমায় রক্ষা কর, ও যৈমিনী আমায় রক্ষা কর, দারুণ বজ্রাঘাতে প্রাণ যায় ও যৈম্মিনী আমায় রক্ষা কর)

জলপতি সবিসাদং।

নীল নলিন মাল্য মোহহ।

(মালা পরায়ে ছিলাম, নীল নলিনের মালা পরায়ে ছিলাম, বিরহতাপ দূরে যাবে বলে নীল পদ্মের মালা পরায়ে ছিলাম)

নীল নলিন মাল্য মোহহ বিক্ষ পুলক ভীতা,

ডাকে গরুড় গরুড় স্তোভি গরুড় রতী পরম ভীতা।

(আমায় রক্ষা কর, ওহে গরুড় আমায় রক্ষা কর, দারুণ ভুজঙ্গ দংশনে প্রাণ যায় ওহে গরুড় আমায় রক্ষা কর)

রতী পরম ভীতা।

লম্বিত মৃগনাভি অগুরু কর্দ্দম মন্নুদিয়া.

(চন্দন মাখায়ে মাখায়ে ছিলাম, মৃগমদ চন্দন মাখায়ে ছিলাম, বিরহতাপ দূরে যাবে বলে মৃগমদ চন্দন মাখায়ে ছিলাম)

কর্দ্দম মন্নুদিয়া।

ধ্যায় অতি সিতিকণ্ঠ মোপি সনাতন মমলিনা।

(আমায় রক্ষা কর, ওহে সিতিকণ্ঠ আমায় রক্ষা কর, দারুণ বিষের জ্বালায় প্রাণ যায় ওহে সিতিকণ্ঠ আমায় রক্ষা কর)

সনাতন মমলিনা।

২৬। রাইক দশা সখীর মুখে, শুনিয়ে নাগর মনের দুখে।
নয়ানের জলে বহয়ে নদী, চাহিতে চাহিতে হরল সুধি।
তবে ত যতনে ধৈরজ ধরি, বরজ গমন ইছিলা হরি।
আগে আগুয়ান করিয়া তার, সখী পাঠায়ল করিয়া সার।
এখনি আসিছে মথুরা হইতে, ইথে আন মত না ভাব চিতে।
অধিক উলাসে সখীনী যায়, বড়ু চণ্ডীদাস তাহাই গায়।

শ্রীমতীর স্বপ্ন দর্শন

২৭। প্রভাত সময়ে, কাক ফুকারিয়া,
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার, বচন কহিতে,
তহি আন ছলে যায় ॥
সখি, একথা কহিয়া তোরে।
চিরদিন পরে, কোন বিধাতা,
সদয় হইল মোরে ॥

(বিধাতা সদয় হ'ল, কোন বিধাতা সদয় হ'ল, চিরদিন পরে কোন বিধাতা সদয় হ'ল)

সদয় হইল মোরে।
নিশি অবশেষে, কাঁদিতে কাঁদিতে,
নিদ আওল আঁখে।
বুকে, দুটি হাত দিয়া, অতি ভীত পিয়া,
আসি দাঁড়াল সম্মুখে ॥
চমকি উঠিয়া, কোরে আগুরিতে,
চেতন হইল মোর।
মুরুছি পড়িতে, নিকটে বিশাখা,
আমাকে করিল কোর।
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়ায়ে,
তবহি সন্তোষ হোয়।
জ্ঞানদাস কহে, শুনহ সুন্দরী,
বঁধুয়া মিলব মোয় ॥

মিলন

২৮। বহুদিন পরে বঁধুয়া আইলে,
দেখা না হইত পরাণ গেলে।

(ছিল প্রাণ দেখা হ'লহে বঁধু, নইলে দেখা হ'ত না, দাসীর প্রাণ গেলে দেখা হ'ত না)

দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥
এতেক সহিল অবলা বলে,
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে ॥

(তাই সহিল হে, কঠিন প্রাণ তাই সহিল হে, নইলে সহিত না, কঠিন নইলে সহিত না)

ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে ॥
দুখিনীর দিন দুঃখেতে গেল,
মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল।

(ছিলে হে বঁধু, তুমি তো কুশলে ছিলে হে বঁধু, যাই হউক, আমার ভাগ্যে যাই হউক)

মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল ॥
এ সব যন্ত্রণা কিছু না গণি,
তোমার কুশলে কুশল মানি।

(তুমি ত কুশলে ছিলে হে বঁধু, আমার ভাগ্যে যাই হউক, তুমি ত কুশলে ছিলে হে বঁধু)

তোমার কুশলে কুশল মানি ॥
সব দুঃখ মোর গেলহে দূরে,
হারান রতন পেলাম হে কোলে।

(সদয় হ'ল, ভাগ্যে বিধি সদয় হ'ল, কোলে পেলাম, হারান রতন কোলে পেলাম)

হারান রতন পেলাম হে কোলে ॥
মলয় পবন বহুক মন্দ
গগনে উদয় হউক চন্দ্র।

(উদয় হউক, গগনে চাঁদ উদয় হউক, উদয় হ'ল, শ্যামচাঁদ আসি উদয় হ'ল)

গগনে উদয় হউক চন্দ্র ॥
কোকিলা আসিয়া করুক গান,
ভ্রমরা তাহাতে ধরুক তান।

(গান করুক, কোকিল আপন মনে গান করুক, শ্যামের বামে, আমি বসি শ্যামের বামে, তেমনি তেম্‌নি করে আমি বসি শ্যামের বামে)

ভ্রমরা তাহাতে ধরুক তান ॥
বাশুলি আদেশে কহে চণ্ডীদাস,
দুঃখ নিকশল সুখের বিলাস।

(সীমা নাইরে, আজ আনন্দের সীমা নাইরে, রাধা শ্যামে মিলন হ'ল আজ আনন্দের সীমা নাইরে)

দুঃখ নিকশল সুখের বিলাস ॥

— —

নিবেদন

২৯। উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,
কিশোরী করেছি সার।
কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,
কিশোরী গলার হার।

(আন জানি না ধনি, তোমা ভিন্ন আন জানি না ধনি, আমার তুমি ভজন তুমি পূজন তোমা ভিন্ন আন জানি না ধনি)

কিশোরী গলার হার॥
গৃহ মাঝে রাধা, কাননেতে রাধা,
রাধাময় সব দেখি।
শয়নেতে রাধা, গমনেতে রাধা,
রাধাময় হ'ল আঁখি।

(আন হেরে না, তোমা ভিন্ন নয়ন আন হেরে না, আমার রাধা অনুরাগের নয়ন তোমা ভিন্ন নয়ন আন হেরে না)

রাধাময় হ'ল আঁখি॥
স্নেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা,
রাধিকা আরতি পাশে।

(স্নেহেতে রাধিকা, আমি রাধা বই আন জানি না ধনি স্নেহেতে রাধিকা, আমার রাধা মন্ত্র উপাসনা আমি রাধা বই আন জানি না ধনি, স্নেহেতে রাধিকা)

স্নেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা,
রাধিকা আরতি পাশে॥

রাধারে ভজিয়ে, রাধাবল্লভ নাম
পেয়েছি অনেক আশে।

(আমার মূল মন্ত্র, তুমি আমার মূল মন্ত্র, আমার রাধা মন্ত্র পাসনা তুমি আমার মূল মন্ত্র)

পেয়েছি অনেক আশে॥
শ্যামের বচন, মাধুরী শুনিয়া,
প্রেমানন্দে ভাসে রাধা,
চণ্ডীদাস কয়, দোঁহার পিরীতি,
পরাণে পরাণে বাঁধা॥

(ছাড়া হবে না হে, তিল আধ ছাড়া হবে না হে, রাধা-কৃষ্ণ একই আত্মা তিল আধ ছাড়া হবে না হে)

পরাণে পরাণে বাঁধা।

বাসক-সজ্জা

শ্রীগৌরচন্দ্র

১। সুরধনী তীরে নবভাণ্ডীর তলে।
বসিয়াছে গোরাচাঁদ নিজগণ মেলে॥
রজনী কৌমুদী আর হিম ঋতু তায়।
হিমসহ পবন বহয়ে মৃদুকায়॥
তাহি রচয়ে পহুঁ ললিত শয়নে।
হেরয়ে ঘন ঘন চকিত নয়নে॥

আপন অঙ্গের ছায়া দেখিয়া উঠয়ে।
বাসক সজ্জার ভাব জ্ঞানদাস কহে॥

শ্রীগৌরচন্দ্র

২। কি লাগিয়া মোর, গৌর সুন্দর,
বসিয়া গৃহের মাঝে।
বসন-আসন, রতন-ভূষণ,
সাজয়ে অঙ্গের মাঝে॥
আপন বপুর, ছাহ হেরিয়া,
চমকি উঠয়ে মনে।
কি লাগি অবহুঁ, না মিলল পহু,
এত না বিলম্ব কেনে॥
কহে নরহরি, মোর গৌর হরি,
ভাবিয়া রাইয়ের দশা।
সজল নয়ানে, চাহে পথ পানে,
কাহে গদগদ ভাষা॥

জাগন্তিকা

৩। বাসিত বারি, কর্পূরিত তাম্বুল,
কুসুমিত মদন শয়ান।
উজোর দীপ, সমাপহি জারহু,
বিরচহ চারু বিতান।

সখি হে, কহই না যায় আনন্দ।
ঋতুপতি রাতি, অবহুঁ নব নাগর,
মিল বহুঁ শ্যামর চন্দ॥
কুসুমিত মৌলি, রসালক পরিমলে,
ভ্রমরা ভ্রমরী রহু ভোর।
মদন মদালসে, সগরিহু যামিনী,
সুখে বঞ্চব হরি কোর॥
বিহি পায়ে লাগি, মাগি হাম একুবর,
চেতন রহু মঝুদেহ।
গোবিন্দ দাস, কহই ধনি পরশহি,
সো পুনঃ হোয়ত সন্দেহ॥

সুরসা

৪। পরিজন সকল, মন্দির তেজি গেলহি, চান্দ গহন দিলাগি। একলি মন্দিরে, রহই বর নাগরী, নিরখয়ে যামিনী জাগি। বিদগধ মাধব রসিক সুজান। রাইক পিরীতি, বিনতি জানাওবি, অবিলম্বে করহ পয়াণ॥ মঙ্গল কলস, সুঠানহি পূরব, চতুপল্লব ধরি তায়। সহচরী মেলি, রঙ্গরস কৌতুক, আনন্দে ওর নাহি পায়॥ আভবরণ বসন, অঙ্গে সব শোহন, হেরইতে রতিপতি ভুলে। গোবিন্দ দাস, কহই বর নাগরী, বিরি তোরে ভেল অনুকুলে॥

উৎকণ্ঠিতা

শ্রীগৌরচন্দ্র

১। এ হেন স্থন্দর বেশ কেন বনাইলুঁ।
নিরূপম গোরারূপ দেখিতে নারিলুঁ
অকাজে রজনী যায় কিবা মোর হৈল।
নিশ্চয়ে জানিলুঁ মোরে বিধি বিড়ম্বিল॥
স্থবাসিত গন্ধ আদি অগুরু চন্দন।
গৌর বিনু কার অঙ্গে করিব লেপন॥
কর্পূর তাম্বুল গুয়া দিব কার মুখে;
বাস্থ ঘোষ কহে নিশি বড় যায় দুখে॥

২। বঁধুর লাগিয়া, শেজ বিছাঅলু,
গাঁথিনু ফুলের মালা।
তাম্বুল সাজানু, দীপ উজারনু,
মন্দির হইল আলা॥
সই, পাছে এসব হইবে আন।
সে হেন নাগর, গুণের সাগর,
কাহে না মিলল কান॥
শাশুড়ী ননদে, বঞ্চনা করিয়া,
আইনু গহন বনে।
বড় সাধ মনে, এরূপ যৌবনে,
মিলব বঁধুর সনে॥

পথপানে চাহি, কতবা রহিব,
কত প্রবোধিব মনে।
রস-শিরোমণি, আসিবে এখনি,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখী উক্তি

৩। ঋতুপতি রাতি, বিরহ-জ্বরে জাগরি, দোতি উপেখলি রামা। প্রিয় সখী বলি, মোহে পাঠাওলি, অতএ আওলুঁ তুয়া ঠামা॥ শুন মাধব, করযোড়ি কহল মো তোয়। মনমথ-রঙ্গ, তরঙ্গিত লোচন, নিমিখে না হেরবি মোয়॥ দূরকর অলস, আনহি লালস, চাতুরী বচন বিভঙ্গ। বরুজীবন হাম, তোহে নিরমঞ্ছর, তবহু না সোঁপব অঙ্গ॥ যারে শির সোঁপই, কোরপর শুতই, সো যদি করু বিপরীতে। পিরীতিক রাত, ঐছে তব মিটব, গোবিন্দ দাস চিতে ভীতে॥

মিলন

৪। সখী মুখে শুনইতে স্থনয়নী দুখ।
কি কহব কানু কছু না কহত মুখ॥
নয়নক নীর নয়ন সঞে বারি।
চলইতে টলমল চলই না পারি॥
ধাধসে মিলন সুন্দর শ্যাম।
সব দুখ দূরে গেল পূরল কাম॥

হেরইতে দুহুঁ সুখে দুহুঁ মুখ ইন্দু।
উছলল দুহুঁ মনে মনোভব-সিন্ধু॥
দুহুঁ পরিরম্ভণে দুহুঁ তনু এক।
শ্যামর গোরি কিরণে রহি রেখ॥
দুহুঁ দুহুঁ জীবন মিলু একঠাম।
আনন্দ রসে দুহুঁ হরল গোয়ান॥
দুহেঁ দুহুঁ প্রেম পূরল দুহুঁ সাট।
হেরি যদুনন্দন ভেল উনমাদ॥

বিপ্রলব্ধা

শ্রীগৌরচন্দ্র

১। দেখ দেখ গৌরচন্দ্র অবতার। যোগুণ কিরীতনে, তাপ-দগধ জীব, দুঃখ সাগর ভেল পার॥ সো অবভাব, বিভাবিত অন্তর, কান্দই সুরধনী-তীর। যাকৃ নয়ন-শর, গোপী মরম জ্বর, তঁহি বহু দুখময় নীর॥ ক্ষণে ক্ষণে কহই, কানুমোহে না মিলল, কি ভেল পাপ শরীর। ইহ যৌবন ধন, সগরিহ ভূষণ, কি ফল বাস শরীর॥ এত কহি ধরণী, তলহি পুনঃ মূরছই, ধক্‌ধকি খীণহি শ্বাস। কোন পুনঃ ভাব, সুতর রজনী মহা, ভণ বাধামোহন দাস॥

সখী প্রতি রাধা

২। তেজ সখী কানু আগমন-আশ।
যামিনী শেষ ভেল যবহুঁ নৈরাশ॥

তাম্বুল চন্দন গন্ধ উপহার।
তুরহি ডারহ যামুন পার॥
কিশলয় শেজ মণি-মাণিকলাল।
জল মাহা ডারহ সবহুঁ জঞ্জাল॥
অবকি করব সখী কহনা উপায়।
কানু বিনু জিউ কাহে নাহি বাহিরায়॥
ধিক্ ধিক্ রে বিধি তোহারি বিধান।
এ হেন রজনী মোহে বঞ্চল কান॥
শুনইতে ঐছন রাইক ভাষ।
দ্রুত চলি আওল বলরাম দাস॥

নায়ক প্রতি দূতীবাক্য

৩। পন্থ নেহারি, বারিঝরু লোচনে,
অধরে নীরস ঘনশ্বাস।
করতলে বদন, সঘন অবলম্বই,
গুণি গুণি জীবন নৈরাশ॥
মাধব, কাহে আশোয়াসলি রামা।
সগরিহুঁ যামিনী, জাগি পোহায়ল,
কামিনী সঙ্কেত ঠামা॥
'হরি হরি বোলি, ধরণী ধরি উঠই,
বোলত গদগদ ভাখ।

নীল গগন হেরি, তোহারি ভরম-ভরে,
বিধিসঞে মাগয়ে পাখ ॥
কি করব চন্দ্র, চন্দন ঘন লেপনে,
কিশলয় ধরণী শয়ান।
আন বেয়াধি, আন পএ ঔষধ,
গোবিন্দ দাস নাহি মান ॥

———

৪। শুন শুন মাধব বিদগধ রাজ।
ধনি যদি দেখবি না কর বিয়াজ ॥
নব কিশলয়-দলে শুতলি নারী।
বিগম কুসুমশর সহই না পারি ॥
হিমকর চন্দন পবন ভেল আগি।
জীবন ধর এ তুয়া দরশন লাগি ॥
অনেক যতনে কহ আখর আধ।
না জানি এ অব কি এ ভেল পরমাদ ॥
নরোত্তম দাস পহুঁ নাগর কান।
রসিক-কলা গুরু তুহুঁ সবজান ॥

———

মিলন

৫। চলিলা নাগররাজ ধনি দেখিবারে।
অথির চরণযুগ আরতি বিথারে ॥
সোঙরিতে সো প্রেম অবশ ভেল অঙ্গ।
অন্তরে বাঢ়ল মদন-তরঙ্গ ॥

সুশীতল কুঞ্জবনে শুতি আছে রাধে।
ধনিমুখ-চান্দ হেরই পহুঁ সাধে ॥
অধর কপোল আঁখি ভুরূযুগ মাঝ।
পুনঃ পুনঃ চুম্বই বিদগধ রাজ ॥
অচেতন ছিলা রাই সচেতন ভেল।
মদনজনিত দুখ সব দূরে গেল ॥
নরোত্তম দাস পহুঁ আনন্দে বিভোর।
দুহুঁ রসে মাতল নাহি সুখ ওর ॥

খণ্ডিতা *

শ্রীগৌরচন্দ্র

১। আজু কেন গোরাচাঁদের বিরস বয়ান।
কি ভাব পড়ল মনে সজল নয়ান ॥
মুখচান্দ শুকায়েছে কিসের কারণে।
অরুণ অধর কেনে হইয়াছে মলিনে ॥
আলসে অবশ অঙ্গ ধরণে না যায়,
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে বাড়াইতে পায়।

সময়ে না মিলে পতি রহে অন্যসনে,
রতি চিহ্ন সহ প্রাতে দেয় দরশনে।
তাঁ দেখি নায়িকার হয় রোষ নিঃশ্বাস,
কেহ মৌন ধরি রহে, কেহ বহুভাস।

বাসু ঘোষ বলে গোরা কোথা না আছিল,
কিবা রস অশোয়াসে নিশি পোহাইল।

২। আওত পর-বঞ্চক শঠ, নাগর শত-ঘরিয়া।
রমণীপদ, যাবকপরি, সব বক্ষসি ধরিয়া॥
কটিনীলাম্বর পহিরণ, লম্বিত পদ আগে।
দশন ক্ষত অরুণাধর ভুজকঙ্কণ দাগে॥
তরুণারুণ নয়নাম্বুজ, আধ মুদিত আলসে।
ভালের উপরে, সিন্দুর বিন্দু, অঞ্জনসহ বিলাসে॥
যা যা দূতী, বারহ নাগরে, নিয়ড়ে নাহি আওয়ে।
ঐছন শুনি, তৈখনে দূতী, শশিশেখর ধাওয়ে॥

৩। ঐ দেখগো আওত পর, বঞ্চক শঠ, নাগর শত ঘরিয়া;
কোন্ রমণীর সনে, যামিনী জাগি, আওত হেলি ঢুলিয়া।

(ঐ দেখ্ আস্‌ছে শঠের শিরোমণি, হেলে ঢুলে আস্‌ছে শঠের শিরোমণি)

আওত হেলি ঢুলিয়া॥
তরুণারুণ, নয়নাম্বুজ আধ মুদিত আলসে;

(আঁখি মিলতে চায় আর মিলতে নারে আধ মুদিত আলসে, ঘুমের ঘোরে আঁখি মিলতে চায় আর মিলতে নারে, যেন ভাং খেয়ে ভোলা ত্রিপুরারী)

আধ মুদিত আলসে॥

ভাল উপরে, সিন্দুর বিন্দু, অঙ্গনসহ বিলাসে।

(কে দিয়েছে, উহার কাল অঙ্গে কালী কে দিয়েছে, যে অঙ্গেতে চন্দন দিয়ে ভয় করি কালী কে দিয়েছে)

অঞ্জনসহ বিলাসে ॥

নীলাম্বর. পরিহিত কোটী, লম্বিত পদ আগে,

(উহার নীল বসন কে পরালে লম্বিত পদ আগে)

দশনাঙ্কত অরুণ ভুজ কঙ্কণ দাগে।

(দাগ কে দিয়েছে, কঙ্কণের দাগ কে দিয়েছে, যে অঙ্গে চন্দন দিতে ভয় করে দাগ কে দিয়েছে)

ভূজ কঙ্কণ দাগে ॥

যা যা সখি, বারহ নাগরে, নিয়ড়ে মত্ আওয়ে,

(নিলাজ কুঞ্জে যেন আর আসে না নিয়ড়ে মত আওয়ে, শঠ লম্পট নিলাজ কুঞ্জে যেন আর আসে না)

নিয়ড়ে মত আওয়ে,

ঐছন বাণী, তৈখনে শুনি, শশি শেখর ধাওয়ে।

খণ্ডিতা

৪। প্রভাতে উঠিয়া বিনোদ নাগর,

চলিল নাগরীর পাশ ;

'ঘুমে ঢুলু ঢুলু যুগল লোচন,

মুখে মৃদু মৃদু হাস।

(লাজ নাই হে উহার আঁখিতে কি লাজ নাই হে, আমরা দেখে লাজে মরি উহার আঁখিতে কি লাজ নাই হে)

মুখে মৃদু মৃদু হাস ॥
কপাল উপরে, সিন্দুর বিন্দু,
অধরে কাজল দেখি ;
হিয়ার মাঝারে অলকা তিলকা,
নখ চিহ্ন তাহে সাখী।

(লুকায় নাই হে, এখন ত লুকায় নাই হে, উহার অঙ্গের চিহ্ন এখন ত লুকায় নাই হে)

নখ চিহ্ন তাহে সাখী ॥
গলাতে দুলিছে, বিনা সুতের হার,
নাগরী দিয়াছে সাধে ;
এ সব ভূষণ অঙ্গেতে পরিয়া,
ভেটিতে আইলেন রাধে।

(সাহস মন্দ নয় হে, উহার সাহস মন্দ নয় হে, রাখাল বর্ব্বর উহার সাহস মন্দ নয় হে)

ভেটিতে আইলেন রাধে ॥
হাসিতে হাসিতে রসিক নাগর,
চলিল নাগরী পাশ ;
দেখিয়া জ্বলিছে অন্তর পুড়িছে
কহহে শেখর দাস।

(একি সময় জাননা, কাল কানাই কি সময় জাননা, অসময়ে হেথা কেন এলে কাল কানাই কি সময় জাননা)

কহয়ে শেখর দাস।

খণ্ডিতা

নায়ক-নায়িকা উক্তি—প্রত্যুক্তি।

৫। নীলোৎপল, শ্রীমুখ মণ্ডল,
ঝামর কাঁহে ভেল।
মদনজ্বরে, তনু তাতল,
জাগরে নিশি গেল॥
নখ নির্ঘাত, ক্ষত বক্ষসি,
দেয়ল কোন নারী।
কণ্টকে তনু ক্ষত বিক্ষত
তোহে ঢুড়ইতে গোরি॥
সিন্দূর কাহে, অলকা পরি,
চন্দন কাঁহা গেল।
গিরি গোবর্দ্ধনে, গোরিক সেবি,
সিন্দূর শিরে নেল॥
নীলাম্বর, তুহুঁ পহিরলি,
পীতাম্বর ছোড়ি॥
অগ্রজ সহ, পরিবর্ত্তিত,
নন্দালয়ে ভোরি॥

অঞ্জন কাহে, গণ্ডস্থলে,
হৃদি খণ্ডন অধরে।
উত্তর প্রতি, উত্তর দিতে,
পরাজয় শশি শেখরে॥

কলহান্তরিতা *

গৌরচন্দ্র

১। মান বিরহ ভাবে পহুঁ ভেল ভোর,
(কি ভাবের আজ উদয় হ'ল, ভাবত কিছু বুঝা যায় না)
মান বিরহ ভাবে পহুঁ ভেল ভোর,
ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপতহিঁ লোর।
(গোরা কেঁদে আকুল হলো, নয়ন ধারার বিরাম নাই গো)
ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপতহিঁ লোর॥
আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ চাঁদ,
অখিল জীবের মন লোচন ফাঁদ॥
(কেন কাঁদেরে, জগৎ কাঁদায় যে গোরা কেন কাঁদেরে)
অখিল জীবের মন লোচন ফাঁদ॥
প্রেম জলে ডুবু ডুবু লোচন তারা,
প্রলাপ সন্তাপ ভাব আদি ভোরা।

* খণ্ডিতা হইয়া করে পতি তাড়ন, পশ্চাতে হৃদয়ে তাপ পায় অনুক্ষণ প্রলাপ, নিশ্বাস, গ্লানি, সন্তাপিত মন, 'কলহান্তরিতা' তারে কহে কবিগণ। —উজ্জ্বল চন্দ্রিকা।

(প্রলাপ বকেরে, তু'নয়নে ধারা বহে প্রলাপ বকেরে)
প্রলাপ সন্তাপ ভাব আদি ভোরা ॥
কাঁদিয়া কহয়ে পুনঃ ধিক মোর বুধি,
অভিমানে হারাইনু কানু গুণনিধি।
(হায় হায় কি করিলাম, অভিমানে মত্ত হয়ে কি করিলাম)
অভিমানে হারাইনু কানু গুণনিধি ॥
যে হইল মনের তুঃখ কি বলিব কায়,
মঝু মন জীবন কৈছে জুড়ায়।
(উপায় বলগো, জান যদি উপায় বলগো)
মঝু মন জীবন কৈছে জুড়ায় ॥
এইরূপে উদ্ধারিলা সব নর-নারী,
এ রাধা মোহন কহে কিছু না হলো হামারি ॥
(কিছু হ'লনারে, অভিমানে কিছু হ'লনারে)
এ রাধা মোহন কহে কিছু না হ'ল হামারি ॥

সখী উক্তি

২। রামাহে কি আর বলিব আন।
তোমার চরণে শরণ সো হরি
অবহুঁ না মিটে মান।
গোবর্দ্ধন গিরি বাম করে ধরি
যে কৈল গোকুল পার,

বিরহে সে ক্ষীণ করের কঙ্কণ
মানয়ে গুরুয়া ভার।
কালিয় দমন করল যেমন
চরণ যুগল বরে,
এ বেশে ভুজঙ্গ ভরমে ভুলল
হৃদয়ে না ধরে হারে।
সহজে চাতক না ছাড়য়ে প্রীত
না বৈসে নদীর তীরে ;
নব জলধর বরিষণ বিণু,
না পিয়ে-তাহার নীরে।
যদি দৈব দোষে অধিক পিয়াসে
পিবয়ে হেরিয়ে থোর,
তবহুঁ তাহারি নাম সোঙরিয়া
গলয়ে শতগুণ লোর *

শব্দার্থ—আন—অন্য, আর। অবহুঁ—এখন। গুরুয়া—অধিক। ভরমে—ভ্রমে, ভুলবশতঃ। প্রীত—প্রেম, ভালবাসা। থোর—অল্প। তবহুঁ—তথাপি, তবুও। সোঙরিয়া—স্মরণ করিয়া লোর—চোখের জল। করহ—কর। মরকত—নীলকান্তমণি। তোরিস্থ—তোমাবিনা।

---

* ভাবার্থ :—চাতক পাখী নবমেঘের জল ভিন্ন অন্য জল পান করে না, পিপাসায় কাতর হইয়া মেঘের জল অভাবে যদি এক ফোঁটা অন্য জল পান করে, তবুও তাহার নাম স্মরণ করিয়া দশ ফোঁটা চোখের জল বাহির করে।

চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনী
কি আর করহু মান ;
তুয়া অনুগত শ্যাম মরকত
তো বিনু ভাবেনা আন। ক

শ্রীমতী রাধা বলছেন—

৩। কাঞ্চন জ্যোতিঃ কুসুম পরকাশ,
রতন ফলিবে বলি বাড়াইনু আশ।
তারক মূলে দিনু দুধক ধার,
ফলে কিছু না হেরিনু ঝুনঝুনি সার।
জাতি গোয়ালা হাম মতিহীনা,
কুজনক পিরীতি মরণ অধীনা।
হাহা বিহি মোরে এত দুঃখ দেল,
লাভক লাগি মূল ডুবি গেল।
কবি বিদ্যাপতি ইহ অনুমান,
কুকুরক লাঙ্গুল নহত সমান।

শুক উক্তি

৪। সারি প্রতি শুক তখন কহয়ে বচন,
এই রাধার গুণ তুমি গাও অনুক্ষণ।

ক পদকর্ত্তা চণ্ডীদাস বলছেন—রাধে! কেন মান কর, নীলকান্তমণি শ্যাম তোমা ভিন্ন অন্য কিছু ভাবে না, অতএব তুমি মান পরিত্যাগ কর।

জগৎ মোহন কৃষ্ণ চরণে ধরিয়া,
পালটি না হেরল কি কুলিশ হিয়া।
শুনিয়া শুকের বাণী শ্রীমতী তখন,
আপনার চরণ পদ্ম করে নিরীক্ষণ।
কৃষ্ণে না হেরিয়া ধনি ব্যাকুল অন্তরে,
হা-নাথ হা-নাথ বলি ডাকে উচ্চৈস্বরে।

৫। আন্ধল প্রেম, পহিলে নাহি হেরনু
সোবহু বল্লভ কান।
(আগে জানিনা সখী, সে যে বহু বল্লভ আগে জানিনা সখী,
প্রেমে অন্ধ হয়েছিলাম আগে জানিনা সখী)
সোবহু বল্লভ কান॥
আদর সাধে, বাদ করি তাসঞে,
অহর্নিশি জ্বলত পরাণ।
(কেন করেছিলাম তার সনে বাদ কেন করেছিলাম)
অহর্নিশি জ্বলত পরাণ॥
সজনী তোরে কহি মরম কি দাহ॥
(আর কারেবা বলব, তোরে বিনা আর কারেবা বলব)
কানুক দেখে, যো ধনি রোখই,
সোই তপিনা জগমাহ।
যো হাম মান, বহুত করি মানলু,
কানুক মিনতি উপেখি।

(ভেবেছিলাম, মানকে বড় ভেবেছিলাম, কানু হ'তে মানকে বড় ভেবেছিলাম)

কানুক মিনতি উপেখি ॥

সো অব মনমথ, শরে ভেল জ্বর জ্বর,

তা কর দরশনা পেখি ॥

(এখন জ্বর জ্বর যে কৈলে, মান জ্বরে জ্বর জ্বর যে কৈলে, কানুধনে উপেখিয়ে মান জ্বরে জ্বর জ্বর যে কৈলে)

তা কর দরশনা পেখি ॥

ধৈরজ লাজ, মানসঞে ভাগল,

জীবন রহত সন্দেহা,

(সকল গেছে, মানে আমার সকল গেছে, প্রাণ মাত্র বাকি আছে মানে আমার সকল গেছে)

জীবন রহত সন্দেহা ॥

গোবিন্দ দাস, কহই সতী ভামিনী,

কানুক ঐছন লেহা ।

(এইত রীতি, কৃষ্ণ প্রেমের এই ত রীতি কখন হাসায়, কখন কাঁদায় কৃষ্ণ প্রেমের এই ত রীতি)

কানুক ঐছন লেহা ॥

শ্রীমতী রাধার এই কথা শুনে এক সখী বল্‌ছেন যে, রাধে

৬ । শুনইতে কানু, মূরলী রব মাধুরী,

শ্রবণে নিবারলুঁ তোয়,

(তখন মানা করেছিলাম, শ্যামের বাঁশী শুনিস না ঐ রূপে নয়ন দিস্‌না)

শ্রবণে নিবারলুঁ তোয়।
হেরইতে রূপ, নয়ন যুগ ঝাঁপলু,
তৈখনে রোখলি মোয়।

(তখন বল্‌লি তোদের কি, আমি রূপ দেখ্‌বো বাঁশী শুনব তখন বল্‌লি তোদের কি)

তৈখনে রোখলি মোয়॥
তৈখনে কহিনু তোয়।
ভরমহি তাসঞে, লেহ বায়াঢ়াবি,
জনম গোঙায়বি রোয়।

(তোর কাঁদার কি হয়েছে, কাঁদতে কাঁদতে জনম যাবে, এইত কাঁদার প্রথম দশা)

জনম গোঁঙায়বি রোয়॥
বিনুগুণ পরখি, পরক রূপ লালসে,
কাঁহে সোঁপলি নিজ দেহা।

(বিচার করে দেখলি না রাই, পরশ সুখ লালসে দেহ মন সঁপে দিলি বিচার করে দেখলি না রাই)

কাঁহে সোঁপলি নিজ দেহা॥
দিনে দিনে খোয়াস, ইহরূপ লাবণী,
জীবইতে ভেল সন্দেহা।

(রূপ-লাবণ্য রবেনা গো, কালো ভেবে ভেবে কালো হবি, রূপ-লাবণ্য রবেনা গো)

জীবইতে ভেল সন্দেহা ॥

যো তুঁহু হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি,

শ্যাম জলদ জল আশে।

(সে ত এসেছিল, শ্যাম জলধর প্রেমবারি বরষিতে এসেছিল, তারে উড়ায়ে দিলি, মান পবনের ঝঞ্ঝাবাতে তারে উড়ায়ে দিলি, এখন কাঁদলে কি হবে রাই)

শ্যাম জলদ জল আশে ॥

সো অব নয়নক, লোর দেই সিঞ্চহ,

কহতহি গোবিন্দ দাসে।

(এখন নয়নবারি সিঞ্চন কর, কৃষ্ণ প্রেম তরুমূলে এখন নয়নবারি সিঞ্চন কর)

কহতহি গোবিন্দ দাসে ॥

৭। আসিয়া নাগর, সম্মুখে দাঁড়াল,

গলে পীতবাস দিয়ে,

সে চাঁদ বদনে, ফিরি না চাহলি,

তু বড় কঠিন মেয়ে।

(নিঠুর কেবা আছে, তোর মত নিঠুর কেবা আছে, ওহে মানের গরবিনী তোর মত নিঠুর কেবা আছে)

তু বড় কঠিন মেয়ে।

সে শ্যামনাগর, জগত দুর্ল্লভ,

কিসের অভাব তার।

তোমা হেন কত, কুলবতী সতী,

দাসী হইয়াছে তার।

(দাসী হ'য়েছে, কুলবতী কত দাসী হ'য়েছে, মন-প্রাণ সঁপে দিয়ে কুলবতী কত দাসী হ'য়েছে)

দাসী হইয়াছে তার ॥

তার চূড়া মেনে, সুখেতে থাকুক,

তাহে ময়ূরের পাখা।

তোমা হেন কত, কুলবতী সতী,

দুয়ারে পাইবে দেখা।

(কিছু অভাব নাই হে, তার কিছু অভাব নাই হে, সে যে জগৎ দুর্ল্লভ বহু বল্লভ তার কিছু অভাব নাই হে)

দুয়ারে পাইবে দেখা।

অভিমানি হইয়া, মোরে না কহিয়া,

তেজলি আপন সুখে।

আপনার শেল, যতনে আপনি,

হানিলি আপন বুকে।

(কার দোষ দিস্ না, তুই কার দোষ দিস্ না, আপন দোষে হারায়েছিস তুই কার দোষ দিস্ না)

হানিলি আপন বুকে ॥

মনের আগুনে, মরহ পুড়িয়া,

নিভাইবা আর কিসে।

শ্যাম জলধর, আর না মিলিবে,

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে।

(মিলিবে না হে, শ্যাম জলধর মিলিবে না হে, তোমার ঐ হৃদ-আকাশে শ্যাম জলধর মিলিবে না হে)

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

৮। সে হেন রসিক, নাগরের সনে,
কেন বা করিলি কলহ।
আগে না বুঝিলি, মানেতে মজিলি,
অবকাহে মুছে ব'লহ ॥

(বল্‌লে কি হবে রাই, এখন বল্‌লে কি হবে রাই, তুমি মানে মাধব হারায়েছ এখন বল্‌লে কি হবে রাই)

অবকাহে মুছে বলহ।
ধনি নারিলি পিরীতি রাখিতে।
তুই একি প্রতিদিন, কলহ করিবি,
নারি মেনে মোরা সাধিতে ॥

(আমরা পারব না গো, অমন করে সাধতে পার্‌ব না গো, নিতুই তোদের মান করা অমন করে সাধতে পারব না গো)

নারি মেনে মোরা সাধিতে ॥
তোরা নিতুই করিবি দ্বন্দ্ব।
সে বলে রাই, রসিকিনী নয়,
তুই বলিস নাগর মন্দ।

(তোরা দু'জনাই সমান, রাধে তোরা দু'জনাই সমান, সেও যেমন তুইও তেমন তোরা দু'জনাই সমান)

তুই বলিস নাগর মন্দ ॥

রাজার ঝিয়ারী, তাহাতে গুঁয়ারী
ইথে কি পিরীতি রয়গো।
উঠে আয়গো বিশাখা, রাই থাকুক একা
কাছে থাকা ভাল নয়গো।

(কোনদিন কাঁদতে হবে, আমাদিকেও কোনদিন কাঁদতে হবে, কৃষ্ণ ত্যাগীর কাছে থাকলে আমাদিকেও কোন্‌দিন কাঁদতে হবে)

কাছে থাকা ভাল নয়গো ॥
তুই করিলি কি মান, উপেখলি কান,
বৈরী হাসালি ব্রজেতে।
কথা শুনে চন্দ্রাবলী, দিবে করতালি,
মুখ দেখাই কোন্ লাজেতে।

(মুখ দেখাইবি, কোন্ লাজে মুখ দেখাইবি, এ ব্রজমণ্ডলের মাঝে কোন লাঝে মুখ দেখাইবি)

মুখ দেখাইবি কোন্ লাজেতে।
কৃষ্ণ হেন ধন, যে করে তেজন
তার কি জীবনে আশ।
তার বাঁচাতে কি ফল, মরণ মঙ্গল,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।

(তার মরণ ভাল, বাঁচা চেয়ে তার মরণ ভাল, কৃষ্ণ ত্যাগী হয়লো যে জন বাঁচা চেয়ে তার মরণ ভাল)

কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস ॥

৯। চরণে লাগিয়া হরি হার পিঁধায়ল

যতনে গাঁথিয়া নিজ হাতে।

(তখন চরণপানে চাইনি সখী, চরণ ধরে হার পরায়ল তখন চরণ পানে চাইনি সখী)

যতনে গাঁথিয়া নিজ হাতে ॥

সো নহি পাহিরলু দুরহি ডারলু

মানিনী অবনত মাথে ॥

(কেন আমি চাইলাম না গো, চাইলে মাধব যেতনা গো, কেন আমি চাইলাম না গো)

মানিনী অবনত মাথে।

সজনী কাহে মোর দুরমতি ভেল।

মান দগধ মধু বিদগধ নাগর

রোখে বিমুখ ভৈ গেল।

গিরিধর নাহ বাহু ধরি সাধল

হাম নাহি পালটী নেহার।

(কেন ফিরে চাইলাম না গো, সেই গিরিধারী করে কত সেধে, গেল কেন ফিরে চাইলাম না গো, চাইলে মাধব যেতনা গো, কেন ফিরে চাইলাম না গো)

হাম নাহি পালটি নেহার।

হাতক লছমি চরণ পর ডারলুঁ

অবকি করব পরকার।

(এখন উপায় কি কর্‌ব, বল বল প্রাণ সখী এখন উপায় কি কর্‌ব)

অবকি করব পরকার ॥

সো বহু বল্লভ সহজই দুর্ল্লভ
পুনঃ দরশনে মনঝুর।
গোবিন্দ দাস যব আনি মিলায়ব
তবিহুঁ মনরথ পুর।

১০। চরণ নখ্‌র মণি রঞ্জন ছাঁদ, ধরণী লোটায়ল গোকুল চাঁদ।

(ধূলায় লোটায়ল, গোকুল চাঁদ ধূলায় লোটায়ল, রাই রাখ রাই রাখ বলে চাঁদ ধূলায় লোটায়ল)

ধরণী লোটায়ল গোকুলচাঁদ।
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচনলোর,
কতরূপে মিনতি করল পিয়া মোর।

(কত সেধে গেল, শ্যামনাগর কত সেধে গেল, রাধে দয়া কর বলে শ্যামনাগর কত সেধে গেল)

কতরূপে মিনতি করল পিয়া মোর॥
নাগর কুদিন হাম করলহুঁ মান,
অবহুঁ না নিকসই কঠিন পরাণ।

(কেন গেল না, আমার প্রাণ কেন গেল না, সেই প্রাণ বঁধুর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ কেন গেল না)

(অনুগত, আমি তবে জান্‌তাম, আমার প্রাণ বঁধুর সঙ্গে গেলে তবে জান্‌তাম অনুগত)

অবহুঁ না নিকসই কঠিন পরাণ॥

রোখ তিমির এত বৈরকি জান,
রতনক ভৈগেল গৈরিক ভান।

(কে জানে সই, বল আগে কে জানে সই, মান আমার বৈরী হ'বে বল আগে কে জানে সই, মানে রতন হারাইব বল আগে কে জানে সই)

রতনক ভৈগেল গৈরিক ভান ॥
নারী জনমে হাম না করলুঁ ভাগি,
মরণ শরণ ভেল মানকি লাগি ।

(মানে মরণ হ'ল, আমার সাধের নামে মরণ হ'ল, আমি সাধ করে মান করেছিলাম সাধের মানে মরণ হ'ল)

মরণ শরণ ভেল মানকি লাগি ॥
বিদ্যাপতি করে শুনি বরনারী,
ধৈরজ ধর চিতে মিলবে মুরারী ।

(আর কাঁদিস না, রাধে অমন করে আর কাঁদিস না, হা-কৃষ্ণ হা-কৃষ্ণ বলে অমন করে আর কাঁদিস না)

ধৈরজ ধর চিতে মিলবে মুরারী ॥

সখী উক্তি

১১। মান কয়লিতো কয়লি কলহে কাহে কাঁদসি
বৈঠি রহু তুহুঁ ভবনে।
সো কাঁহা যাওব আপহি আওব
পুনহি লোটায়ব চরণে।

(তোমা ছেড়ে কোথা যাবে, পুনঃ এসে পায়ে ধরিবে, তুই আপন ঘরে বসে থাক রাই তোমা ছেড়ে কোথা যাবে।

পুনঃহি লোটায়ব চরণে ॥

সুন্দরী বচনে করিব বিশোয়াস।

সজল নয়নে হরি ধরণী লোটায়ত

চিত্রা ক'হল মঝু পাশ ॥

(চিত্রা আমায় বলে গেল, এই সে দেখে এসেছেগো)

চিত্রা ক'হল মঝু পাশ ॥

বেণু ধেণু তেজি সকল সখীগণ

পরিহরি নীপমূলে বসই।

(নীপমূলে বসে আছে, বেণু ধেণু তেজ্য করে নীপমূলে বসে আছে)

পরিহরি নীপমূলে বসই ॥

রাই রাই বলি, শিরে কর হানই

তুয়া নাম ধরি নিশাসই।

(এখনও তোমায় ভোলে নাই গো, এত অপমান হয়েও এখনও তোমায় ভোলে নাই গো)

তুয়া নাম ধরি নিশাসই ॥

তুয়া লাগি কত বেরি, মঝু ঘরে আওব,

মোহে সাধব যব লাখ।

(আমায় এসে কত সাধিবে, তোমার দেখা পাবার লাগি আমার ঘরে এসে কত সাধিবে)

আওয়ব হামে হরি সাধব লাখ ॥

চন্দ্রশেখর কহে, তব তুহুঁ বঞ্চবি,

আপন কান্তক সাথ।

(ধৈর্য্য ধরে বসে থাক রাই, প্রকারেতে মিলাইব, ধৈর্য্য ধরে বসে থাক রাই)

আপন কান্তক সাথ॥

কৃষ্ণ অন্বেষণে বৃন্দাদূতীর গমন

১২। জীতি কুঞ্জর গতি মন্থর,

গমন করত নারী।

(যেন করীনী যায়রে, হরি আনিতে করীনী যায়রে, যায়রে পবনের গতি হরি আনিতে করীনী যায়রে)

গমন করত নারী॥

বংশী বট, যাবট তট,

বনহী বন হেরি।

(খুঁজে খুঁজে যায়রে, একে একে সব খুঁজে যায়রে, রাধানাথ কোথা আছ বলে একে একে সব খুঁজে যায়রে)

বনহী বন হেরি॥

শ্যাম কুণ্ড মদন কুঞ্জ

রাধা কুণ্ড তীরে।

(থাকৃলে থাকতে পারে, হেথায় থাকৃলে থাকতে পারে, মধ্যাহ্ন বিলাসের স্থান থাকৃলে থাকতে পারে, নৈলে প্রাণ ত্যজেছে, রাধাকুণ্ডে প্রাণ ত্যজেছে)

রাধা কুণ্ড তীরে॥

দেখে দ্বাদশবন হেরত সঘন

সইলহু কিনারে।

(থাক্‌লে থাকতে পারে, হেথায় থাকলে থাকৃতে পারে, সইলো ধর নাম ধরে থাক্‌লে থাকতে পারে)

সইলহু কিনারে॥

যাঁহা সব ধেনু রব

তাঁহা চলত জোরে,

দেখে শ্রীদাম সুদাম মধু মঙ্গল

দেখত বলবীরে।

(বলাই চাঁদ দাঁড়ায়ে, একা বলাই চাঁদ দাঁড়ায়ে, চাঁদের কাছেতে কাল মেঘ নাই বলাই চাঁদ দাঁড়ায়ে)

দেখত বলবীরে॥

যমুনা কূলে নীপহু মূলে

পড়িরহু বনয়ারী,

(যমুনা, একটি কাঙাল রাখাল ধূলায় পড়ে, যমুনা, যেন ত্রিজগতে উহার কেউ নাই, একটি কাঙাল রাখাল ধূলায় পড়ে)
(পড়ে বাঁশী, দূতী দেখে শ্যামের পড়ে বাঁশী, রাধানামের সাধা বাঁশী সেই বাঁশীতে পবন আসি সঞ্চারে অমনি জয় রাধে শ্রীরাধে বলে)

পড়িরহু বনয়ারী ;

যমুনা কূলে, নীপহু মূলে ;

পড়িরহু বনয়ারী ;

শশিশেখর, ধূলি ধূসর,

জপতহি প্যারি প্যারি।

(তবু নাম ছাড়ে নাই, এত দুঃখে তবু নাম ছাড়ে নাই, রাধানাম জপে শ্যাম প্রাণ রেখেছে এত দুঃখে তবু নাম ছাড়ে নাই)

জপতহি প্যারি প্যারি ॥

১৩। দূরে হেরি নাগর, চতুরা সহচরী,
ঠমকি ঠমকি চলি যায়।
জনু আন কাজে, চলত বর রঙ্গিনী
ডাহিন বাম নাহি চায় ॥
হরি হার ধূলি লোটায়ত কান।
সহচরী গমন, হেরইতে তৈখন,
হৃদয়ে করত অনুমান ॥
কি এ অতি সদয়, হৃদয় ইহ মঝুপর,
সহচরী ভেজল কি রাই।
কি এ আন কাজে, চলত বর রঙ্গিনী,
কারণ পুছই বোলাই ॥
সহচরী সহচরী, করি হরি বেরি বেরি.
বহু বেরি করত ফুকার।
চতুরিণী সহচরী, ঝুঁকি কহত মঝু,
নাম লেই কোন্ গোঙার ॥
চঙকি কহত হরি, হাম রাই কিঙ্কর,
করুণা করিয়া অব আহ।
দাস মনোহর, এক নিবেদন,
শুনি তবে আন কাজে যাহ ॥

১৪। কি কহবি মাধব, তুরিতহি কহ কহ
হাম চলব আন কাজে।
তোসঞে বাত নহ মঝু সমুচিত
দোষ পাওব সখী মাঝে॥
কি কহব সজনী, কহিতেবা কিবা জানি,
রাই তেজল অভিমানি।
রাই তেজল বলি, তুহুঁ সব তেজবি,
অববিখ ভুঞ্জব আমি॥
আহীরীণী কুরূপিণী, গুণহীণী ভাগীহীণী
তাহে লাগি কহ বিখ পিয়বি।
চন্দ্রাবলী-মুখ, চন্দ্র-সুধারস,
পবি পিবি যুগে যুগে জীয়বি॥
পদ্মা পদুমা, গন্ধে মাতায়ল,
ভদ্রা মঙ্গল দানে।
চন্দ্রশেখর কহে, শুন বহু বল্লভ,
রাই পিরীতি কিবা জানে॥

১৫। দূতীক বচন শুনি নাগররাজ।
অন্তরে পাওল বহুতর লাজ॥
ইঙ্গিতে বুঝল সো আশোয়াস।
মনমাহা হোয়ল অধিক উল্লাস॥
তবহিঁ সফল করি জীবন মান।
তাকর সঞে হরি করল পয়ান॥

পন্থহি কত কত ভাবে বিভোর।
ঐছনে পায়ল কুঞ্জক ওর॥
দূরে সঞে নাগরী নাগর হেরি।
বৈঠলি তহি পুনঃ আনন ফেরি॥
তৈখনে সমুখে আওল যবকান।
নাহ হেরিয়া ধনির বাঢ়ল মান॥
গোবিন্দ দাস কহ কি কহিব হাম।
আপে ভাঙ্গহ রাই মানিনী-মান॥

১৬। চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি,
নয়ান নাচনে নাচে হিয়ার পুতলী।
পীত পীন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে,
পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিঃশ্বাসে।
লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী,
পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি।
তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর,
নয়ন-অঞ্জন তুয়া পর-চিত চোর।
রূপে-গুণে যৌবনে ভুবনে আগলি,
বিহি নিরমিল তোহে পিরীতি পুতলি।
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ,
জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম।

———

শ্রীকৃষ্ণ উক্তি

১৭। বদসি যদি কিঞ্চিদপি, দন্তরুচি কৌমুদী,
হরতিদর তিমির মতি ঘোরং,
স্ফুরদ ধর সীধবে, তব বদন চন্দ্রমা,
রোচয়তি লোচন চকোরং।

পদার্থ—

প্রিয়ে! তুমি যদি একটি কথা কও তাহা হইলে তোমার দশন পংক্তির জোৎস্না সদৃশ মনোহর জ্যোতিঃ আমার সেই ভংরূপ অতি ঘোর তিমির হরণ করিবে। তোমার বদন চন্দ্রের অধর সুধা পান করিবার জন্য আমার নয়ন চকোর লোলুপ হইয়াছে।

পদ ও আখর—

বদসি যদি কিঞ্চিদপি, দন্তরুচি কৌমুদী,

(বদসি যদি কিঞ্চি একবার হের মানের গরবিনী, বদসি যদি কিঞ্চি একবার হের মানের গরবিনী, কথা কও নইলে প্রাণে মরি)

বদসি যদি কিঞ্চিদপি, দন্তরুচি কৌমুদী,
হরতি দর-তিমির মতি ঘোরং শ্রীরাধে—

(হরতি দর তিমির আমার মনের তিমির নাশ কর, হাসিমুখে কথা কয়ে আমার মনের তিমির নাশ কর)

হরতিদর তিমির মতি ঘোরং শ্রীরাধে—
স্ফুরদ ধর সীধবে, তব বদন চন্দ্রমা,
রোচয়তি লোচন চকোরং শ্রীরাধে।

(রোচয়তি লোচন আমার নয়ন চকোর ব্যাকুল হ'ল, তোমার চাঁদ বদন সুধার আশে নয়ন চকোর ব্যাকুল হ'ল)

রোচয়তি লোচন চকোরং শ্রীরাধে—
প্রিয়ে চারুশীলে, মুঞ্চময়ি মান মনিদানং।
সপদি মদনানলো, দহতি মম মানসং,
দেহি মুখ কমল মধু পানং।

পদার্থ—

হে প্রিয়ে! তুমি সরল স্বভাবা, আমার প্রতি মান পরিত্যাগ কর। আমি তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত নহি! তোমার বদন দর্শনমাত্র মদনানল আমার অন্তর দগ্ধ করিতেছে, আমাকে তোমার মুখ কমলের মধুপান করিতে দাও, আমি পান করিয়া শীতল হই।

পদ ও আখর—

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ী মান মণিদানং!

(আমায় মান রতন দান দিতে হবে, আমি কখন কিছু চাই নাই আমায় মান রতন দান দিতে হবে)

প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ী মান মণিদানং॥
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
দেহি মুখ কমল মধু পানং শ্রীরাধে—

(দেহি মুখ কমল অধর সুধাদানে প্রাণ শীতল কর, একবার হাসিমুখে কথা কয়ে সুধাদানে প্রাণ শীতল কর)

দেহি মুখ কমল মধু পানং শ্রীরাধে—

সত্যমে বাসি যদি, সুদতিময়ী কোপিনী,
দেহি খর-নয়ন-শর ঘাতং।
ঘটয় ভুজ বন্ধনং জনয় রদ খণ্ডনং,
যেনবা ভবতি সুখ জাতং।

পদার্থ—

যদি যথার্থই তুমি আমার প্রতি কোপ করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার নয়নের খরবান দ্বারা আমাকে আঘাত কর। ভুজপাশ দ্বারা আমাকে বন্ধন করিয়া দশনাঘাতে আমায় ক্ষত বিক্ষত কর, অথবা যাহাতে তুমি সুখী হও তাহাই কর।

পদ ও আখর—

সত্যমে বাসি যদি, সুদতিময়ী কোপিনী,
দেহি খর-নয়ন-শর ঘাতং শ্রীরাধে—
(দেহি খর-নয়ন আমায় নয়ন শরে বিঁধে মার, যদি অপরাধী হয়ে থাকি আমায় নয়ন শরে বিঁধে মার)
দেহি খর-নয়ন-শর ঘাতং শ্রীরাধে—
ঘটয় ভুজ বন্ধনং, জনয় রদখণ্ডনং,
(ঘটয় ভুজ বন্ধনং আমায় ভুজলতায় বেঁধে মার, যদি অপরাধ হয়ে থাকে ভুজলতায় বেঁধে মার)
ঘটয় ভুজ বন্ধনং, জনয় রদখণ্ডনং,
যেনবা ভবতি সুখ জাতং শ্রীরাধে—

(যেনবা ভবতি সুখ যাতে তুমি সুখী হও রাই, আমায় সেই দণ্ড কর যাতে তুমি সুখী হও রাই)

যেনবা ভবতি সুখ জাতং শ্রীরাধে—

ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং,

ত্বমসি মম ভবজলধি রত্নং।

ভবতু ভবতিহ ময়ি, সতত মনু রোধিণী,

তত্র মম হৃদয় মতি যত্নং।

পদার্থ—

তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার সংসার সাগরের রত্নস্বরূপ। তুমি সতত আমার অনুরাগিনী থাক ইহাই আমার বাসনা।

পদ ও আখর—

ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং,

ত্বমসি মম ভব জলধি রত্নং শ্রীরাধে—

(ত্বমসি মম ভব জলধি আমার সাগর সেঁচা মাণিক তুমি, আমি তোমারই আন জানিনা হে আমার সাগর সেঁচা মাণিক তুমি)

ত্বমসি মম ভব জলধি রত্নং শ্রীরাধে—

ভবতু ভবতিহ ময়ি, সতত মনু রোধিনী,

তত্র মম হৃদয় মতি যত্নং শ্রীরাধে—

(তত্র মম হৃদয় আমার তোমাতে হৃদয় যত্নবান, আমি তোমারই আন জানিনা হে তোমাতে হৃদয় যত্নবান)

তত্র মম হৃদয় মতি যত্নং শ্রীরাধে—

নীল নলিনাভ মপি, ভন্বিতব লোচনং
ধারয়তি কোকনদ রূপং।
কুসুম শরবাণ, ভাবেন যদি রঞ্জয়সি,
কৃষ্ণমিদ মেতদনু রূপং।

পদার্থ—

হে কৃশাঙ্গি, তোমার নীল নলিন সদৃশ নয়নদ্বয় রক্ত পদ্মের ন্যায় লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। তুমি তোমার আরক্ত নয়নের কটাক্ষ দ্বারা আমার কৃষ্ণ কলেবরকে রঞ্জিত কর।

পদ আখর—

নীল নলিনাভ মপি তন্বিতব লোচনং
ধারয়তি কোকনদ রূপং শ্রীরাধে—
(ধারয়তি কোকনদ তোমার কেন আঁখি অরুণ হ'ল, ওযে নীলোৎপলের আভাছিল কেন আঁখি অরুণ হ'ল)
ধারয়তি কোকনদ রূপং শ্রীরাধে—
কুসুম শরবাণ, ভাবেন যদি রঞ্জয়সি,
কৃষ্ণমিদ মেতদনুরূপং।
স্ফুরতু কুচ কুম্ভয়ো, রূপরি মণিমঞ্জরী,
রঞ্জয়তু তব হৃদয় দেশং।
রসতু রসনাপি তব, ঘনজঘন মণ্ডলে,
ঘোষয়তু মন্মথ নিদেশং।

পদার্থ—

তোমার মণিময় হার কুচ কুম্ভোপরি দোদুল্যমান হইয়া তোমার হৃদয় শোভা বর্দ্ধিত করুক! তোমার চন্দ্রহার ঘন নিতম্বদেশে ফলিত হইয়া মদনের আজ্ঞা প্রচারিত হউক।

স্থল কমল গঞ্জনং, মম হৃদয় রঞ্জনং,
জনিত-রতি-রঙ্গ পরভাগং।
ভন মসৃণ বাণী, করবাণী চরণদ্বয়ং,
সরস-লস দলক্তক রাগং।

পদার্থ—

আমাকে অনুমতি দাও আমি এই মদনের সহায় স্থল পদ্মের গঞ্জনাকারী আমার হৃদয় রঞ্জন তোমার চরণদ্বয় সরস অলক্তক রাগে রঞ্জিত করি।

স্মর গরল খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং,
দেহিপদপল্লবমুদারং।
জলতি ময়ি দারুণো, মদনকদনানলো,
হরতু তদুপাহিতং বিকারং।

পদার্থ—

হে প্রিয়ে! তোমার রমণীর পদপল্লব ভূষণ স্বরূপ আমার মস্তকে অর্পণ কর, তাহাতে কেবল আমার মস্তকের শোভা হইবে এমন নহে, যে অনঙ্গ রূপ গরল আমাকে জর্জ্জরিত করিতেছে তাহারও খণ্ডন হইবে।

দেখ মদন যাতনারূপ নিদারুণ অনল আমাকে দহন করিতেছে, তোমার চরণ স্পর্শে সেই দাহজনিত বিকার দূর করুক।

পদ ও আখর—

স্মর গরল খণ্ডনং, মম শিরসি মণ্ডনং

দেহিপদপল্লবমুদারং শ্রীরাধে—

(দেহিপদপল্লব যুগল চরণ আমার মাথায় দাও রাই, যদি অপরাধী হয়ে থাকি যুগল চরণ আমার মাথাও দাও রাই)

দেহিপদপল্লবমুদারং শ্রীরাধে—

জলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো

হরতু তদুপাহিত বিকারং শ্রীরাধে —

ইতি চটুল চাটু পটু, চারু মুর বৈরিণো,

রাধিকা মধি বচন জাতং।

জয়তি পদ্মাবতী. রমণ জয়দেব কবি,

ভারতী ভনিত মতি শাতম্।

পদার্থ—

পদ্মাবতী পতি শ্রীজয়দেব রচিত অশেষ সুখদায়ক শ্রীরাধার পতি শ্রীকৃষ্ণের এই চাটুকর অভিমান হরণে কুশল, মোহন বাক্যাবলী জয়যুক্ত হউক।

পদ ও আখর—

জয়তি পদ্মাবতী রমণ জয়দেব কবি,

ভারতী ভণিত মতি শাতম্। আরে কিবা—

(ভারতী ভণিত বলি পদ্মাবতীর জয় হোক, আমি তোমা হতে ধন্য হ'লাম পদ্মাবতীর জয় হোক্)

ভারতী ভণিত মতি শাতম্॥

———

মিলন

১৮। কি ছার দারুণ মানের লাগিয়ে
বঁধুরে হারায়েছিলাম,
শ্যামল সুন্দর রূপ মনোহর
পরশে পরাণ পেলাম।

(বঁধু আর কার আছে, এমন বঁধু আর কার আছে, সখিগো আমার বঁধুর মত এমন বঁধু আর কার আছে)

পরশে পরাণ পেলাম॥
তোরা সখীগণ করাহ সিনান,
পঞ্চগব্য দিয়ে শিরে,
আমার বঁধুর, যত অমঙ্গল,
সকল যাউক দূরে।

(সব দূরে যাকগো, অমঙ্গল সব দূরে যাকগো, আমার বঁধুর অমঙ্গল সব দূরে যাকগো)

সকল যাউক দূরে॥
শ্রীমধু মঙ্গলে, আনি কুতূহলে,
ভুঞ্জাহ ওদন দধি,
হারাণ রতন, পুনহ মিলল,
সদয় হইল বিধি।

(বিধি সদয় হ'ল, আমার ভাগ্যে বিধি সদয় হ'ল, হারাণ রতন ফিরে পেলাম আমার ভাগ্যে বিধি সদয় হ'ল)

সদয় হইল বিধি।

নিজ সুখ রসে, পাপিনী পরশে,
না জানি পিয়াক সুখ,
কহে চণ্ডীদাস, এ লাগি আমার
মনেতে উঠয়ে দুখ।

(দুঃখ কারেবা বল্‌ব, মনের দুঃখ কারেবা বল্‌ব, মন জানে আর গোবিন্দ জানে মনের দুঃখ কারেবা বল্‌ব)

মনেতে উঠয়ে দুখ॥

নিবেদন

১৯। কানু কহে রাই, কহিতে ডরাই,
ধবলী চরাই আমি।
রাখালিয়া মতি, কি জানি পিরীতি,
প্রেমের পসরা তুমি।

(প্রেমের কিবা জানি, তোমার প্রেমের কিবা জানি, আমি রাখাল বইত নইহে তোমার প্রেমের কিবা জানি)

প্রেমের পসরা তুমি॥

জগতে কাহার, না হই অধীন,
জগতে কাহার না ধারি।
প্রেমধন মোরে, দিয়েছ কিশোরী,
তার শোধ দিতে নারি।

(শোধা হ'লনা ধনি, ঋণ শোধা হ'লনা ধনি, তোমার প্রেম ঋণ কাল অঙ্গে শোধা হ'লনা ধনি তার শোধ দিতে নারি)

প্রেমের তুমি মহাজন, যে কর র্ভৎসন,

সুধা সম মোহে লাগে।

মোর নাগরালি, বাঢ়ালে কিশোরী,

পিরীতি রসভ আগে।

(রসভ বাড়ালে ধনি, আমার প্রেম রসভ বাড়ালে ধনি, তুমি আমার প্রেমের গুরু প্রেম রসভ বাড়ালে ধনি)

পিরীতি রসভ আগে ॥

তোমার ঋণ সে, শোধিতে নারিলাম,

প্রেম অনুরাগ বিনে।

কান্ত কহে কানু, গৌরাঙ্গ হইলে,

খালাস পাইবে ঋণে।

(যেদিন গৌর হবেহে, নদেয় গিয়ে যেদিন গৌর হবেহে, কাল তেজে যেদিন গৌর হবেহে, সেইদিন ঋণে খালাস পাবে, নদেয়ে গিয়ে যেদিন গৌর হবেহে)

খালাস পাইবে ঋণে ॥

রাসলীলা

শ্রীগৌরচন্দ্র

১। দেখ দেখ গৌরবর রসরাজ।

পারদ পূর্ণিমা, রজনী উজোর,

নটন কিরিতন মাঝ ॥

রাস-রস-ভাব, বিভাবিত অন্তর,

ললিত মন্থর পাদ।

বরজ সুন্দরী, চরণ চারণ,
ভঙ্গী করু অনুবাদ ॥
গান সুমধুর, তাল ধ্রুব আদি,
বচন তৈছন ভাণ।
নবীন কামক, বচন কৌশল,
ভকতগণ মন মান ॥
রাধা মোহন, চিতহি শোভন,
ও পদ নিতি নিতি জাগউ।
কলিকাল কাশার মরণ ফাফর,
শমন ভয় পুনঃ জাগউ ॥

২। শরদ চন্দ পবন মন্দ, বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ, ফুল্ল মল্লিকা, মালতী যূঁথী, মত্ত মধুকর ভোরনী। হেরত রাতি, ঐছন ভাতি, শ্যাম মোহন মদনে মাতি, মুরলী গান, পঞ্চম তান, কুলবতী চিত চোরনী ॥ শুনল গোপী, প্রেমহি রোপি, মনহি মনহি আপনা সোঁপি, তাহি চলত, যাহি বোলত মুরলীক কল-কলনী। বিছুরী গেহ, নিজহি দেহ, এক নয়ানে কাজর রেহ, বাহে রঞ্জিত, কঙ্কণ এক এক কুণ্ডল দোলনী ॥ শিথিল ছন্দ, নীবিক বন্ধ, বেগে ধাওত যুবতীবৃন্দ, খসন বসন, বসন চেলি, গলিত বেণী লোলনী। ততহিঁ বেলি, সখীনী মেলি, কেহ কাহুক পথ না হেরি, ঐছনে মিলন, গোকুল চন্দ, গোবিন্দ দাস বোলনী ॥

৩। বাজে বাজে বলয়া। পহিল বাজে বলয়া॥ নূপুর মণি কিঙ্কিণী কর কঙ্কণা। নাগর সঞে, নাচত কত, যুথ যুথ অঙ্গনা॥ ততহি তাল, মৃদঙ্গ ভাল, মধুর মধুর বোলনা। ধোগরন্ ধোগ্‌গা, তীঝেঁনা তীঝে তিনি তিনি, না লঘু বাজনা॥ তাগরণ ধোগ গা' তিনি তিনি তিনাং তিনাং, তিগর ধোগ্‌গা তিনি তিনি তিনাং না, গুরু বাজনা। ঝেঁনা ঝেঁঝ খিটিতা, তাঁধে খিটিতা ধোগ্‌গা তিনিতা॥ ঘিনিতা ঘেনাং গরণ তিন্দা, তী ঝাঁ অতি গুরু বাজনা। ততহি যন্ত্র, বোলত মন্ত্র, অতিশয় ধ্বনি শোহনা॥ থোরণ রগলগ, ঝিগিতক ঝিগিলক, নিগিঝাঁ ধেনং ইহ সুলহ বোলনা। রাধামোহন, রচিত রাস ততহি কতহুঁ লোভনা॥

৪। চৌদিকে চারু, অঙ্গনা বেড়ি, রঙ্গিণী কত গাওনী। তা তা থৈয়া থৈয়া বোলনী॥ মাঝে বিরাজে শ্যাম সুঘড় শিরোমণি। কিঙ্কিণী কিনি বোলনা॥ তাগরনা ধোগ্‌গা, ঘেটিতা ঘেটিতা, ঘেনে ঘেটি তিনাং। তিন্ত ঘটিত ঘনাং, গরণ ঘেনা, তিনিতা খিটিতঘং তীগর ঝাং॥ বর্ণিত রাস বিদ্যাপতি সুর। রাধামোহন দাস রসপুর॥

৫। কাঞ্চন মণিগণে, জনু নিরমালয়, রমণী মণ্ডল সাজ। মাঝহি মাঝ, মহামর কত সম, শ্যামর নটবর রাজ॥ ধনি ধনি অপরূপ রাস বিহার। থির বিজুরী সঞে, চঞ্চল জলধর, রস বরিখয়ে অনিবার॥ কত কত চান্দ, তিমির পর বিলসই, তিমিরহি কত কত চান্দে। কনক লতায়ে, তমালহুঁ কত কত, দুহুঁ দুহুঁ তনু তনু বান্ধে॥ কত কত

পদ্মিনী, পঞ্চম গায়ত মধুকর ধরু শ্রুতি ভাষ। মধুকর মেলি কত, পদ্মিনী গায়ত, মুগধল গোবিন্দ দাস ॥

৬। দেখবি ইহ, রাস-রঙ্গ শ্যাম সুখক সাধিকা। বিবিধ যন্ত্র, যুবতী বৃন্দ, ততহি অধিক রাধিকা ॥ শ্যাম অঙ্গ সঙ্গ রঙ্গ, প্রমোদ আকুল, ইন্দিয় সঙ্ঘ, গোপনারী ভোরনী। কেশ বেশ কণ্ঠমাল, কুছক কঞ্চুক নহ সম্ভাল, তৈছন পট-বাসিনী ॥ দেখত বেকত মনক হারী, কামহি ভুলল দেবনারী, সগণ চন্দ মোহিনী। যতহুঁ হেম বরণ নারী, সবহুঁ পাশগত মুরারি, যোগমায়াক জোরনী ॥ কোই কাহক লখনা পার, পিরীতিক রীতি রতি বিহার, ঘাম করহি মোছনি। রাস রসিক গণক গান, জনহি জনহি ধরল মান, চারুহাস শোহনি ॥ ততহি সবহুঁ জনহুঁ কেলি বলহি ভ্রমণ পুনহি মেলি, করিহুঁ জৈছন করিনী। চান্দ কাঁতি সকল রাতি, সফল কয়ল ঐছন ভাঁতি, নবীন কাম মোহিনী ॥ সুখহি সুখহি নাহিক পর, কোই কাহুক না পারু ছোড়, দৈবগেহ গামিনী। রাধামোহন রচিত রাস, জলহি কেলি বন বিলাস, সহৃদয় হৃদ তোষণী ॥

৭। রাস জাগরণে, নিকুঞ্জ ভবনে,
আলুঞা অলস ভরে।
শুতলি কিশোরী, আপনা পাসরি,
পরাণ নাথের কোরে ॥

সখি, হের দেখসিয়া বা।
নিন্দ যায় ধনি চান্দ বদনী,
শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা॥
নাগরের বাহু, সিথান করেছে,
বিথান বসন-ভূষা।
নাসার নিশাসে, বেশর তুলিছে,
হাসিখানি তাহে মিশা॥
পরিহাস করি, নিতে চাহে হরি,
সাহস না হয় মনে।
ধীরি করি বোল, না করিহ রোল,
দাস জগন্নাথ ভণে॥

৮। আলসে শুতল দোঁহে মদন-শয়ানে।
উরে উর দোঁহে দোঁহার বয়ানে বয়ানে॥
দুহুঁক উপরে দোঁহে দুহুঁ শির রাখি।
কনয়া জড়িত জনু মকরত কাঁতি॥
রতি রসে পণ্ডিত নাগর কান।
রতিরণে পরাভব ভেল পাঁচ-বাণ॥
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু গায়।
নরোত্তম দাস করু চামরের বায়॥

কুঞ্জভঙ্গ

শ্রীগৌরচন্দ্র

১। রজনীক শেষে, জাগি শচীনন্দন,
শুনইতে অলি পিকরাব।
সহজহি নিজ ভাবে, গরগর অন্তর,
তঁহি উঠ দ্বিতীয় বিভাব॥
বেকত গৌর-অনুভাব।
পূরব রজনী শেষে, জাগি দুহুঁ যৈছন,
উপজল তৈছন ভাব॥
নয়ন কমল জল, অমিয়া বচন খল,
পুলকে ভরল সব অঙ্গ।
হরিষ বিষাদে, শঙ্কাদি পুন হোয়ত,
কোকহ ভাব-তরঙ্গ॥
ঐছন অনুদিন, বিহরে নদীয়া পুরে
পূরুবের ভাব পরকাশ।
সো অনুভব কব, মঝু মনে হোয়ব,
কহে রাধামোহন দাস॥

— —

২। শ্যাম সুনাগর, মনোমত কুঞ্জর, ভোরল রস উনমাদে। ননীর পুতলী জনু, গৌরী সুনাগরী, মুরুছলি রতি অবসাদে॥ হরি হরি কৈছে চলব ধনি গেহা। নিধুবন সমর, পরাভব কাতর, শুতলি ভুবরি দেহা॥ ঘন ঘন চুম্বনে, দৃঢ় পরিরম্ভণে, জরজরি পড়িরহু

শয়ানে। অম্বর কেশ, সংবরি নাহি পারই, ছরমহি মুদল নয়ানে॥ নিরদয় নাহ, তবহি নাহি ছোড়ই, বান্ধল তনু ভুজপাশে। ক্ষীণ তনু ডারি, ভোরি হিয়ে শুতল, কি করব বলরাম দাসে॥

৩। মিটল চন্দন, টুটল আভরণ, ছুটল কুন্তল বন্ধ। অম্বর খলিত, গলিত কুসুমাবলী, ধূসর দুহুঁ মুখ চন্দ॥ হরি হরি, অবদুহুঁ শ্যামর গোরি। দুহুঁক পরশ, রভসে দুহুঁ মূরছিত, শুতল হিয়ে হিয়ে লোরি॥ রাইক বাম, জঘন পর নাগর, ডাহিন চরণ অপি। নওল কিশোরী, আগোরি কোরে পহুঁ, ঘুমল মুখে মুখে ঝাঁপি॥ কি এ মদন শর, ভীতহি সুন্দরী, পৈঠল পিয়ে হিয়মাহ। কহ বলরাম, নয়ন ভরি হেরব, করব অমিয় অবগাহ।

৪। নিশি অবশেষে জাগি, সব সখীগণ, বৃন্দাদেবী মুখ চাই। রতিরস অলসে, শুতিরহুঁ দুহুঁজনে, তুরিতহি দেহ জাগাই॥ তুরিতহি করহ পয়াণ। রাই জাগাই, লেহ নিজ মন্দির, যবনাহি হোয়ত বিহান॥ সারী শুক পিক, সকল পক্ষীগণ, সুস্বরে দেহ জাগাই। জটিলা আগমন, সবহু মেলি ডাখই শুনইতে চমকই রাই। বৃন্দার বচনে সকল পক্ষীগণে, মধুর মধুর করু ভাষ। মন্দির নিকটে, ঝারি লেই ঠারহি, হেরত গোবিন্দ দাস॥

৫। বৃন্দাবচনহি উঠই ফুকারই, শুক পিক শারীক পাঁতি। শুনি তঁহি জাগি, পুন দুহুঁ ঘুমল, নায়রী কোরহিঁ জাতি॥ হরি হরি জাগহ নাগর কান। বর পামর বিহি, কিয়ে দুখ দেয়ল, রজনী হোয়ল

অবসান ॥ আপন বাউরী, বরজ মহেশ্বরী, বোলত পুন দধি লোল। শুনইতে কাতর, বিদগধ নাগর, থোর নয়ানযুগ খোল ॥ নাগরী হেরি, পুনহি দিঠি মুদল, পুলক মুকুল ভরু অঙ্গে। বলরাম হেরি, কবহু সুখশায়রে, নিমজব রঙ্গ-তরঙ্গে ॥

৬। উদিতারুণ হসিত মিলন, মুদিত কুসুম চান্দ মলিন,
হত সায়ক, দুখ দায়ক, রতি নায়ক ভাগে।
শুতল থর জলরুহ দল, তড়িত জড়িত জলধর তুল,
মুখ ঝামর, ধনি শ্যামর, নিশি প্রাতর ভাগে ॥
বিগত বসন ভূষণ সাজ, অচেতনে রহু নিলজ রাজ
গিরিধারিম, বহু গারিম বহু কারিম দাগে।
বদন জিতল শরদ ইন্দু, ছরম ঘরম বিন্দু বিন্দু,
নিশি জাগরি, রসসাগরি বরনাগরী আগে ॥
ফুকরত শুকসারিক বহু, কোকিল কুল কুহরই মুহু,
দেখ ভামিনী, গজ গামিনী নহি কামিনী জাগে।
কহ সহচরী শ্রবণ ওর, পরিহরি ধনি হরিক কোর,
কিয়ে দোষব, তব তোষব যব রোষব রাগে ॥
কি হেরসি হাসি শয়ন রঙ্গ, বরনিরমল কুল-কলঙ্ক,
যশধামিনী রুচি দামিনীকুল কামিনী লাগে।
সাজে কবরী ভূষণ বাস, জগদানন্দ নবীন দাস
করু চেতন, শুনি কেতন, চলু বেতন মাগে ॥

৭। রাই জাগ রাই জাগ সারী শুক বলে।
কত নিদ্রা যাও কালা মাণিকের কোলে॥
রজনী প্রভাত হৈল বলিয়ে তোমারে।
অরুণ-কিরণ হেরি প্রাণ কাঁপে ডরে॥
সারী বলে শুন শুক গগনে উড়ি ডাক।
নবজলধরে আনি অরুণেরে ঢাক॥
শুক বলে শুন সারী আমরা পোষা পাখী।
জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাখী॥
বিদ্যাপতি কহে চান্দ গেল নিজ ঠাঞি।
অরুণ কিরণ হবে উঠি ঘরে যাই॥

৮। অলিকুল জাগল, অলিকুল গানে।
চমকিত চাহই চকিত নয়ানে॥
চঞ্চল চিত অতি চললি নিকুঞ্জে।
সুখদ শেজ তঁহি সুকুসুম পুঞ্জে॥
বিগলিত কুন্তল বিগলিত বাসে।
হেরি হেরি সহচরী করু পরিহাসে॥
জাগ জাগ সুন্দরি সুন্দর কান।
দশদিশ নিরমল ভেল বিহান॥
কুমুদিনী তেজি অলি কমলহি গেল।
গুরুজন এতিখেনে বাহির ভেল॥
হাম সব আছি এ তুয়া মুই চাই।
রহই না পারি এ অব ঘরে যাই॥

শুনইতে জাগি রহল দুহুঁ ভোর।
নয়না না মেলই তনু তনু জোর॥
সখীগণ তৈখনে করু অনুমান।
কপট কোটি কত করত ভিয়ান॥
দুহুঁজন জাগল অতি ভয় পাই।
হাসি হাসি শেখর দ্বার খসাই॥

৯। নিজ নিজ মন্দিরে, যাইতে পুনঃ পুনঃ দুহুঁ দুহুঁা বদন নেহারি। অন্তরে উয়ল, প্রেম-পয়োনিধি, নয়নে গলয়ে ঘনবারি॥ মাধব হামারি বিদায় পায়ে তোয়। তোহারি প্রেমসঞে, পুনঃ চলি আয়ব অবদরশন নাহি মোয়॥ কাতর নয়নে, নেহারিতে দুহুঁ দুহুঁা, উথলল প্রেমতরঙ্গ। মূরুছল রাই, মূরুছি পড়ু মাধব, কবে হবে তাকর সঙ্গ॥ ললিতা সুমুখি, সুমুখি করি ফুকরত, রাইক কোরে আগোর। সহচরী কানু, কানু করি ফুকরত, ঢরকত লোচনে লোর॥ কতিগেও অরুণ কিরণ ভয় দারুণ, কতি গেও লোকক ভীত। মাধব ঘোষ, অবহু নাহি সমুঝল, উদভট মুগধ চরিত।

শ্রীযমুনায় নৌকাবিলাস

১। আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ রায়। সুরধনী মাঝে যায়্যা, নবীন নাবিক হয়্যা, সহচর মেলিয়া খেলায়॥ প্রিয় গদাধর সঙ্গে, পুরব রসভ রঙ্গে, নৌকায় বসিয়া করে কেলি।; ডুবু ডুবু করে না, বহয়ে বিষম বা, দেখি হাসে গোরা বনমালী॥ কেহ করে উতরোল,

ঘন ঘন হরিবোল, দুকূলে নদীয়ার লোক দেখে। ভুবন মোহন ন্যায়া, দেখিয়া বিবশ হয়্যা, যুবতী ভুলিল লাখে লাখে॥ জগজন-চিতচোর, গৌর সুন্দর মোর, যে করে তাহাই পরতেক। কহে দীন রামানন্দে, এহেন আনন্দ কন্দে, বঞ্চিত রহিলুঁ মুঞি এক॥

২। দধি ঘৃত পসরা, লেই সব রঙ্গিণী, আওল কালিন্দী তীরে। যমুনা-তরঙ্গ, রঙ্গ হেরি আকুল, পরশ না পায়ই নীরে॥ প্রাবৃট্ সময়ে, উঠয়ে ঘন ঘূর্ণন, গরজন দুকূল পাথার। ঐছন হেরি, কহই সব কামিনী, কৈছনে হোয়ব পার॥ মুখরা সঞে ধনি, রমণী শিরোমণি, বদন পানি তলে নাই। হেরি নাগর বর, হরষিত অন্তর, তরণী লেই চলু ধাই॥ কর্ণধার-বর, চড়িয়া তরণীপর, আওল রাইক পাশ। চড় সভে পরে, উতারব এ ধনি, কিছু নাহি ভাব তরাস॥ এত কহি সবহু, পানি ধরি নাবিক, তরণী উপর সভে লেল॥ জ্ঞানদাস ভণ, লেই রমণীগণ, গহন পানি মাহা গেল॥

৩। সখীগণ সঙ্গ, ছোড়ি যদুনন্দন, চলতহি নাগররাজ। ভাবিনী মনোরথে, চলত বিপিন পথে, সাধিতে মনোরথ কাজ॥ তার শিরোমণি কান। হেরি যমুনার জল, মনমথ উথলল, পুরল মূরলী নিশান। সৃজিল তরণী খানি, প্রবাল মুকুতা আনি, মাঝে মাঝে হীরার গাঁথনি। শিখি পুচ্ছ গুঞ্জছড়া, রজত কাঞ্চনে মোড়া, কোরোয়ালে রজত কিঙ্কিণী॥ তপন তনয়া নীরে, তরণী লইয়া ফিরে, বিদগধ নাগররাজ। গোবিন্দ দাস ভণে, কি আনন্দ হৈল মনে, ঝুনুর ঝুনুর নূপুর বাজ॥

৪। বেলি উছর ভেল বিকি গেল বয়্যা। ঝাট করি নৌকা আন স্নাগরা নায়্যা॥ এবার বাহিয়া চাপাও তবে সে কূল পাই। পার হৈলে দিব কড়ি তোমার দোহাই॥ ভাঙ্গা নৌকাখানি তোমার বেতের বান্ধন। ইহাতেই চাহ দান লক্ষের যৌবন॥ আগা চাপি পসরা থোহ গুড়া চাপি বৈস। একে একে করিব পার যত সখী আইস॥ দেখিয়া যমুনার ঢেউ কান্দে গোপ নারী। পার হৈলে দিব দান লক্ষের কাঁচলি॥

———

৫। রাই কানু যমুনার মাঝে। ফিরয়ে তরণী, জলের ঘূরণী দূরে গেল কুল লাজে॥ কুম্ভীর মকর, মীন উঠত, সঘনে বদন তুলি। হরিষে যমুনা, উথলে দ্বিগুণা, রাই কানু রূপে ভুলি॥ কহয়ে ললিতা, হৈয়া সচকিতা, শুনলো মুখরা বুড়ী। তোহারি কথায়, চড়ি ভাঙ্গা নায়, পরাণ সহিতে মারি॥ মুখরা কহয়ে, যে মাগে কাণ্ডারী, তাহাই করহ দান। এ ভাঙ্গা তরণী, পার হবে এখনি, কেনে বা যাইবে প্রাণ॥ এসব বচন, শুনিয়া কাণ্ডারী, কহই ললিতা পাশে। তোমার সখীর, পরশ মাগিয়ে, বংশী শুনিয়া হাসে॥

———

৬। শুনলো বড়াই বুড়ী, তুমি সে নাটের গুঁড়ি, আনিয়া করিলি পরমাদ। মোর মনে যত ছিল, সকলি বিফল হৈল, দূরে গেল ঘর যাবার সাধ॥ দুকূলে বহিছে বা, কাঁপিছে রাধার গা, নন্দনসুত নবীন কাণ্ডারী। তরণী নবীন নয়, ভার দিতে করি ভয়, ভাঙ্গা নায় বসিতে না পারি॥ হাসি বলে গোবিন্দাই, পার হবে ভয় নাই, অশ্ব গজ কত করি পার। দেবতা গন্ধর্ব্ব কত, পার হৈছে শত শত,

যুবতীর যৌবন কত ভার ॥ শুনি বিনোদিনী রাই, নয়ান ইঙ্গিতে চাই, কানু মন করিলেন চুরি। হাসি হাসি ধীরে ধীরে, ভাঙা তরণীর 'পরে, আঁচল ধরিল যাই হরি ॥ সখীগণ দেখি রঙ্গ, আনছলে দেই ভঙ্গ, রাই কানু রহে একপাশে। কাম-কলহ-বাদ, পূরল মনের সাধ, হরষিতে দেখে বংশীদাসে ॥

৭। এ নব নাবিক শ্যামর চন্দ। কৈছনে তোহারি হৃদয় অনুবন্ধ। তুয়া বোলে গোরস যমুনাহি ঢাব। ফারলু কাঁচলি ডারলু হার ॥ কর অবসর নাহি সিঞ্চইতে নীর। এতখনে তবহুঁ না পাওল তীর ॥ হাম নিরস তুহুঁ হাসি উতরোল। কেহ জীউ তেজই কেহ হরিবোল ॥ এতদিনের কুলবতীর কুলে পড়ু বাজ। চড়ি ইহ নায়ে দূরে গেও লাজ। উঠত কূলে পায়ে যব যে তুহুঁ মাগ। কাহু সঞে মাগি ধরব তুয়া আগ ॥ গোবিন্দ দাস কহ সময়ক কাজ। নাবিক বেতন নায়ক মাঝ ॥

৮। ক্ষীর সর মাখন সহচরী দেল। নাবিক সো সব কিছু নাহি নেল ॥ রাইক আচর ছোড়ি না যায়। সব সখীগণ তবে রচয়ে উপায় ॥ নাবিক কহয়ে বেতন মোর। তবে হাম ছোড়ব আঁচর তোর ॥ কহি কহি চুম্বয়ে রাই বয়ান। পূরয়ে মনোরথ নাগর কান ॥ পূরল মনোরথ আনন্দ ওর। বৃষভানু-নন্দিনী ও নন্দ কিশোর ॥ নিজ নিজ মন্দিরে সভে চলি গেল ॥ বংশীবদন চিতে আনন্দ ভেল।

উত্তর গোষ্ঠ

১। বেলি অবসান, হেরি শচীনন্দন, ভাবহি গদ গদ বোল। কানুক গমন, সময় অবহোলে, শুনিয়ে বেণুক বোল॥ স্বজনি, না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ-বিলাস। প্রেমহি নিমগন, রহতহি অনুখন, কতিহুঁ নাহিক অবকাশ॥ খেনে পুন কহই নিকটই শুনিয়ে অব, ঘন হাম্বা রব রাব। হেরইতে শ্যাম, চন্দ্র অনুমানিয়ে, গোকুল জন যত ধাব॥ ঐছন ভাতি, করত কত অনুভব, যো রসে কৃত অবতার। রাধামোহন পহুঁ সোবর শেখর, তৈছন সতত বিহার॥

২। অবসান হৈলা বেলা, ছাড়িয়া বিপিন খেলা,
শ্রীদাম চলিলা রাম পাশে।
শুন দাদা হলধর, মনে কিছু নাহি তোর,
রাণী কিবা মর‍্যাছে হুতাসে।
রাণীকে বল্যাছ তুমি, সকালে আসিব আমি
ব্রজপুরে লইয়া কানাই।
বিলম্ব হইল বনে, হেন লয় মোর মনে,
মরবহি যশোমতী মাই॥
কানুসে জীবন তার, দোসর নাহিক আর,
তিল আধ না দেখিলে মরে।
দিবস বহিয়া গেল, তবুও দেখিতে নৈল,
কানাই লয়্যা ঝাট চল ঘরে॥

হাঁক ধেণু পূর-বেণু, কোথা আছে ভাই কানু,
বেণু রবে জীবে নন্দরাণী।
পুরুষোত্তম গুণী, শুনিয়া শ্রীদাম বাণী,
হরষিত রাম গুণমণি ॥

৩। ডাকরে শ্রীদাম ভাই, কোথা গেল কানাই,
আমি পাসরিয়া ছিলাম কথা।
আমার ভাগ্যের বশে, তুমি আইলা মোর পাশে,
না জানি কি করিছে বিধাতা ॥
বিরহে আকুল রাণী, কেমন করিছে জানি,
আছে কিনা আছে তার প্রাণ।
যদি জীয়ে নন্দরাণী, তারে দিয়া নীলমণি,
ব্রাহ্মণে করিব ধেনু দান ॥
আমার শপতি রাখ, সকলে কানাই ডাক,
বেণু রবে হাঁকাবে সে পাল।
শুনিয়া শ্রীদাম ধায়, চলিতে না দিশা পায়,
পাছে ধায় সকল রাখাল ॥
কানাই নিকটে ধায়্যা, শ্রীদাম কহিছে গিয়া
দাদা রাম ডাকিতেছে তোরে।
পুরুষোত্তম বোল ধর, সকলে মূরলী পূর,
দিন যায় চল যাই ঘরে ॥

৪। পাল জড় কর শ্রীদাম সান দাও শিঙ্গায়,
সঘনে বিষম খাই নাম করে মায় ॥
আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া,
হেন বুঝি কান্দে মা পথ পানে চায়্যা।
বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে,
মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে।
বলরাম দাস কহে শুনি কানাইয়ের বোল,
সকল রাখাল মাঝে পড়ে উতরোল।

৫। চান্দ মুখে দিয়া বেণু, নাম লৈয়া সব ধেণু,
ডাকিতে লাগিল উচ্চস্বরে।
শুনিয়া কানুর বেণু, ঊর্দ্ধমুখে ধায় ধেনু,
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥
অনুসারে বেণু রব বুঝিয়া রাখাল সব,
আসিয়া মিলিল নিজ সুখে।
যে ধেনু যে বনে ছিল, ফিরাইয়া একত্র কৈল,
চালাইল গোকুলের মুখে ॥
শ্বেত কান্তি অনুপমা, আগে ধায় বলরাম,
আর শিশু চলে ডাহিন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে, ভাল শোভা করিয়াছে,
তার মাঝে নব-ঘন-শ্যাম ॥

ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু, গগনে গোখুর রেণু,
পথে চলে করি কত রঙ্গে।
যতেক রাখালগণ, আবা আবা দিয়া ঘন,
বলরাম দাস চলু সঙ্গে ॥

৬। দূরেতে আওত নাগর রায় যুবতী উমতি উন্নত চায়।
বিরস বদন সরস ভেল, হিয়ার আগুনি তখনি গেল।
হসিত বেকত বচন মিঠ, সজল ছুটল তরল দিঠ।
মুরল খুরলী শুনিতে পাই, অতুল আনন্দে আকুল রাই।
দেখিবারে সব সখীনী আই, উঠলি অট্টালি মিললি রাই।
রতন-আসনে বসিলা সভে, শেখরসভারে সেবয়ে তবে।

৭। বন সঞে আওল নন্দ দুলাল।
গোধূলি ধূসর, শ্যাম কলেবর,
আজানুলম্বিত বনমাল ॥
ঘন ঘন শৃঙ্গ, বেণু রব শুনইতে,
ব্রজবাসিগণ সব ধায়।
মঙ্গল সারি, দীপ করে বধূগণ
মন্দির দ্বারে দাঁড়ায় ॥
পীতাম্বর ধর, জিনি বিধুবর,
নব মঞ্জরী অবতংস।
চূড়া ময়ুর, শিখণ্ডক মণ্ডিত,
বাজই মোহন বংশ ॥

ব্রজবাসিগণ, বাল-বৃদ্ধ-জন,
অনিমিখে মুখশশী হেরি।
ভুখিল চকোর, চান্দ জানু পাওল,
মন্দিরে নাচয়ে ফেরি॥
গোগণ সবহু, গোঠে পরবেশল,
মন্দিরে চলু নন্দলাল।
আকুল পন্থে, যশোমতী আওল,
মোহন ভণিত বসাল॥

৮। গোঠে প্রবেশ, করায়ল গোপগণ, সখীগণ নিজ নিজ মন্দিরে গেল। বৎসক বান্ধি, ছান্দি ধেনুগণ, ঘন ঘন দোহন কেল॥ সুন্দর শ্যামর অঙ্গ। রঙ্গ পটাম্বর, হার মনোহর, গোধূলি ধূসর অঙ্গ॥ নব নব পল্লব, গুচ্ছ সুমণ্ডিত, চূড়ে শিখণ্ডক বেঢ়ল দাম। মকরাকৃতি মণি, কুণ্ডল দোলনি, হেরই চমকি পড়য়ে কত কাম॥ বনফুল মাল; বিরাজিত উরপর, কিঙ্কিণী-রণরণি নূপুর পায়। গোবিন্দ দাস পহুঁ, জগমন মোহন, ব্রজ রমণীগণ, হরষিত তায়॥

৯। নন্দদুলাল বাছা যশোদা দুলাল,
এতক্ষণে মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল।
রতন প্রদীপ লয়্যা আইলা নন্দরাণী,
গদ গদ কণ্ঠ না নিকসয়ে বাণী।
কোরে লৈয়া নিরখিয়ে যুগল পাণি,
এক দিঠে দেখে রাঙ্গা চরণ দু'খানি।

নেতের অঞ্চলে রাণী মোছে হাত পা।
তোমার নিছনি নিয়ে মরি যাউক মা।
কহে বলরাম নন্দরাণী কুতূহলে।
কত কত চুম্ব দেয় বদন কমলে।

বিদায় গোষ্ঠ

শ্রীগৌরচন্দ্র

১। আজুরে গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল
ধবলী সাঙলি বলি সঘনে ডাকিল॥
শিঙ্গা বেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি।
হৈ হৈ করিয়া গোরা ফিরায় পাঁচনী॥
রমাই স্নুন্দরানন্দ প্রভুর সঙ্গে নিত্যানন্দ
গৌরীদাস অভিরাম সভার আনন্দ॥
বাস্নুদেব ঘোষ কহে মনের হরিষে।
গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদ করিল প্রকাশে॥

২। আওত শ্রীদামচন্দ্র, রঙ্গিয়া পাগড়ী মাথে।
তোক অর্জ্জুন, অংশুমান, দাম বস্নুদাম সাথে॥
কটি কাছনি, বঙ্কিম ধটি, বেণুবর বাম হাতে।
জিতি কুঞ্জর, গতি মন্থর, ভ্যায়্যা ভ্যায়্যা বলি ডাকে॥
গলে লম্বিত, গুঞ্জমালা, ভুজে অঙ্গদবালা।
গো-ছান্দহ, ডোরি কান্ধহি, কাণে কুণ্ডল খেলা॥

স্ফুট চম্পক দল নিন্দিত, উজ্জ্বল তনু শোভা।
পদ পঙ্কজে, নূপুর বাজে, শেখর মনোলোভা॥

৩। শ্রীদাম যাইয়া কহে নন্দের নন্দনা।
বুঝিতে না পারি কানাই তোমার মন্ত্রণা॥
তুমি রৈলা ঘরে বসি মাঠে গেল পাল।
উনমত হয়ে বেড়ায় যতেক রাখাল॥
আগে যত চালাই ধেণু পাছু পানে ধায়।
না হেরই চান্দমুখ, না হেরে তোমায়॥
হ্যাদেরে কানাই ভাই তোর সঙ্গ চাই।
ক্ষুধা হৈলে গহন কাননে খাইতে পাই॥
মরিলে না মরি কত আপদ এড়াই।
জনমে জনমে পাই তোমা হেন ভাই॥
তোমা ছাড়া মায়ের কোলেতে শুয়্যা থাকি
ঘুমাইতে কানাই কানাই বলি ডাকি॥

৪। ওগো মা আজি আমি চরাব বাছুর।
পরাইয়া দেহ ধড়া মন্ত্র পড়ি বান্ধড়ে
চরণেতে পরাহ নূপুর॥
অলকা তিলকা ভালে বনমালা দেহ গলে
শিঙ্গা বেত্র বেণু দেহ হাতে।
শ্রীদাম সুদাম দাম সুবলাদি বলরাম
সবাই দাঁড়াঞা রাজপথে॥

বিশাল অর্জ্জুদ জান রুক্মিণী অংশুমান
সাজিয়া সবাই গোঠে যায়।
গোপালের কথা শুনি সজল নয়নে রাণী
অচেতনে ধরণী লোটায়॥
চঞ্চল বাছুর সনে কেমনে ধাইবি বনে
কোমল ছু'খানি রাঙা পায়।
বিপ্রদাস ঘোষে বলে এ বয়সে গোঠে গেলে
প্রাণ কি ধরিতে পারে মায়॥

———

৫। শ্রীদাম কহিছে বাণী শুন ওগো নন্দরাণী
নিতি নিতি যাই মোরা বনে।
যতেক রাখাল মেলি মাঝে রাখি বনমালী
ধেনু বৎস চরাই কাননে॥
মোহন মুরলী স্বরে নানা ছান্দে গান করে
ভুবন ভুলায় সেই রবে।
শুনিয়া মুরলী রব দিব্য মূর্ত্তি লোক সব
আসি দরশন করে সবে॥
হংসের উপরে চড়ি চতুর্ম্মুখে মন্ত্র পড়ি
স্তব করে কানাইয়ের চারি পাশে।
তারপরে এক রথে ঐরাবতে বজ্র হাতে
দেখি মোরা পলাই তরাসে॥
ক্ষিপ্ত প্রায় একজন বৃষ পৃষ্ঠে আরোহণ
শিঙ্গা ডম্বুর নিশান

শিরে জটা ত্রিলোচন ভস্ম অঙ্গে বিভূষণ
সদাই জপয়ে রাম নাম ॥
তার বামে এক নারী তুলনা দিবার নারি
রূপে অন্ধকার নাশ করে ।
স্বর্ণকান্তি শশিমুখী ভালে শোভে তিন আঁখি
কোলে করি রহে গিরিধরে ॥
কালে লঞা গিরিধরে ননী খাওয়ায় দশ করে
কতই ননী খায় তার করে ।
বলে ওরে বাছা কানু আনন্দে চরাও ধেনু
কাননে নাহিক ভয় তোরে ॥
এ দাস শ্রীদাম কয় মা তুমি কর না ভয়
কানু গেলে যত সুখ পাই ।
শীতল তরুর ছায় বসিয়া মুরলী বায়
মোরা সবে ধবলী চরাই ॥

৬। বলরাম তুমি নাকি গোপাল লৈয়া বনে যাইছ ।
যারে চিয়াইয়া দুগ্ধ পিয়াইতে নারি
তারে তুমি গোঠে সাজাইছ ॥
বসন ধরিয়া হাতে ফিরে গোপাল সাথে সাথে
দণ্ডে দণ্ডে দশবার খায় ।
এ হেন দুধের ছাওয়াল বনে বিদায় দিয়া
দৈবে মরিবে বুঝি মায় ॥

জনম ভাগ্য করি আরাধিয়া হরগৌরী
তাহে পাইলাম এ দুঃখ পাসরা।
কেমনে ধৈরজ ধ'রে মায় কি বলিতে পারে
বনে বাউক এ দুঃখ কোঙরা॥

৭। নন্দরাণীগো মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
বেলি অবসান কালে গোপাল আনি দিব কোলে
তোর আগে কহিনু নিশ্চয়॥
সোঁপি দেহ মোর হাতে আমি লইয়া যাব সাথে
যাচিয়া খাওয়াব ক্ষীর ননী।
আমার জীবন হৈতে অধিক জানিয়া গো
জীবনের জীবন নীলমণি॥
সকলে পালিব ধেনু বাজাইয়া শিঙ্গা বেণু
গোচারণ শিখাব ভাইয়েরে।
গোপ-কুল উতপতি গোধন-চারণ বৃত্তি
বসিয়া থাকিতে নাহি ঘরে॥
শুনিয়া বলাইর কথা মরমে পাইয়া ব্যথা
ধারা বহে অরুণ নয়ানে।
এ দাস শিবাই বলে রাণী ভাসে প্রেমজলে
হেরইতে কানাইর বয়ানে॥

———

৮। কান্দিয়া সাজায় নন্দরাণী।
হেরি হলধর পানে ধারা বহে তু'নয়নে
মুখে নাহি নিঃসরে কিছু বাণী ॥
অলকা তিলকা দিতে মুখ ঘামে আচম্বিতে
দেখিয়া বিভোর যশোমতী।
নারিল পাঠাতে বনে দেখিয়া সে মুখপানে
শিশুগণে করয়ে মিনতি ॥
স্তন-ক্ষীরে আঁখি-নীরে বসন ভিজিয়া পড়ে
বেশ বানাইতে কাঁপে কর।
কান্দি গদ গদ কহে আজি রাখি যাহ সবে
শূন্য না করিহ মোর ঘর ॥

৯। আভরণ পরাইতে আভরণের শোভা।
প্রতি অঙ্গ চুম্বাইতে মনে হয় লোভা ॥
বান্ধিয়া বিনোদ চূড়া নিরখিতে কেশ।
আঁখি যুগ ঝর ঝর না হইল বেশ ॥
পরাইতে নারে রাণী রঙ্গ পীত ধড়া।
ক্ষীণ মাজা দেখি ভয়ে ভাঙ্গি পরে পারা ॥
পরাইতে নূপুর কমল সে চরণ।
নারিনু বিদায় দিতে কহে ঘন ঘন ॥
স্তন-ক্ষীরে ভিজিল রাণীর সব বাস।
নিছনি লইয়া মরু ঘনরাম দাস ॥

১০। গোপাল সাজাইতে নন্দরাণী না পারিল।
যতনে কানাইর চূড়া বলাই বান্ধিল॥
অঙ্গদ বলয় হার শোভিয়াছে ভাল।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে গলে গুঞ্জহার॥
পীত ধড়া আঁটিয়া পরায় কটিতটে।
বেত্র মুরলী হাতে শিঙ্গা দোলে পিঠে॥
ললাটে তিলক দিল শ্রীদাম আসিয়া।
নূপুর পরায় রাঙা চরণ হেরিয়া॥
ঘনরাম দাসে বলে কান্দিতে কান্দিতে।
অমনি রহিল রাণী বদন হেরিতে॥

১১। বিপিন গমন দেখি হৈয়া সকরুণ আঁখি
কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী।
গোপালেরে কোলে লৈয়া প্রতি অঙ্গে হাত দিয়া
রক্ষা মন্ত্র পড়য়ে আপনি॥
এ দু'খানি রাঙ্গা পায় ব্রহ্মা রাখিবেন তায়
জানু রক্ষা করু দেবগণ
কটি তট সুজঠর রক্ষা করু যজ্ঞেশ্বর
হৃদয় রাখুন নারায়ণ॥
ভুজ যুগ নখাঙ্গুলী রক্ষা করু বনমালী
কণ্ঠ মুখ রাখ দিনমণি।
মস্তক রাখুন শিব পৃষ্ঠ দেশ হয়গ্রীব
অধঃ উৰ্দ্ধ রাখুন চক্রপাণি॥

জল স্থলে গিরিবনে রাখিবেন জনার্দ্দনে
দশদিকে দশদিক্ পাল।
যত শত্রু হউক মিত্র রক্ষা করু সর্ব্বত্র
নহে তুমি হও তার কাল॥
এই সব মন্ত্র পড়ি প্রতি অঙ্গে হস্ত ধরি
গোময়ের ফোঁটা ভালে দিল।
এ দাস মাধব কয় নন্দরাণী প্রেমময়
বলরামের হাতে সমর্পিল॥

১২। যায় পদ রহিয়া রহিয়া রহিয়া গো।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পায় রহি রহি চলি যায়
যায় পদ রহিয়া রহিয়া রহিয়া গো॥
বুঝি উহার কেউ আছে আসিতেছে পাছে পাছে
তাতেই চাইছে ফিরিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া গো।
শ্রীদাম টানে বন পানে রাণী টানে ঘর পানে
রাই টানে নয়নে নয়নে নয়নে গো॥
যদি ব্রজের বালক হৈতাম তবে উহার সঙ্গে যেতাম
মাঝে যেতাম নাচিয়া নাচিয়া নাচিয়া গো।
হায় মোরা কি করিলাম নবনী পাসরি এলাম
খানিক রাখতাম ননী দেখায়ে দেখায়ে দেখায়ে গো।
রবি বড় তাপ দিছে চাঁদ মুখ ঘামিয়াছে
অলকা তিলক যায় ভাসিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া গো।

হেন মনে উঠে দয়া মেঘ হয়ে করি ছায়া
তার ছায়ায় যেতো জুড়ায়ে জুড়ায়ে জুড়ায়ে গো ॥

দান-লীলা

(প্রকারান্তর)

ভস্যু শ্রীগৌরচন্দ্র

১। সোঙরি পূরব লীলা ত্রিভঙ্গ হইয়া।
মোহন মুরলী গোরা অধরে লইয়া ॥
মুরলীর রন্ধ্রে ফুঁক দিয়া গোরাচাঁদ।
অঙ্গুলী চালাঞা করে সুললিত গান ॥
নগরের লোক যত শুনিয়া মোহিত।
সুরধনী তীরে তরু লতা পুলকিত ॥
ভুবন মোহন গোরা মুরলীর স্বরে।
বাসুদেব ঘোষ ইথে কি বলিতে পারে ॥

———

২। কে যাবে কে যাবে বড়াই ডাকে উচ্চৈঃস্বরে
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল মথুরায় বেচিবারে ॥
সাজাইয়া পসরা রাই দিল দাসীর মাথে।
চলিলা মথুরার দিকে রঙ্গিয়া বড়াই সাথে ॥
পথে যাইতে কহে কথা কানু পরসঙ্গ।
প্রেমে গর গর চিত পুলকিত অঙ্গ ॥

নবীন প্রেমের ভরে চলিতে না পারে।
লাচঞ্চ হরিণী যেন চৌদিকে নেহারে॥
হের কি দেখিয়ে বড়াই কদম্বের তলে।
তড়িত জড়িত যেন নব জলধরে॥
তাহার উপরে শোভে নব ইন্দ্র ধনু।
বড়াই বলে চিনি না নন্দের বেটা কানু॥
মথুরার দিকে যাইতে আর পথ নাই।
পাতিয়া মঙ্গল ঘট বসেছে কানাই॥

৩। কপট দানীর ছলে বসিয়া রৈয়াছে।
এ পথে কেমনে যাবে দানী ছোঁয় পাছে॥
এমন হইবে বলে আমি ত না জানি।
মথুরার দিকে যাইতে পথে মহাদানী॥
বিকি শিখাইব বলি লৈয়া আইলে সাথে
আসিয়া সঁপিয়া দিছ রাখালের হাতে॥

৪। কোথা যাও গোয়ালিনী কোথা তোমার ঘর
কিসের পসরা দাসীর মাথার উপর॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল পসরা আমার।
কে তুমি তোমার বোলে ওলাব পসার॥

৫। কবরী ভয়ে চামরী গিরি-কন্দরে
মুখ ভয়ে চান্দ আকাশে।
হরিণী নয়ন ভয়ে স্বর ভয়ে কোকিল
গতি ভয়ে গজ বনবাস॥
সুন্দরি কহে মোরে সম্ভাষি না যাসি।
তুয়া ভয়ে ইহ সব দূরহি পলায়ল
তুহুঁ পুনঃ কাহে ডরাসি॥
কুচ ভয়ে কমল কোরক জলে মুদি রহু
ঘট পরবেশে হুতাশে।
দাড়িম শ্রীফল গগনে বাস করু
শম্ভু গরল করু গ্রাসে॥
ভুজ ভয়ে কনক মৃণাল পঙ্কে রহু
কর ভয়ে বিশলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐছন
কহব মদন পরতাপে॥

৬। বাঁন্ধিয়া চিকণ বনফুল তাহে বেড়া
গুঞ্জ মালা তাহে বনি সোণা।
গোঠে থাক ধেনু রাখ আপনা নাহিক দেখ
বড় হেন বাসহ আপনা॥
ওহে কানাই বিষয় পাইয়া হৈলে ভোলা।

আঁখি মটকিয়া হাস আপনা কেমন বাস
আন হেন নহি যে আমরা ॥
গায়ের গরবে তুমি চলিতে না পার জানি
রাজপথে কর পরিহাস।
রাজ ভয় নাহি মান কংস-দরবার জান
দেখি কেনে নহ এক পাশ ॥
চতুরে চাতুরী কত আর কহ অবিরত
কাঁচ কাঞ্চনের সমান।
জ্ঞানদাস কহে হিয়ায় করিয়া লহ
কাঁচ নহে কষটি পাষাণ ॥

৭। ওহে কানাই এ বুদ্ধি শিখিলা কার ঠাঞি।
পরের রমণী দেখি সঘনে ফিরাও আঁখি
দৃঢ় জনার হাতে ঠেক নাই ॥
আন্ধার বরণ গা ভূমিতে না পড়ে পা
কি গরবে ঘন ঘন হাস।
বনে বনে চরাও গাই আপনাকে চিন নাই
হায় ছি ছি লাজ নাহি বাস।
পেছ রাখি পর ধড়া টেরা করি বান্ধ চূড়া
কাণে গোঁজ বন ফুল ডাল।
দিগর লইয়া সাথী বনে ফির নানা ভাঁতি
বেচাইবে ব্রজরাজের পাল ॥

বনে আছে ফুল গুলা তাহা তুলি পর মালা
গায়ে সদা রাঙ্গামাটি মাখি।
এত বেশ ভূষায় কিবা পরনারী ভুলাইবা
বংশীদাসের মনে দেয় সাথী ॥

৮। কি কহিলে বিধুমুখি আমি মাঠে ধেনু রাখি
পুরুষে সকলি শোভা পায়।
রাজার নন্দিনী হয়ে দধির পসরা লয়ে
মাঠে হাটে কে ধেয়ে বেড়ায় ॥
পদ্মগন্ধ উড়ে গায় মধু লোভে অলি ধায়
অপরূপ শোভা আহীরিণী।
দেখিতে চাঁদের সাধ কোটীকাম উনমাদ
নিরুপম অমিয়া নিছনী ॥
তোমার নিজ পতি যে কেমনে ধরেছে দে
তোমারে পাঠায়ে দিয়ে হাটে।
এমন রূপসী যদি মোরে মিলাইত বিধি
বসায়ে রাখিতাম সোণার খাটে ॥
কানু কহে শুন রাই যে পুরুষের ধন নাই
ধন ধর্ম্ম সকলি কপালে।
যদুনাথ কহে এবে দূরে বিকে কেন যাবে
বিকি কিনি কর তরুমূলে ॥

৯। হেদেলো বিনোদিনি এ পথে কেমনে যাবে তুমি।
শীতল কদম্ব তলে বৈসহ আমার বোলে
সকলি কিনিয়া নিব আমি ॥
এ ভর দুপুর বেলা তাঁতিল পথের ধূলা
কমল জানিয়া পদ তোরি।
রোদে ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড় দুঃখ
শ্রম ভরে আউলাইল কবরী ॥
অমূল্য রতন সাথে গোঙারের ভয় পথে
লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া।
তোমার লাগিয়া আমি এই পথে মহাদানী
তিল আধ না যাও ছাড়িয়া ॥

১০। কি লাগিয়া আইলা দূরদেশে।
তোমার সহজ রূপ কাম হেরি কান্দে হে
ভুবন ভুলল ও না বেশে ॥
আইস বৈস মোর কাছে বৈসহ মিলায় পাছে
বসনে করিয়ে মন্দ বায়।
এ দু'খানি রাঙ্গা পায় কেমনে হাটিচ তায়
দেখিয়া হাসিছে মোর গায় ॥
কেমন তোমার গুরুজন কি সাধে সাধিল ধন
কেনে বিকে পাঠাইল তোমা।

তোর নিজ পতি যে কেমনে বাঁচিবে সে
পাঠাইয়া চিতে দিয়া ক্ষমা ॥
হাসি হাসি মোর মুখ বসনে ঝাপিছ বুক
দেখিয়া হইনু বড় দুঃখী ।
জ্ঞানদাসেতে কয় পসারি যেজন হয়
রসাল বচনে করে বিকি ॥

১১ । এত ছান্দে কে না বান্ধে চুল ।
তোমার চূড়ায় মজাইল জাতি কুল ॥
কেবা নাহি পরে বনমালা ।
তোমার মালায় এত কেন জ্বালা ॥
কে না থাকে ত্রিভঙ্গ হইয়া ।
প্রাণ কান্দে সে রূপ দেখিয়া ॥
কেবা না এতেক জানে কলা ।
যাহা দেখি ভুলল অবলা ॥
কেবা নাহি কহে কথা খানি ।
তোমার চাঁদ মুখে সুধা খসে জানি ॥
কেবা নাহি ধরে রূপ কালা ।
তোমার রূপে ভুবন কৈল আলা ॥
তোমা বিনে মনে নাহি লয় ।
জ্ঞানদাস কহে ভাল হয় ॥

১২। মোহন বিজয় বনে দূরে গেল সখীগণে
একেলা রহিলা ধনী রাই।
দু'টি আঁখি ছল ছলে চরণ কমল তলে
কানু আসি পড়ল লোটাই॥
জনম সফল ভেল মোর।
তোমা হেন গুণনিধি পথে আনি দিলা বিধি
আনন্দের কি কহব ওর॥
রবির কিরণ পাইছে চান্দ মুখ ঘামিয়াছে
মুখর মঞ্জরী দু'টি পায়।
হিয়ার উপরে রাখি জুড়াও সে মোর আঁখি
চন্দন চর্চ্চিত করি গায়॥
এতেক মিনতি করি রাইয়ের করে ধরি
বসাওল নিজ পীতবাসে।
নির্জ্জনে দোঁহার সনে মিলন নিকুঞ্জ বনে
মনে মনে হাসে বংশীদাসে॥

১৩ রাধা মাধব নীপ মূলে।
কেলি কলা রস দান ছলে॥
দুহুঁ দোহাঁ দরশই নয়ন বিভঙ্গ।
পুলকে পূরল তনু জর জর অঙ্গ॥
দূরে গেল সখীগণ সহিত বড়াই।
নিভৃত নীপ মূলে লুঠই রাই॥

দুহুঁ দোহাঁ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর।
চাঁদ মিলল জনু লুবধ চকোর ॥
দুহুঁ জন হৃদয়ে মদন পরকাশ।
সখীগণ হেরি দূরে বাড়ল উল্লাস ॥
ভুজে ভুজে বেড়া দোহার বয়ানে বয়ান।
কমলে মধুপ জনু হইল মিলন ॥
দুহুঁক অধরামৃত দুহুঁ করু পান।
নিজ অঙ্গ দিল রাই ঘন রস দান ॥
মিলল দুহুঁজন পূরল আশ।
আনন্দে শিহরই গোবিন্দ দাস ॥

———

১৪। ওহে নাগর বর শুনহে মুরলীধর
নিবেদন করি তুয়া পায়।
চরণ নখর মণি, জনু চান্দের গাঁথনী
ভাল শোভে আমার গলায় ॥
শ্রীদামের সঙ্গে সঙ্গে, যখন তুমি যাওহে রঙ্গে
তখন আমি আঙ্গিনায় দাঁড়াঞা ॥
মনে করি সঙ্গে যাই, গুরুজনার ভয় পাই
আঁখি রৈল তুয়া পথ চাঞা ॥
যখন তোমায় পড়ে মনে, চাই বৃন্দাবন পানে
এলাইলে কেশ নাহি বান্ধি।
রন্ধনশালায় ধাই, তুয়া বন্ধুর গুণ গাই
ধূমার ছলায় বসি কান্দি ॥

মণি নও মাণিক্য নও হিয়ায় পরিলে রও
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥
অগোর চন্দন হইতাম, শ্যামাঙ্গে লেপিয়া রইতাম
ঘামিয়া পড়িতাম রাঙ্গা পায়।
কি মোর মনের সাধ বামনের চাঁদে হাত
বিহি কিয়ে পূরাবে আমায়॥
নরোত্তম দাসে কয় তোমার বিচিত্র নয়
তুমি মোরে না ছাড়িহ দয়া।
যে দিন তোমার ভাবে আমার এ প্রাণ যাবে
সেই দিন দিও পদ ছায়া॥

সুবল-সংবাদ

১। কি জানি কি ভাবে গোরা গৌরীদাসে ধরি। অবশ হইল অঙ্গ রাধা রাধা বলি। রাধা নাম জপে গোরা পরম যতনে। সুরধুনী-ধারা বহে অরুণ নয়ানে॥ তুমি হে পরম সখা পরম সুহৃদ। আমার মনের কথা তোমাতে বিদিত॥ রাধা রাধা বলি প্রেমে হইনু বিকল। রাধারে আনিয়া মোরে দেখারে সুবল॥ এ রাধামোহন দাস প্রেমময় ভাব। গোপত গৌরাঙ্গলীলা হইল প্রকাশ।

———

২। আনহি ছল করি, সুবল কর ধরি, গমন করল বনমাহ্। তরু সব হেরি, কুসুম তহি তোড়ই, যতহি হার বনাহ॥ মাধব বৈঠল কুণ্ডক তীর। সুন্দরী মনে করি, ভাবই পথ হেরি, আকুল মন নহে থির। নব নব পল্লবে, শেজ বিছায়ল, নব কিশলয় তহিঁ রাখি। কুসুম হেরি, চিত ভেল আকুল, হেরইতে চির থির আঁখি॥ তৈখনে মদন, দ্বিগুণ তনু দগধল, জ্বরজ্বর শ্যামর অঙ্গ। গোবিন্দ দাস পহুঁ, সুবল কোরে রহু, ঢর ঢর নয়ন-তরঙ্গ॥

৩। সুবলে করিয়া সঙ্গে, বিপিনে বিহারে রঙ্গে, রসময় বিদগধ শ্যাম। রাধাকুণ্ড-তীরে আসি, কুসুম কাননে বসি, শোভা দেখে অতি অনুপম॥ বৃন্দাদেবী হেনকালে, আসিয়া সেখানে মিলে, চম্পকের মালা করে করি। সুবলেরে সমর্পিল, তেঁই কৃষ্ণগলে দিল, উদ্দীপন রাধার মাধুরী॥ প্রেমে চারিদিকে চায়, অরুণ নয়ানে ভায়, অবশ হইল সব অঙ্গ। ধরিয়া সুবল করে, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, চিয়ায়েন দাস গোবিন্দ।

৪। রসিক নাগর, বিরহে কাতর, পড়িল ধরণীতলে। মরম জানিয়া, বেথিত হইয়া, সুবল করিল কোলে॥ বসন ভিজায়্যা, মুখানি মুছায়্যা, কহিছে মধুর বোলে। আচম্বিতে আসি, রাধাকুণ্ডে বসি, অচেতন কেন হৈলে॥ বন-দাবানলে, আর বিষ-জলে, প্রাণদান দিলে তুমি। সে ধা'র শোধিব, যেবোল বলিবে, তাহাই করিব আমি॥ সজল নয়ান, হেরিয়া বয়ান, পরাণ কেমন করে॥ দীনবন্ধু কহে, তনু মন দহে, রাধার বিরহ জ্বরে।

৫। শুন রে সুবল ভাই নিবেদন করি। করিতে বসিয়ে লাজ না কহিলে মরি॥ গাঁথিয়া চম্পকমালা মোর গলে দিল। চম্পক বরণী রাই মনেতে পড়িল॥ যাবটে আছয়ে ধনী জটিলা-মন্দিরে। বিষয় সঙ্কট-স্থল কি বলিব তোরে॥ যদি মিলাইতে পার আনিয়া তাহারে। হইব তোমার দাস এ জনম তরে॥ শুনিয়া সুবল তবে মনে করি আশ। যাবটে চলিলা কহু দীনবন্ধু দাস।

৬। সুচতুর সুবল, পবন গতি ধায়ল, আওল যাবট মাঝ। জটিলাক নিয়ড়ে, হোয়ল উপনীত, মলিন বদন দ্বিজরাজ॥ আগে মাই, কি কহব দুখ পরিশেষ। বাছুরী খুঁজি খুঁজি, হাম হেথা আওলুঁ, ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া কত দেশ॥ পানি পিয়াসে মোর, বাত নাহি ফুরই, জীবন করত কি জান। শুনি জটিলা কহে, যাহ রন্ধনগৃহে শীতল জল কর পান॥ নিরজন মন্দির, রাইক অন্দর, সুবল চলল তঁহি মাঝ। দীনবন্ধু কহে, সুবল হেরি হেরি, রাই সমুঝল কাজ।

৭। আইস রে সুবল, পরাণের ভাই, এ কি অপরূপ দেখা। কহ দেখি বনে, আছয়ে কেমনে, তোমার মরম-সখা॥ যখন হইতে শিঙ্গার সহিতে, বাজিল মোহন-বেণু। পথের আপদ, বনের বিপদ, ভাবিতে ভাবিতে মৈনু॥ ঘরের বাহির, মোর অতি দূর, যুবতী কুলের বালা। দুখের অনলে, জ্বলিয়া কান্দয়ে, করিয়া ধূমের ছলা॥ কামনা করিয়া, সাগরে মরিব, হব সহচর সখা। দীনবন্ধু বলে, সহচর হৈলে, সতত পাইবে দেখা॥

৮। হাসিয়া বল কহে শুন বিনোদিনী। তোমারে লইতে ধনি আসিয়াছি আমি॥ সহচর ছাড়ি হরি তোমার লাগিয়া। তোমার কুণ্ডের তীরে আছেন পড়িয়া॥ ধরিয়া আমার বেশ করহ পয়ান। দরশন দিয়া শ্যামের রাখহ পরাণ॥ আপনার বেশ ভূষা দেহত আমারে। ধরিয়া তোমার বেশ আমি থাকি ঘরে॥ দীনবন্ধু দাসের বড় উলসিত হিয়া। পুরিল মনের সাধ বচন শুনিয়া॥

৯। পরিবার তরে শাড়ী দিল আজড়িয়া। কটীতে বান্ধিল ঘটি যতন করিয়া॥ করের কঙ্কণ দিল সুবলের হাতে। নিজ করে কবরী বান্ধিয়া দিল মাথে॥ মুকুরে নিরখি মুখ সিন্দুর উতারি। বান্ধিল বিনোদ চূড়া এল্যায়ে কবরী॥ সুবলে রাখিয়া ঘরে করিলা পয়ান। দীনবন্ধু দাস তছু পদযুগে গান।

১০। সুবলে রাখিয়া ঘরে চলিল রাধিকা। সবে মাত্র পয়োধর নাহি গেল ঢাকা॥ তখন সুবলে কহে কি করি উপায়। এ যুগল পয়োধর কেমনে লুকায়॥ সুবল বলেন শুন নবীন কিশোরী। গমন করল কোলে লইয়া বাছুরী। দীনবন্ধু দাস কহে মন্ত্রণার সার। বৎস কোলে লয়্যা ধনি কর অভিসার॥

১১। সুবলের বেশে গৌরী, উদ্দেশ করিতে হরি, উপনীত গহন কাননে। মন্দ মন্দ বোল বলে, ধারা বহে দুনয়নে, হরি হরি

স্মরয়ে বদনে॥ কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ পায়, গন্ধ অনুসারে ধায়, উপনীত মাধব যথায়। পড়িয়া করের বেণু, ধূলায় ধূসর কানু, চূড়া ভূমে গড়াগড়ি যায়॥ কৃষ্ণ ছিল হেঁটমুখে, বদন তুলিয়া দেখে, সুবল ফিরিয়া আইল পারা। দেখিয়া নিশ্বাস ছাড়ে, ধরণী লোটায়্যা পড়ে, ঘন বহে দুনয়নে ধারা॥ কহ রে সুবল ভাই, কোথা প্রেমময়ী রাই, তবে রাই করে হাসি হাসি। দীনবন্ধু দাস ভণে, বিষাদ ভাবহ কেনে, আমি তোমার শ্রীচরণের দাসী॥

———

১২। নাগর কহেন সুবল কহত বচন। যে লাগি পাঠানু তোরে কহত কারণ॥ রাই আপন বঁধু পায়্যা কহে ভঙ্গি করি। যাইতে নারিনু আমি জটিলার পুরী॥ ভাবিয়া গেলাম আমি চন্দ্রার ভবনে। তাহারে কহিলাম আমি সব বিবরণে॥ আজ্ঞা হৈলে আনিতে পারি সেইত প্রেয়সী। আজ্ঞা কর আনি গিয়া সেই কালশশী॥ তখন নাগর কহে তুমি সব জান। বারিক পিয়াসে কি আনল করি পান॥ রাধাকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া তেজিব পরাণ। বদনে বোলব হাম শ্রীরাধার নাম॥ এত বলি রাধাকুণ্ডের জলে ঝাঁপ দিল। বাছুরী তেজিয়া ধনী কানু কোলে নিল॥ দীনবন্ধু দাস কহে বড় ভাল ভাল। সুবলের বেশে ধনী বঁধুরে মিলল॥

———

শ্রীশ্রীমানস-গঙ্গায় নৌকাবিলাস

তস্য শ্রীগৌরচন্দ্র

১। না জানিয়ে গোরাচাঁদের কোন্ ভাব মনে।
সুরধনী তীরে গেলা সহচর সনে॥
প্রিয় গদাধর আদি সঙ্গেতে করিয়া।
নৌকায় চড়িয়া গৌর প্রেমাবেশ হৈয়া॥
আপনি কাণ্ডারী হৈয়া বায় নৌকাখানি।
ডুবিল ডুবিল বলি সিঞ্চে সভে পানি॥
পারিষদগণ সভে হরি হরি বোলে।
পুরুব সোঙরি কেহ ভাসে প্রেমজলে॥
গদাধর-মুখ হেরি মৃদু মৃদু হাসে।
বাসুদেব ঘোষ কহে মনের উল্লাসে॥

২। সবহুঁ সখীগণ চলু ঘর যাই।
নব নব রঙ্গিণী রসবতী রাই॥
মানস-সুরধনী দুকূল পাথার।
কৈছন সহচরী হোয়ব পার॥
প্রাবৃট সময়ে গরজে ঘন ঘোর।
খরতর পবন বহই তহিঁ জোর॥
দূরহি নেহারত নাগর শ্যাম।
তরণী লেই মিলল সেই ঠাম॥
হাসি হাসি কহয়ে নাবিকবর কান।
চড় সভে পার উতারব হাম॥

শুনি সুবদনী ধনী হরষিত ভেল।
চড়ল তরণীপর সহচরী মেল ॥
নৌতুন নাবিক কছু নাহি জান।
বেগেতে তরণী লেই করল পয়ান ॥
টুটল তরণী হেরি ভেল তরাস।
সিঞ্চয়ে পানি করে কবি জ্ঞানদাস ॥

———

৩। মানস-গঙ্গার জল, ঘন করে কল কল,
দুকূল বাহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ, পবনে বাড়িল বেগ,
তরণী রাখিতে নারে কেউ ॥
দেখ সখী নবীন কাণ্ডারী শ্যামরায়।
কখন না জানে কান, বাহিবার সন্ধান,
জানিয়া চড়িলুঁ কেনে নায় ॥
নায়্যার নাহিক ভয়, হাসিয়া কথাটি কয়,
কুটিল নয়ানে চাহে মোরে।
ভয়েতে কাঁপিছে দে, এ জ্বালা সহিবে কে,
কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে ॥
অকাজে দিবস গেল, নৌকা নাহি পার হৈল
পরাণ হৈল পরমাদ।
জ্ঞানদাস কহে সখী, থির হয়্যা থাক দেখি,
এখন না ভাবিহ বিষাদ ॥

———

৪। প্রথম যৌবন-ভার, তাহে লহ পসার
এত ভার সহে কার নায়।
তুয়া রূপ দেখিয়া, আকুল হইল হিয়া
সাগর উথলে বিনা বায়॥
গোয়ালিনী হিত বলি, জলে ফেল কাঁচলি,
মাথার ঘোঙটা ফেল বেশ।
আগা চাপি ভর ভর, গুড়া চাপি পানি মার,
আমা করি কত লাজ বাস॥
যদি নদী করে বল, নৌকা যাবে রসাতল,
কি করিব ওনা ঢেউ সরে।
তোর হৃদয়ের মাঝে, তুটি পয়োধর আছে
সেই ভরা করিব সাগরে॥
গঙ্গারে মানহ, ধবল ছাগল,
সূর্য্যের মানহ চিত।
আমারে মানহ, সুরতি আলিঙ্গন,
তবে সে চাপায়্যা দিব ভিত॥

৫। কহ সখী কি করি উপায়।
নায়ের নাবিক হৈয়া এ যৌবন চায়॥
পরমাদ হৈল সই পরমাদ হৈল।
নায়্যার গলার মালা মোর গলে দিল॥

যে ছিল কপালে সই যে ছিল কপালে।
নাবিক হইয়া মোরে পরশিল বলে॥
কলঙ্ক হইল সই কলঙ্ক হইল।
বলে ছলে নায়্যা মোরে কোলে করি নিল
জ্ঞানদাস কহে ধনী না ভাব বিষাদ।
নন্দের নন্দন নায়্যা কিসের পরমাদ॥

৬। নায়্যা হে এখন লইয়া চল পার।
পূরিল তোমার আশা কি আর বিচার॥
অকলঙ্ক কুলে মোর কলঙ্ক রাখিলে।
আর কিবা মনে আছে না বোলহ ছলে॥
নায়্যা হৈয়া চূড়া বান্ধ ময়ূরের পাখে।
ইথে কি গরব কর কুলবধূ সাথে॥
পারে নেও নূতন নায়্যা না কর বেয়াজ।
জ্ঞানদাস কহে নায়্যা বড় রসরাজ॥

৭। শুন বিনোদিনী ধনি, আমার কাণ্ডারী তুমি,
তোমার কাণ্ডারী কহ কারে।
তুয়া অনুরাগে প্রেম, সমুদ্রে ডুব্যাছি আমি,
আমারে তুলিয়া কর পারে॥
যোগী ভোগী নাপিতানী, তোমার লাগিয়া দানী,
ওঝা হইলাম তোমার কারণে।

তুয়া অনুরাগে মোরে, লৈয়া ফিরে ঘরে ঘরে
তুয়া লাগি করিলুঁ দোকানে ॥
রাখাল হইয়া বনে, সদা ফিরি ধেনু সনে,
তুয়া লাগি বনে বনচারী ।
তোমার পীরিতি পায়্যা, এ ভাঙ্গা তরণী লৈয়া,
তুয়া লাগি হইলুঁ কাণ্ডারী ।
না বল কুবোল ধনি, রমণীর শিরোমণি,
তুয়া প্রেমে কি না করি আমি ॥
দাস জগন্নাথে কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়,
জাতি জীবন ধন তুমি ॥

৮। না যাও নবীন কাণ্ডারী ।
ঝলকে উঠয়ে জল ভয়ে কাঁপ্যা মরি ॥
ত্বরায় তরণী লইয়া তীরে আইলা শ্যাম ।
সফল করিয়া বিধি পূরিলা মনস্কাম ॥
নবনী মাখন ছানা যে ছিল পসারে ।
সকল দিলেন শ্যাম নাগরের করে ॥
অঞ্জলি অঞ্জলি করি করিলা ভোজন ।
সভে মিলি চলিলেন আপন ভবন ।
আইলা মন্দিরে রাই সখীগণ সঙ্গে ॥
হরিষে বসিলা ধনী প্রেমের তরঙ্গে ॥

গোপী গোষ্ঠ

১। অট্টালিকা'পরি বসিয়া কিশোরী,
ভাবে শ্যামরূপখানি।
শ্রীদাম সুদাম, ভায়্যা বলরাম,
করতহি বেণুধ্বনি॥
শুনি বেণুরব, স্তব্ধমান সব,
হইল আহিরী-বালা।
শ্বাস নাহি বহে, প্রাণ নাহি দেহে,
বাঢ়ল বিরহ-জ্বালা॥
হেনকালে তথা, আইল ললিতা,
বিশাখারে লয়্যা সঙ্গে।
দেখি কমলিনী, পড়িল ধরণী
ধূলি ধূসর অঙ্গে।
দেখিয়া ললিতা, হইয়া বেথিতা,
তুলিয়া করিলা কোলে।
শুন বিনোদিনী, নিবেদন-বাণী,
অবধান কর বোলে॥
শ্যাম গোঠে গেল, মোরা যাই চল,
ধরিয়া রাখাল বেশে।
শুনিয়া বচন, হরষিত মন,
কহে যদুনাথ দাসে॥

২। ললিতা গো, কেমন উপায় করি।
শ্রীদাম সুদাম আর বলরাম
বনে গেল মোর হরি॥
প্রাণনাথ গেল, মোরা যাই চল,
আন ধড়া গুঞ্জা গাভা।
ললিতা বিশাখা, আর ইন্দুরেখা,
সাজিয়া করহ শোভা॥
ললিতা সুন্দরী, জানয়ে চাতুরী,
বলাই সাজিল ভাল।
বিশাখা সুন্দরী, রূপ মনোহারী,
সুবলের বেশ কৈল॥
তুঙ্গবিদ্যা আসি, হাসি হাসি আসি,
কহে যোড়হাত করি।
শুন প্রাণেশ্বরী, বচন মাধুরী,
তোমারে বানাব হরি॥
এতেক বচন, শুনিয়া তখন,
কমলিনী ধনী রাই।
শেখর আসিয়া, কহেন হাসিয়া,
গুঞ্জা গাভা কিছু নাই॥

৩। মৃগমদ কস্তুরী দিয়া অঙ্গ কৈল কালা।
গলায় গাঁথিয়া দিল কদম্বের মালা॥

কপালে তিলক দিল সিন্দুর মুছিয়া।
কটীতটে পীতধড়া পরয়ে আঁটিয়া॥
মস্তকে বান্ধিল চূড়া শিখিপুচ্ছ তার।
তাহাতে কতেক শোভা কহনে না যায়॥
বিনোদিনী কহে যদি সাজাল বনমালী।
শোভা নাহি ধরে করে বিনা গো মুরলী॥
ললিতা চতুরা ছিল বুদ্ধি সিরজিল।
নবীন পদ্মের নাল তুলিয়া আনিল॥
তাহার উপরে সপ্ত ছিদ্র বানাইয়া।
বাজাইল বিনোদিনী তাহে ফুঁক দিয়া॥
শ্রীদাম নামেতে সখা কহে প্রাণ-কানু।
কি লয়্যা বিপিনে যাবে কোথা পাবে ধেনু॥
বৃষভানু-পুর হইতে ধেনু আনাইল।
হৈ হৈ রব দিয়া পাল চালাইল॥
বিনোদিনী হৈল কৃষ্ণ ললিতা বলরাম।
বিশাখা হইল সুবল চিত্রা হল দাম॥
রাধিকার যত সখী রাখাল হইল।
বলরামের শিঙ্গা নাই ভাবিতে লাগিল॥
হেনকালে পৌর্ণমাসী মনেতে জানিয়া।
আনিল হরের শিঙ্গা হরষিত হৈয়া॥
শিঙ্গা দেখি বিনোদিনী হরষিত মন।
যদুনাথ দাস কহে করহ গমন॥

৪। হৈ হৈ রব দিয়া প্রবেশিল বনে।
আনন্দে বাজায় বাঁশী হরষিত মনে॥
শুনিয়া বেণুর ধ্বনি নটবর শ্যাম।
চিত্ত চমকিত হেরে সুবলের বয়ান॥
এ কি অপরূপ ধ্বনি শুনিনু শ্রবণে।
এমন বেণুর ধ্বনি হানিল পরাণে॥
পুলকিত তনু মোর সংবরিতে নারি।
যে জন বাজালে বাঁশী দাস হব তারি॥
সুবলেরে সঙ্গে করি দ্রুতগতি চলে।
দেখয়ে চান্দের বাজার নীপতরুমূলে॥
তটস্থ হইয়া শ্যাম দাঁড়াইয়া রয়।
জগত মোহিল রূপে পূর্ণানন্দ কয়॥

৫। কাতর হইয়া কহে নটবর শ্যাম।
আপনার নাম কহ, মোরে পরিচয় দেহ,
কোন্ জাতি কোথায় নিজ ধাম॥
আমরা থাকি এহি বনে, নিতু চরাই ধেনুগণে,
কভু নাহি দেখি হেন রীতে।
বলাই দাদার সঙ্গে থাকি, কভু না তোমারে দেখি,
সন্দেহ লাগয়ে মোর চিতে॥
এত শুনি কহে গৌরী, শুনহ হে সুন্দর হেরি,
আপনার দেহ পরিচয়।

প্রেম নাম ধরি আমি বাস মোর মেদিনী,
মাতা মোর তব পূজ্য হয় ॥
তব প্রিয় মাতা যে তাহার গৌরব সে,
যেই জন হয় মোর তাতে।
আমরা যে বন্ধুজনে, তাহারে সভাই জানে,
দাস পূর্ণানন্দের সাক্ষাতে ॥

৬। আর এক কহি কথা, সহোদর বন্ধু সখা,
দুই চারি জন মোর আছে।
কহি শুন তার কথা, পাছে হেঁট কর মাথা,
ননী চুরি কর যার কাছে ॥
যত সব গোপনারী, লইঞা দধির পসারি,
মথুরার দিকে যায় তারা।
পথ আগোরিয়া রও, দধি দুগ্ধ কাড়ি খাও,
এ কি তোমার অনুচিত ধারা ॥
নারীগণ স্নান করে, বসন রাখিয়া তীরে
চুরি করি রহ লুকাইয়া।
বাজাইয়া মোহন বাঁশী, কুলবধূ কর দাসী,
কথা কহ হাসিয়া হাসিয়া ॥
খাওয়াও পরের খন্দ, এখনি করিব বন্ধ,
লইয়া যাইব কংসের গোচরে।
দাস রঘুনাথে কয়, শুনিতে লাগয়ে ভয়,
চমকিত হৈল যদুবীরে ॥

৭। কহ তুমি কে বটে বনের দেবতা।
রাধা দরশন লাগি আসিয়াছ হেথা॥
শ্যাম কহে গোবর্দ্ধন ধরিনু কুতূহলে।
রাই কহে সে যশোমতীর পুণ্যফলে॥
শ্যাম কহে ব্রহ্মাদি দমন করি আমি।
রাই কহে নন্দের গোধন রাখ তুমি॥
নিতি নিতি হরি তুমি চরাও বাছুরী।
বান্ধি লয়্যা যাব আমি মথুরা নগরী॥
চমকিত হয়্যা শ্যাম চাহে চারি পানে।
কৃষ্ণেরে বান্ধিল রাই আপন বসনে॥
দৃঢ়তর বন্ধনেতে কাতর হৈয়া শ্যাম।
চরণ পানে চাহি দেখে লেখা শ্যাম নাম॥

৮। কাতরে শ্রীহরি, দুই কর যুড়ি,
কহে শুন প্রাণেশ্বরী॥
তোমার মহিমা, বেদে নাহি সীমা,
নাহি জানে হরগৌরী॥
রাই বলে শ্যাম, মোর নিবেদন,
তোমা না দেখিলে মরি।
ঘর তেয়াগিয়া, আইলাম দেখিয়া,
নটবর বেশ ধরি॥

সঙ্গের সঙ্গিয়া, মিলিল আসিয়া,
রাধিকা কানুর পাশে।
প্রেমের পাথারে, আনন্দে মগন,
কহে পূর্ণানন্দ দাসে॥

৯। শিশু সব ফিরে অন্বেষিয়া।
কানাই কানাই বলি, ডাকে দুই বাহু তুলি,
কোথা গেলি কানু ওরে ভায়্যা॥
কংস-চর অবিরত, আইসে যায় কত শত,
না জানি পড়িল কোন দায়।
কি বলিয়া ঘরে যাব, নন্দ-আগে কি বলিব,
কি কহিব যশোমতী মায়॥
কি কাজ করিলি বিধি, কেবা নিল গুণনিধি,
বজর পড়িল মোর মাথে।
যমুনাতে দিব ঝাঁপ, ঘুচাব মনের তাপ,
প্রাণ ত্যাগ করিব নিশ্চিতে॥
রাখাল আকুল হয়্যা, পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়া,
সুবল আইল হেনকালে।
উঠ ভাই ত্যজ দুঃখ, কি লাগিয়া এত শোক,
দাস পূর্ণানন্দ ইহা বলে॥

———

১০। সুবলের কথা শুনি পুছে বলরাম।
কহরে সুবল কোথা নবঘনশ্যাম ॥
না দেখিয়া মুখশশী ফাটে মোর হিয়া।
রাখহ আমার প্রাণ কানু দেখাইয়া ॥
এতেক শুনিয়া সুবল কহে বলরামে।
ধেনু ফিরাইতে গেলাম ভাই কানায়্যার সনে ॥
হেনকালে আইল তথা কংসের এক চর ॥
সঙ্গে সখীগণ সব রূপ মনোহর ॥
আসিয়া বান্ধিল ভাই কানায়ের করে।
দেখিয়া আকুল চিত পলাইলাম ডরে ॥
এত শুনি ক্রোধাবেশে ধায় বলরাম।
দূরেতে পাইল দেখা নবঘনশ্যাম ॥
ধাইল সকল সখা পাইল মুরারি।
দাস পূর্ণানন্দ কহে চরিত্র মাধুরী ॥

আক্ষেপানুরাগ

১। কেন গেলাম যমুনার জলে।
নন্দের দুলাল চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছলে কদম্বের তলে ॥
দিয়া হাস্য সুধা-চার অঙ্গ ছটা আঠা তার
আঁখি পাখী তাহাতে পড়িল।

মন মৃগী হেনকালে পড়িল রূপের জালে
শূন্য দেহ পিঞ্জর রহিল ॥
লজ্জা ছিল হেমাগার গুরু গৌরব সিংহদ্বার
ধরম কপট ছিল তায় ।
বংশীরব বজ্রাঘাতে পড়ি গেল অকস্মাতে
সমভূমি করিল আমায় ॥
ধৈর্য্যশালে মত্ত হাতী বান্ধা ছিল দিবা রাতি
ক্ষিপ্ত কৈল কটাক্ষ অঙ্কুশে ।
দম্ভের শিকলি কাটি পালাইয়া গেল ছুটি
না পাইলাম তাহার উদ্দেশে ।
কালিয়া কুটিল বাণে কুল শীল ধরি টানে
অতয়ে উঠিল ব্রজবাস ।
প্রাণ মাত্র আছে বাকি তাহাও বুঝি যায় সখী
ভনয়ে জগদানন্দ দাস ॥

বংশীধ্বনি প্রতি আক্ষেপ

২ । মন্দ মন্দ মধুর তান,
বাঁশী কেন বা কুঞ্জে বাজিল রে ।
বাঁশী না জানে অন্য পর কি আপন
তনু মন সব দহিল রে ॥
মুরলী গান পঞ্চম তান
যমুনা উজান ধাইল রে ।

অন্তরে সরল উগারে গরল
কুলবতীর কুল নাশিল রে ॥
গোবিন্দ দাসের তনু জ্বর জ্বর
পাঁজরেতে শর ফুটিল রে।
মোর বোল ধর না বাজিহ আর
জীবনের আশা মিটিল রে ॥

নিবেদন

৩। বঁধু কি আর বলিব তোরে।
অল্প বয়সে পিরীতি করিয়া
রহিতে না দিলি ঘরে।
(রইতে দিলি না বঁধু, আমায় ঘরে রইতে দিলি না বঁধু, ঘরের বাহির করে দিলি ঘরে রইতে দিলি না বঁধু)
রহিতে না দিলি ঘরে ॥
কামনা সাগরে কামনা করিব
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা।
(নারী হব নাহে, আমি আর নারী হব নাহে, নারী জনম ঘুচাইব আর নারী হব নাহে)
তোমারে করিব রাধা ॥

পিরীতি করিয়া গোচারণে যাব
দাঁড়াব কদম্ব তলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব
যখন যাইবে জলে ॥

(ফেলাব হে, আনা জল তোমার ফেলাইব হে, বাঁশীর গানে মন ভুলাইব আনা জল তোমার ফেলাইব হে)

যখন যাইবে জলে ॥
মুরলী শুনিয়া অস্থির হইবে
সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয় তখনি জানিবে
পিরীতি কেমন জ্বালা ॥

(তখনি জান্‌বে, বঁধুহে তখনি জান্‌বে, নারীজাতির কি যন্ত্রণা বঁধুহে তখনি জান্‌বে)

পিরীতি কেমন জ্বালা ॥

মাথুর

দূতী প্রেরণ

১। কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে ॥
নিকুঞ্জে রাখনু এই মোর হিয়ার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার ॥
এই তরু শাখায় রহিল সারী শুকে।
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে ॥

এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিণী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী ॥
শ্রীদাম সুবল আদি যত তার সখা।
ইহা সবার সনে তার পুনঃ হবে দেখা ॥
দুঃখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি ॥
তারে আসি যেন পিয়া দেয় দরশন।
কহিও বন্ধুরে এই সব নিবেদন ॥
শুনিয়া আকুল দূতী চলু মধুপুর।
কি কহব শেখর বচন নাহি স্ফুর ॥

২। কহিও নিঠুর আগে।
যাহার লাগিয়া যে জন মরয়ে
সে বধ তাহারে লাগে ॥
কহিও আমার হয়ে।
কি কথা কহিলে কদম্ব তলায়
কালিন্দির জল ছুঁয়ে ॥
আছে বৃন্দাবন তার সাখি।
সারী শুক আর কোকিল ভ্রমর
কপোত নামেতে পাখী ॥
কহিও তাহার পাশে।
যাহারে ছুঁইলে সিনান করিতাম
সে মোরে দেখিয়া হাসে ॥

দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে।
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
সেজন ছাড়য়ে কেনে ॥

দূতী সংবাদ

৩। তুহু সে রহলি মধুপুর।
ব্রজকুল আকুল দুকুল কলরব
কানু কানু করি ঝুর ॥
যশোমতী নন্দ অন্ধ সম বৈঠত
সাহসে উঠই না পার।
সখীগণ ধেনু বেণু সব বিসরল
বিসরল নগর বাজার ॥
কুসুম তেজিয়া অলি ক্ষিতিতলে লুটই
তরুগণ মলিন সমান।
সারী শুক পিক ময়ূরী না নাচত
কোকিলা না করতহি গান।
বিরহিনী বিরহ কি কহব মাধব
দশদিক বিরহ হুতাশ।
সহজে যমুনা জল অধিক বাড়িয়া গেল
কতত‌হি গোবিন্দ দাস ॥

ব্যাধি-দশা

৪। কুর্ব্বতি কিল কোকিল কুল উজ্জ্বল-কলনাদং।
জৈমিনী রিতি জৈমিনী রিতি জল্পতি সবিষাদং॥
মাধব ঘোর বিয়োগ তমসি নিপপাত রাধা।
বিধুর নলিন মূর্ত্তিরধিক সমাধিরূঢ় বাধা॥
নীল নলিন মাল্য মহহ বীক্ষ্য পুলক বীতা।
গরুড় গরুড় গরুড়ত্যেতি রৌত্তি পরমভীতা॥
লম্বিত মৃগনাভিমগুরু কর্দ্দমমনুদীনা।
ধ্যায়তি শিতিকণ্ঠমপি সনাতনমনুলীনা॥

চিন্তা-দশা

৫। মাধব, তোহে যব আনল অকুর। রাই তব চিন্তানদী মাহাবুর॥ কো জানে কত কত করল বিলাপ। কো অনুভব করু মরমক তাপ॥ ঘন ঘন ঘুরত ঘন ঘন রোই। চিত পুতলী সম তব ভেল সোই॥ কো নাহি কহইতে সো দুঃখ পার। রাধামোহন কহুঁ সো বড় ছার॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রার্থনা

১। রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥
যমুনা-পুলিন কেলি কদম্বের বন।
রতন-বেদীর পর বসাব দু'জন॥

ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দে।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দে॥
শ্যাম-গৌরী অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ॥
মালতী ফুলের মালা গাঁথি দিব গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
নরোত্তম দাস করে সেবা অভিলাষ॥

২। হরি হরি কবে মোর হৈবে শুভদিনে।
গোবর্দ্ধন গিরিবর, পরম নিভৃত স্থল,
রাইকানু করাব শয়নে॥
ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে,
সুকোমল কমল-চরণে।
সুবর্ণ সম্পুট করি, তাম্বুল কর্পূর ভরি,
যোগাইব যুগল বদনে॥
কাঞ্চন-ঝারিতে করি, রাধাকুণ্ড জল ভরি
রাই-কানু আগে লয়্যা দিব।
গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ হইয়া প্রেমে,
চামরের বাতাস করিব॥
সোণার কটোরি করি, কর্পূর চন্দন ভরি,
কবে দিব দোহাকার গায়।

মল্লিকা মালতী যূথী, নানা ফুলে মালা গাঁথি,
কবে দিব দোঁহার গলায় ॥
কবে বা এমন হবে, দুহুঁ মুখ নিরখিব,
লীলা রস নিকুঞ্জ শয়নে।
শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে,
নরোত্তম করিব সেবনে ॥

৩। হরি হরি আর কি এমন দশা হব।
এ ঘোর সংসার তেজি, পরম আনন্দে মজি,
কবে আর ব্রজভূমে যাব ॥
সুখময় বৃন্দাবন, কবে পাব দরশন,
গড়াগড়ি দিব কবে তায়।
প্রেমে গদগদ হয়্যা, রাধাকৃষ্ণ নাম লয়্যা,
কান্দিয়া বেড়াব উচ্চ রায়।
নিভৃতে নিকুঞ্জে যায়্যা, অষ্টাঙ্গ প্রণাম হয়্যা,
ডাকিব হা-নাথ হা-নাথ বলি।
কবে যমুনার তীর, পরশ করিব নীর,
কবে খাব করপুটে তুলি ॥
শ্রীরাসমণ্ডলে যাব, পরিক্রমা তাহে হব,
সে ধূলি মাখিব কবে গায়।
বংশীবট ছায়া পায়্যা, পরম আনন্দ হয়্যা,
পড়িয়া রহিব কবে তায় ॥

কবে গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ান ভরি,
রাধাকুণ্ডে কবে হবে বাস।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে,
আশা করে নরোত্তম দাস॥

৪। মাধব, বহুত মিনতি করু তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমাপলোঁ,
দয়া নাহি ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণ, লেশ নাহি পাওবি,
যব তুহুঁ করবি বিচার।
তুহুঁ জগন্নাথ, জগতে কহায়সি,
জগবাহির নহ মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ, পশু পাখী জনমিয়ে,
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃপুনঃ,
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ-ভবসিন্ধু।
তুয়া পদ পল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

———

৫। যতনে যতেক ধন, পাপে বাটোরলুঁ,
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি, কোই না পুছই,
করম সঙ্গে চলি যায়॥
এহরি বান্ধ তুয়া পদ নায়।
তুয়া পদ পরিহরি, পাপ পয়োনিধি,
পার হব কোন উপায়॥
যাবত জনম হাম, তুয়া পদ না সেবিলুঁ
যুবতী বিষ মাঝে মেলি।
অমৃত তেজি কিয়ে, হলাহল পীওলুঁ
সম্পদে বিপদহি ভেলি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, হেন মনে গুণি,
কহিলে কি জানি হয় কাজে।
সাঁঝক বেরি, সেবক হি মাগই,
হেরইতে তুয়া পদরাজে॥

প্রার্থনা

৬। নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল
যার ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইয়ের পায়॥

সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথাই জনম তার
কি করিবে বিদ্যা কুলে তার।
মজিয়া সংসার সুখে নিতাই না বলিল মুখে
সেই পাপী অধম সবার॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া নিতাই পদ পাশরিয়া
অসত্যের সত্যবলি মানে।
এ ভব সংসার মাঝে নিতাই চাঁদ যে না ভজে
তার জনন হৈল অকারণে॥
নিতাইয়ের দয়া হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে
কর রাঙ্গা চরণের আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী
রাখি রাঙ্গা চরণের পাশ॥

৭। নিতাই মোর জীবন ধন নিতাই মোর জাতি।
নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি॥
অসার সংসার সুখে দিয়া মেনে ছাই।
নগরে মাগিয়া খাব গাইব নিতাই॥
যে দেশে নিতাই নাই সে দেশে না যাব।
নিতাই বিমুখ জনার মুখ না দেখিব॥
গঙ্গা যার পদ জল হর শিরে ধরে।
হেন নিতাই না ভজিয়া দুঃখ পাঞা মরে॥
লোচন বলে আমার নিতাই প্রেমের কল্পতরু।
কাঙ্গালের ঠাকুর নিতাই জগতের গুরু॥

৮। অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥
চণ্ডাল পতিত জীবের ঘরে ঘরে যাঞা।
হরিনাম মহামন্ত্র দিচ্ছে বিলাইয়া॥
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ করি।
আমারে কিনিয়া লহ বল গৌর হরি॥
এত বলি নিতানন্দ ভূমে গড়ি যায়।
রজত পর্ব্বত যেন ধূলায় লুটায়॥
হেন অবতারে যাব রতি না জন্মিল।
লোচন বলে সেই ভবে এল আর গেল॥

৯। হরি হরি বিফলে জনম গোয়াইনু।
মনুষ্য জনম পাঞা রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু॥
গোলকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্ত্তন
রতি না হইল কেন তায়।
সংসার দাবানলে নিরবধি হিয়া জ্বলে
জুড়াইতে না কইনু উপায়॥
নন্দের নন্দন যে শচীর নন্দন সে
বলরাম আপনি নিতাই।
দীন হীন যত ছিল হরি নামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥

হা-হা প্রভু নন্দসুত বৃষভানু-সুতা-যুত
করুণা করহ এইবার।
নরোত্তম দাস কয় না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়
তোমা বিনে কে আছে আমার ॥

১০। হরি হরি বড় দুঃখ রহিল মরমে।
গৌর কীর্ত্তন রঙ্গে জগজন মাতল
বঞ্চিত মো হেন অধমে ॥
ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচীসুত হইল সেই
বলরাম হইল নিতাই।
দীন হীন যত ছিল হরিনামে উদ্ধারিল
সাক্ষী তার জগাই মাধাই ॥
হেন প্রভুর শ্রীচরণে রতি না জন্মিল কেনে
না ভজিলাম হেন অবতার।
বিষয় বিষে সতত মতিয়া রৈনু
মুখে দিনু জ্বলন্ত অঙ্গার ॥
এমন দয়াল দাতা আর না পাইব কোথা
পাইয়া হেলায় হারাইনু।
গোবিন্দ দাসিয়া কয় অনলে পড়িনু নয়
সহজেই আত্মঘাত হইনু ॥

———

১১। হরি হরি কি মোর করম অতি মন্দ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পদ না ভজিনু তিল আধ
না বুঝিলাম রাগের সম্বন্ধ॥
স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ ভট্টযুগ
ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ।
ইহা সবার পাদ পদ্ম না সেবিলাম তিল আধ
আর কিসে পূরিবেক সাধ॥
কৃষ্ণ দাস কবিরাজ রসিক ভকত মাঝ
যেঁহো কৈল চৈতন্য চরিত।
গৌরী গোবিন্দ লীলা শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহাতে না হৈল মোর চিত॥
সে সব ভকত সঙ্গ যে করিল তার সঙ্গ
তার সঙ্গে কেন নৈল বাস।
কি মোর দুঃখের কথা জনম গোঙাইনু বৃথা
ধিক ধিক নরোত্তম দাস॥

১২। গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গ মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তার হয় প্রেমোদয়
তার মুঞি যাউ বলিহারি।

গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে নিত্য লীলা তার স্ফুরে
সেজন ভজন অধিকারী ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে নিত্য সিদ্ধ করে মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ।
শ্রীগৌড় মণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥
গৌর প্রেম রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধা মাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥

১৩। গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিয়ে নয়নে বহে নীর ॥
আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে
সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥
রূপ রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝিব যুগল পিরীতি ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে রহু আশ।
নরোত্তম দাস মনে এই অভিলাষ ॥

— ——

১৪। আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসার বাসনা মোর কবে দূর হবে ॥
কবে বা কাঙ্গাল বেশে বৃন্দাবনে যাব।
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড নয়নে হেরিব ॥
বংশীবটের ছায়ায় গিয়া জীবন জুড়াব।
কবে গোবর্দ্ধন মূলে গড়াগড়ি দিব ॥
মায়া মোহ পুরুষ দেহ কবে বা ছাড়িব।
সখীর অনুগা হৈয়া চরণ সেবিব ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী সখী আশ্রয় লইব।
বাম পাশে রহি অঙ্গে চামর ঢুলাব ॥
একাসনে যুগল কিশোর বসাইব।
এক মালা দুহুঁ গলে কবে বা পরাব ॥
কাঙ্গাল হৈয়া ব্রজে গিয়া কবে বা ভ্রমিব।
ঘরে ঘরে মাধুকরী ভিক্ষা মাগি খাব ॥
প্রেমদাস কহে কবে হেন ভাগ্য হবে।
গৌরাঙ্গ বলিতে মোর পাপ প্রাণ যাবে ॥

১৫। হরি হরি আর কি এমন দয়া হবে।
কবে বৃষভানু পুরে আহীর গোপের ঘরে
তনয়া হইয়া জনমিব ॥
যাবট নগরে কবে পাণি গ্রহণ হব
বসতি করিব কবে তায়।

সখীর পরম প্রেষ্ঠ যে তাহায় হয় শ্রেষ্ঠ
সেবন করিব তাঁর পায় ॥
তেঁহ কৃপাবান হৈয়া রাতুল চরণে লয়া
আমারে করিবে সমর্পণ ।
সফল হইবে দশা পূরিবে মনের আশা
সম্বাইব যুগল চরণ ॥
বৃন্দাবনে দুইজন চতুর্দ্দিকে সখীগণ
সেবন করিবে অবশেষে ।
সখীগণ চারিভিতে নানা যন্ত্র লৈয়া হাতে
দেখিব মনের অভিলাষে ॥
দুহুঁ চাঁদ মুখ দেখি জুড়াবে তাপিত আঁখি
নয়নে বহিবে প্রেম ধার ।
বৃন্দার নিদেশ পাব দোঁহার নিকটে যাব
হেন দিন হইবে আমার ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী সখী মোরে অনাথিনী দেখি
রাখিবে রাতুল দুটি পায় ।
নরোত্তম দাসের মনে প্রিয় নর্ম্ম সখীগণে
আমারে গণিয়া লবে তায় ॥

———

নিবেদন

১৬। শুন সুন্দর শ্যাম ব্রজ-বিহারি।
হৃদি মন্দিরে রাখি তোমারে হরি ॥
গুরু গঞ্জন চন্দন অঙ্গ ভূষা।
রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা ॥
সম শৈল কুল মান দূর করি।
তব চরণে শরণাগত কিশোরী ॥
আমি কুরূপা গুণহীনা গোপনারী।
তুমি জগজন-রঞ্জন বংশীধারী ॥
আমি কুলটা কলঙ্কী সৌভাগ্যহীনী।
তুমি রস পণ্ডিত রস চূড়ামণি ॥
গোবিন্দ দাস কহে শুন শ্যামরায়।
তুমি বিনে মোর মনে আন নাহি ভায় ॥

নিবেদন

১৭। রাই তুমি সে আমার গতি।
তোমার কারণে রস তত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি ॥
নিশি দিশি সদা বসি আলাপনে
মুরলী লইয়া করে।
যমুনা সিনানে তোমার কারণে
বসি থাকি তার তীরে ॥

তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে
কদম্ব তলাতে থাকি।
শুনহ কিশোরি চারিদিক হেরি
যেমন চাতক পাখী॥
তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী
সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান সদা করি গান
তব প্রেমে হয়ে ভোর॥
চণ্ডীদাসে কয় ঐছন পিরীতি
জগতে আর কি হয়।
এমন পিরীতি না দেখি কখন
ইহা না কহিলে নয়॥

শ্রীগৌরাঙ্গ বন্দনা

জয় নন্দ নন্দন, গোপীজন বল্লভ,
রাধা নায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন, নদীয়া পুরন্দর,
সুরগণ মনোমোহন ধাম॥
জয় নিজ কান্তা, কান্তি কলেবর,
জয় জয় প্রেয়সী ভাব বিনোদ।
জয় ব্রজ সহচরী লোচন মঙ্গল,
নদীয়া বধূজন নয়ন আমোদ॥

জয় জয় শ্রীদাম, সুদাম সুবলার্জ্জুন,
প্রেম প্রবর্দ্ধন নবঘন রূপ।
জয় রামাদি সুন্দর, প্রিয় সহচর,
জয় জয় মোহন গৌর অনুপম ॥
জয় অতি বল বলরাম প্রিয়ানুজ,
জয় জয় নিত্যানন্দ আনন্দ।
জয় জয় সজ্জন, গণ ভয় ভঞ্জন,
গোবিন্দ দাস আশ অনুবন্দ ॥

শ্রীসংকীর্ত্তন-অধিবাস

শ্রীগৌরচন্দ্র

১। জয়রে জয়রে গোরা শ্রীশচীনন্দন
মঙ্গল নটন সুঠান।
কীর্ত্তন আনন্দে শ্রীবাস রামানন্দে
মুকুন্দ বাসু গুণ গান।
দ্রাং দ্রিমি দ্রিমি মাদল বাজত
মধুর মঞ্জির রসাল।
শঙ্খ করতাল ঘণ্টারব ভেল
মিলন পদতলে তাল ॥
কোই দেই গোরা অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন
কোই দেই মালতিক মালা।

পিরীতি ফুলশরে মরম ভেদল
ভাবে সহচর ভোলা ॥
কোই কহত গোরা জানকীবল্লভ
শ্রীরাধার প্রিয় পাঁচবাণ ।
নয়নানন্দের মনে আন নাহি জানত
আমার গদাধরের প্রাণ ॥

২। একদিন পহুঁ হাসি, অদ্বৈত মন্দিরে আসি,
বসিলেন শচীর কুমার ।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে
মহোৎসবের করিলা বিচার ॥
শুনিয়া আনন্দে হাসি, সীতাঠাকুরাণী আসি,
কহিলেন মধুর বচন ।
তা শুনি আনন্দ মনে মহোৎসবের বিধানে,
কহে কিছু শচীর নন্দন ॥
শুন ঠাকুরাণী সীতা, বৈষ্ণব আনিয়া হেথা,
আমন্ত্রণ করিয়া যতনে ।
যেবা গায় যে বাজায়, আমন্ত্রণ করি তায়,
পৃথক পৃথক জনে জনে ॥
এত কহি গোরা রায়, আজ্ঞা দিল সবকায়,
বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণে ।

খোল করতাল লৈয়া, গন্ধ চন্দনাদি দিয়া,
পূর্ণ ঘট করহ স্থাপন ॥
আরোপণ কর কলা, তাহে বান্ধ ফুলমালা
কীর্ত্তন মণ্ডলী কুতূহলে ।
মাল্য চন্দন গুয়া, ঘৃত মধু দধি দিয়া,
খোল মঙ্গল সন্ধ্যাকালে ॥
শুনি মহাপ্রভুর কথা, প্রীতে বিধি কৈল যথা,
নানা উপহার গন্ধবাসে ।
সবে হরি হরি বলে, খোল মঙ্গল করে,
পরমেশ্বর দাস রস ভাষে ॥

৩। নানা দ্রব্য আয়োজন, করি করে নিমন্ত্রণ
কৃপা করি কর আগমন ।
তোমরা বৈষ্ণবগণ, মোর এই নিবেদন,
দৃষ্টি করি কর সমাপন ॥
করি এত নিবেদন, আনিল মহান্তগণ,
কীর্ত্তনের কর অধিবাস ।
অনেক ভাগ্যের ফলে, বৈষ্ণব আসিয়া মিলে,
কালি হবে মহোৎসব বিলাস ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান, করিবেন আস্বাদন,
পূরিবে সবার অভিলাষ ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র, সকল ভকত বৃন্দ,
গুণগায় বৃন্দাবন দাস ॥

৪। আগে রম্ভা আরোপণ, পূর্ণঘট সংস্থাপন,
আম্র পল্লব সারি সারি।
দ্বিজ বেদধ্বনি পড়ে, নারীগণ জয় করে,
আর সব বলে হরি হরি॥
দধি ঘৃত মঙ্গল, করি সবে উতরোল,
করয়ে আনন্দ পরকাশ।
আনিয়া বৈষ্ণবগণ, দিয়া মাল্য চন্দন,
কীর্ত্তন মঙ্গল অধিবাস॥
সবার আনন্দ মন, বৈষ্ণবের আগমন,
কালি হবে চৈতন্য কীর্ত্তন।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম, শ্রীনিত্যানন্দ ধাম,
গুণগায় দাস বৃন্দাবন॥

৫। জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ।
গৌরাঙ্গের আজ্ঞা পাঞা, ঠাকুর অদ্বৈত যাঞা,
করে খোল মঙ্গলের সাজ॥
আনিয়া বৈষ্ণব সব, হরিবোল কলরব,
মহোৎসবের করে অধিবাস।
আপনি নিতাইধন, দেই মালা চন্দন,
করে প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ।
গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া, বাজে তা তা থৈয়া থৈয়া,
করতালে অদ্বৈত চপল।

হরিদাস করে গান, শ্রীবাস ধরয়ে তান,
নাচে গোরা কীর্ত্তন মঙ্গল ॥
চৌদিকে বৈষ্ণবগণ, হরিবোল ঘনে ঘন,
কালি হবে কীর্ত্তন মহোৎসব ।
আজি খোল মঙ্গলি, রাখিয়া আনন্দ করি,
বংশী বলে দেহ জয়রব ॥

৬। প্রভুর আদেশ পাঞা ভকত সকল ।
সাত ভাগ করিয়া গঠিল সাত দল ॥
একদলের অধিপতি হৈলা নিত্যানন্দ ।
দ্বিতীয়ের মূল-গায়ান হইয়া মুকুন্দ ॥
তৃতীয়ের কর্ত্তা হৈলা নিজে সীতাপতি ।
গদাধর চতুর্থের হৈলা অধিপতি ॥
পঞ্চমের বাসু ঘোষ ষষ্ঠের মুরারি ।
সপ্তম দলের নেতা হৈল নরহরি ॥
একত্রে বাজিয়া ওঠে চৌদ্দ মাদল ।
চৌদ্দ জোড়া করতাল মহা কোলাহল ॥
আম্রসার সহ দধি পাত্রেতে রাখিয়া ।
অঙ্গনে ভাঙ্গিল হরিদ্রা মিশাইয়া ॥
হরিদ্রা মিশ্রিত দধি লইয়া সকলে ।
প্রেমানন্দে দেয় ফোঁটা এ উহার ভালে ॥
এইরূপে কীর্ত্তন মঙ্গল অধিবাস ।
প্রেমানন্দ গায় পরমেশ্বরী দাস ॥

৭। নদীয়া আকাশে সংকীর্ত্তন মেঘ সাজে।
খোল করতাল মুখে গভীর গরজে ॥
হুহুঙ্কার বজ্রধ্বনি হয় মুহুর্মুহু।
বরিখয়ে নাম-নীর ঘন দুই পহু ॥
নাচে গায় পারিষদ থমকে থমকে।
ভাবের বিজুলী তায় সঘনে চমকে ॥
প্রেমের বাদলে নৈদা শান্তিপুর ভাসে।
রায় অন্তরের হিয়া না ভুলিল রসে ॥

৮। প্রেম সিন্ধু গোরা রায়, নিতাই তরঙ্গ তায়,
করুণা বাতাস চারিপাশে।
প্রেম উথলিয়া পড়ে, জগত হাকাল ছাড়ে,
তাপ তৃষ্ণা সবাকার নাশে॥
দেখ দেখ নিতাই চৈতন্য দয়াময়।
ভক্ত হংস চন্দ্রমাকে, পিবি পিবি বলি ডাকে,
পাইয়া বঞ্চিত কেন হয়।
ডুবি রূপ সনাতন, তোলে নানা রত্নধন,
যতনে গাঁথিয়া তার মালা ॥
ভক্তিলতা সূত্র করি, লহ জীবে কণ্ঠভরি,
দূরে যাবে আপনার জ্বালা।
লীলা রস সংকীর্ত্তন, বিকসিত পদ্মবন,
জগত ভরিল যার বাসে।
ফুটিল কুসুম বন, মাতিল ভ্রমরগণ,
পাইয়া বঞ্চিত কৃষ্ণদাসে ॥

মহান্ত বিদায়

শ্রীহরি বাসর সমাধি, কাঁন্দে প্রভু নিরবধি,
আঁখি জলে বুক ভাসি যায়।
কহিছেন ধীরে ধীরে, নিত্যানন্দের গলা ধরে
বল ভাই কি করি উপায়॥
আর কি হরির দিনে, এই শ্রীবাস অঙ্গনে,
মন প্রাণের পাইব বিরাম।
গাহিব কৃষ্ণের নাম, পূরিবে মনের কাম,
গড়াগড়ি চণ্ডাল অধম॥
অনেক যতন করি, আনিয়া শ্রীবাসের বাড়ী,
পতিত উদ্ধার মহান্ত সকল।
কেমনে বলিব কারে, আজু সবে যাও ঘরে,
রসনা বাধ্য নাহি হয়॥
বলিছেন গৌর শশী, আমি থাকি ঘরে বসি,
তুমি কর মহান্ত বিদায়।
নিতাই র'ল অধোমুখে, কহিছে কতেক দুঃখে,
আমা হতে আজ্ঞা ফিরাও॥
না হয় সঙ্গ ছাড়া হব, ভক্ত বিদায় নাহি দিব,
(না হয়) অপরাধী হব শ্রীচরণে।
বাজার লাগাতে পাব, ভাঙ্গিতে শকতি ধর,
এত কথা বল আমায় কেনে॥

দধি ভাণ্ড লয়ে হাতে, দিলা শ্রীবাসের মাথে,
গৌর হরি নাচে বাহু তুলি ।
সীতানাথ হরি বলি, নিত্যানন্দে হৃদে ধরি,
বলে ধন্য হল পাপ কলি ॥
সবে হরি হরি বলি, হাতে দেয় করতালি,
নারীগণ করে জয় কার ।
দধি ভাণ্ড ভূমে ঢালি, গড়াগড়ি কুতূহলি,
নামযজ্ঞ সর্ব্ব যজ্ঞ সার ॥
গলে বসন নিয়ে যাই, সকল মহান্ত ঠাঁই,
বলে পুনঃ দরশন আশ ।
এতেক সঙ্কেত করি, বিদায় করল গৌরহরি,
কান্দি মরে বৃন্দাবন দাস ॥

দধিমঙ্গল

মহা মহা মহোৎসব সম্পূর্ণ কারণ ।
দধিমঙ্গল আনাইলেন শ্রীশচী-নন্দন ॥
গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার করেতে ধরিয়া ।
কহিছেন মহাপ্রভু কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
গোলোকের সম্পদ হরিনাম সংকীর্ত্তন ।
কেমনে বিদায় দিব মহান্তেরগণ ॥
এত শুনি নিত্যানন্দ আইলা ধাইয়া ।
ভূমেতে ফেলিল ভাণ্ড আছাড় মারিয়া ॥

দ্বাদশ গোপাল গেল আপন ভবন।
চৌষট্টি মহান্ত গেল নিজ নিকেতন॥
নিত্যানন্দ চলি গেল আপনার বাস।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে নরোত্তম দাস॥

নিমাই সন্ন্যাস

১। শয়ন মন্দিরে গৌরাঙ্গ সুন্দর
উঠিল রজনী শেষে।
মনে দৃঢ় আশ করিব সন্ন্যাস
ঘুচাব এ সব বেশে॥
ঐছন ভাবিয়া মন্দির তেজিয়া
আইলা সুরধনী তীরে।
দুই কর যুড়ি নমস্কার করি
পরশ করিলা নীরে॥
গঙ্গা পরিহরি নবদ্বীপ ছাড়ি
কাঞ্চন নগর পথে।
করিলা গমন শুনি সব জন
বজর পড়িল মাথে॥
পাষাণ সমান হৃদয় কঠিন
সেই শুনি গলি যায়।
পশু পাখী ঝুরে গলয়ে পাথরে
এ দাস লোচন গায়॥

২। এথা বিষ্ণুপ্রিয়া চমকি উঠিয়া
পালঙ্কে বুলায়ে হাত।
প্রভু না দেখিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া
শিরে মারে করাঘাত ॥
এ মোর প্রভুর সোণার নুপুর
গলার সোণার হার।
এ সব দেখিয়া মরিব ঝুরিয়া
জিতে না পারিব আর ॥
মুঞি অভাগিনী সকল রজনী
জাগিল প্রভুরে লৈয়া।
প্রেমেতে বান্ধিয়া মোরে নিদ্রা দিয়া
প্রভু গেল পলাইয়া ॥
কাঞ্চন নগর গেলা বিশ্বম্ভর
জীব উদ্ধারিবার তরে।
এ দাস লোচন দগদগি মন
শচী না পাইল দেখিবারে ॥

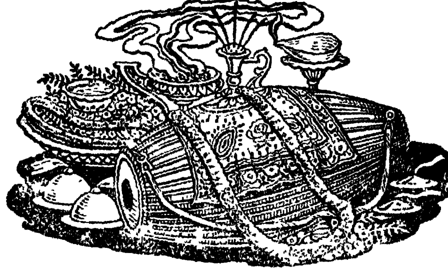
সায়ংকালোচিত শ্রীরাধিকার আরতি

গৌরী।

জয় জয় রাধে জি শরণ তোঁহারি।
ঐছন আরতি যাঙ বলিহারী॥
পাট পট্টাম্বর ওঢ়ে নীল শাড়ী।
সীথক সিন্দূর যাঙ বলিহারী॥
বেশ বনাওল প্রিয় সহচরী।
রতন সিংহাসনে বৈঠল গৌরী॥
চৌদিকে সখীগণ দেই করতালি।
আরতি করতহি ললিতা পিয়ারী॥
রতন জড়িত মণি মাণিক্য-মতি।
ঝলমল আভরণ প্রতি অঙ্গে জ্যোতি॥
চৌদিকে সহচরী মঙ্গল গাওয়ে।
প্রিয় নর্ম্ম সখীগণ চামর ঢুলায়ে॥
ও পদ পঙ্কজ সেবন কি আশা।
দাস মনোহর করত ভরসা॥



শ্রীশ্রীখোল বাদ্য শিক্ষা



সাধন

১। তাড়া খেটা তাড়া খেটা

হাভটী

১। ঝাঁ ঘেনর ঘেনা ঝাঁ ঘেনর ঘেনা ঝাঁ ঘেনা ঝাঁ

২। দাগুড়্গুড়্দা গুড়্গুড়্দাগুড়্ ।

তেহাই—তাতাখেটা গিঘিনাও ঝাঁত্রেকেড় তাতাখেটা গিঘিনাও

ঝাঁত্রেকেড় তাতাখেটা গিঘিনাও ঝাঁ II

✓× ×

৩। oগুড়্গুড়্ দান্ধেনা দাগুড়্গুড়্দা গুড়্গুড়্ধেনা তা ।

দাগুড়্গুড়্দা গুড়্গুড়্ধেনা, দাগুড়্গুড়্দা গুড়্গুড়্ধেনা,

দাগুড়্গুড়্দা গুড়্গুড়্ধেনা তা ।

o× ×

৪। oগুড়্গুড়্ ধৈয়াদ্ধে নিতাখেটা গিঘিনাঘি নাও ।

✓× ×

oগুড়্গুড়্ দান্ধেনা দাগুড়্গুড়্দা গুড়্গুড়্ধেনা তা ।

প্রতিটি সাধনীয় বিষয় অন্ততঃ দশবার বাজাইবে

| | | | |
৫। ধুমকেটা ধুমকেটা গিঘিনাঘি নিতাখেটা তাখিতেরেতেরে
| | ‖
খেটাতাকৃতেরেকেটে তিনতাকৃতেরেকেটে তা II
✓× × | | | ‖
০গুড়্গুড়্ দাঙ্কেনা দাগুড়্গুড়্দা গুড়্গুড়্ধেনা তা |

| | | | |
৬। খেটিনিতা খেটিনিতা ঘেটিনিতা ঘেটিনিতা তিনাগুনা
| | | ‖
ঘেটিতিনি তেরেতেরেতেরেতেরে খেটেতাকৃতেরেকেটে তা |
✓× × | | | ‖
০গুড়্গুড়্ দাঙ্কেনা দাগুড়্গুড়্দা গুড়্গুড়্ধেনা তা |

×✓× | | | | |
৭। ক্রেতাংনা তেনাখেটা ঘেটেতাখি তা ঝাঁআতিনি ঝাঁআতিনি
| | | | | |
তিনিতাখি তা, তাআখেটে তাআখেটে তিনিতাখি তা
| | | |
ত্রেকেটত্রেকেট ত্রেকেটত্রেকেট ত্রেকেটত্রেকেট ত্রেকেটত্রেকেট
| | |
ঘেড়ড়্ঘেনা গ্রেঘেনাও ঝাঁ |
✓× × | | | ‖
০গুড়্গুড়্ দাঙ্কেনা দাগুড়্গুড়্দা গুড়্গুড়্ধেনা তা |

| | | | | | |
৮। ঝাঁউড় জাগিনী জাগিটা খেটা তাউড় তাখিটী তেটেতা ঃ
| | | | | | | |
খেটা জাগিনী খেটা জাগিনী খেটা জাগিনী জাগিনী ঝাঁ II
✓× × | | | ‖
০গুড়্গুড়্ দাঙ্কেনা দাগুড়্গুড়্দা গুড়্গুড়্ধেনা তা |

| | | |
৯। দাগুড়্গুড়্ধে নাতাখেটা দাগুড়্গুড়্ধে নাতাখেটা
| | | |
দাগুড়্গুড়্ধে নাতাখেটা তেটেতেটে তেটেতেটে

।　　　　।　　　　।　　　　।
তাখিতেরেতেরে　খেটেতাক্‌তেরেকেটে　তিনতাক্‌তেরেকেটে　তা ।
৺×　×　　।　　।　　।　　॥
০গুড়্‌গুড়্‌　দাদ্ধেনা　দাগুড়্‌গুড়্‌দা　গুড়্‌গুড়্‌ধেনা　তা ।
।　　।　　।　　৺××　　।
১০ ।　ঝাঁআতিনি　তাআকৃতিনি　তিনদা　০খুড়্‌খুড়্‌　খেটিতাখে
।　　।　　।　　।　　।
টিতাখেটা　ঘেড়ড়্‌ঘেনা　গ্রেঘেনাও　দাধিনদ্রেগড়　ধ্রাংদাধিন্‌
।　　।　　।
দ্রেগড়্‌ধ্রাং　দাধিনদ্রেগড়　।　ধ্রাং　II

(সন ১৩৩০ সালে শ্রীখোলবাদ্য বিশারদ নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী মহাশয়ের নিকট কলিকাতায় প্রাপ্ত)

ছোট দশকুশী—১৪ মাত্রা, ৮ তাল ২ ফের।

৩　　　　৪　　　　১
।　　।　　।　　।　　।
১ । ঠেকাধিকৃধি　নাকৃধিনি　ধিকৃধি　নাকৃধিনি ।　ধোখেটা ।
২　　　　৩　　　　৪
।　।　।　।　।　।
খেইয়া　তিটি　তিটি । তাঁথি　নাকৃথিনি ।　তাঁথি নাকৃথিনি ।
১　　২
।　　।　　।
তাউর ।　তেত্তা　খেটা ।
৩　　　৪　　　১　　　২
।　।　।　।　।　।　।
২ । ঠেকা তাখি　ইখি ।　তাখি　ইখি ।　তাউরুর ।　তিত্তা　খি ।
৩　　　৪　　　১　　　২
।　।　।　।　।　।　।
দাঘি　গেদা　দাঘি　গেদা ।　দেরাঘেনে　দাঘি　তেটে ।

(১৩৩৫ সালে ৺মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট কলিকাতায় প্রাপ্ত)

ধীরা তাল—৮ মাত্রা, ৪ তাল।

১　　২　　৩　　৪
।　।　।　।　।　।　।　।
ঝাঁ　ঝাঁ ।　তা　তা ।　খিখি　তাখি ।　তা　উরুর ।

তেওট—১৪ মাত্রা, ২ ফেরা, ৬ তাল।

১ ২ ৩
। । ✓× × । । । ।
১। ঠেকা ঝাঁ ধি ০গুড়্গুড়্ । ঝাঁ ধিগুড়্গুড়্ । দাখি নিতা ।
১ ২ ৩
। । ✓× × । । । ।
তা তি ০খুড়্খুড়্ । তা তি । খিখি গুড়্গুড়্গুড়্গুড়্ II

—নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী

১ ২ ৩
। । । । । । ।
২। ঠেকা ঝাঁ ঝাঁ উরুর্ । ঝাঁ ঝাঁ । ঝাঁঝিন তিটি ।
১ ২ ৩
। । । । । । ।
তা তা উরুর । তা তা । খিখি তাখি II

(১৩৩৫ সালে মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট কলিকাতায় প্রাপ্ত)

বড় দশকুশী—২৮ মাত্রা, ৮ তাল, ২ ফেরা।

৪ ১
। । । । । ।
তা তেত্তা তেত্তা খেটেতাখি । তা খুড়্খুড়্খুড়্খুড়্ ।
২ ৩
। । । । । । । ।
তা তেত্তা তেত্তা খেটা । ধেয়া তাধে তাধে তাধে ।

৪ ১
। । । । ।
ঝাঁখি তাখি ঝাঁখি ঝাঁখিখি । ঝাঁ গুড়্গুড়্গুড়্গুড়্ ।
২ ৩
। । । । । । । ।
ঝাঁ ধৈ তেত্তা খেটি । তা তেত্তা তেত্তা খেটি ।

(১৩৩৭ সালে খোল বাদ্য বিশারদ ও গরাস পদ্ধতির কীর্ত্তন গায়ক নবদ্বীপ চন্দ্র ব্রজবাসী মহাশয়ের নিকট কলিকাতায় প্রাপ্ত)

তাল বড় দশকুশী

২ ৩
o o o । o o o ।
লয়—তিন্না তিননা খিটি তা তিননা তিননা খিটিতা তা তা

৪ ১
o । o o ।
উর উর উর উর তা ধিটি ধা ধিটি ধা ধিটি ধিটি ধা ॥

o
হাত। । o
জাঘি নাঝি নাক্ ঝিনি তাগ ঝিনি ঝা উররর
o o
জাঘি নাঝি নাক্ ঝিনি তাগ ঝিনি ঝা উররর
। o
জাঘি নাঝি নাক্ ঝিনি তাক ঝিনি ঝা উররর
o o
তাক ঝিনি ঝা উররর তাক ঝিনি ঝা উরউর
১ o
জাঘি নাঝি নাগ ঝিনি তাগ ঝিনি ঝা ঝা
২ o o
ঝেনাতা খেটা তেনা তা উরর তাথি নিতা খেটা
o
তিনি খেটা তাথি তা

মাতান। । o o
হাত। তাতা ঘেনা তাক্ তাতাক্ তাতাক্ তাত্তা ঘেনা
o ।
তাক তাতাক্ তাতাক তাত্তা ঘেনা তাক্
o o
তাতাক তাতাক উরর তাত্তা ঘেনা তাক্
o ১
তাত্তা ঘেনা উরর জাজা ঝেনা ঝিনি
o ২
জাজা ঝেনা ঝিনি ঝোনাক্ নাথিনি
o o
থেনাক নাথিনি থেনাক নাথিনি

০ ১ ০
খেনা উরর জাজা ঝেনা ঝিনি জাজা ঝেনা
২ ০
ঝিনি ঝেনা তা খেটা তেনা তা।

মান। ০ ০ ।
তা ঝা তেনা তাখি তা

বড়বীর বিক্রম—১৮ মাত্রা, ৫ তাল

১ ২ ৩
তাল মাত্রাঙ্ক—১—২—৩—৪— | ১—২—৩—৪— | ১—২—
৪ ৫
৩—৪— | ১—২— | ১—২—৩—৪— |

১ ২
১। ঠেকা তাতেটে তেটেঘেনে নেতাতাখি তা। ঘেড়ড়ঘেনা ঘিঘিনাঘি
৩
খেটাতাখি ঝাঁখিতাখি | তাখিতেটে তাখিগুড়্গুড়্
৪
দাধিনাধি নাকধিনি | ঝাঁআখিখি খিখিখিখি
৫
গুড়্গুড়্গুড়্গুড়্ গুড়্গুড়্গুড়্গুড়্ গুড়্গুড়্গুড়্গুড়্ ঝাঁ।

—নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী

১ ২
২। ঠেকা ধো দ্রেগেড় ধিন নাউ। তিনি ধিন্ না উ।
৩ ৪ ৫
দ্রোগা তিনি ধো। তা ধিন্। দ্রোগা তিনি তা ত্তি।

১ ২
৩। ঠেকা তা ধেন নাউ উরুবু। তিনি ধেন না উ।
৩ ৪ ৫
উরুবু তিনি ধো। তা ত্তি। দ্রোগা তিনি তা ত্তি।

১ ২ ৩
৪। ঠেকা তা উড় ধো গা | তি নি. তি নি | তাক্ দেটা
৪ ৫
খেটা তাক্ | দেটা খেটা | তা ক ০ ০ |

১ ২ ৩
৫। ঠেকা তা উড় ধো গা | তি নি তি নি | তাক্ দেটা
৪ ৫
খেটা তাক্ | দেটা খেটা | তা আক্ ০ ০ |

১ ২
৬। ঠেকা ধেনা আদ্ধি খিটি নাউ | তিধি খিটি না উ।
৩ ৪
ঘেনা তিনি তা ঘি | ঘেতি ঘেতা |
৫
ঘেনাউ উরুর তাতা তি |

(১৩৩৫ সালে প্রসিদ্ধ খোল বাদক সর্ব্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত।)

তাল আড়া—ভোজন আরতিতে দুইবার বাজিবে।

১ ২ ৩ ৪
১। ঠেকা খিকড় জাঘি | নিজ্ঘ ঘিনি | জাঘি নি | তিটি তিটি ॥

—সর্ব্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী

মাত্রা চিহ্ন

দুই মাত্রা—(॥)। এক মাত্রা—(।)। আধমাত্রা—(৺)।
সিকি মাত্রা—(×)। ফাঁক চিহ্ন—(০)। তাল চিহ্ন—(১—২— |)।

সমাপ্ত